Peace

ফেরেশতারা যাদের জন্য দোয়া করেন

ড. ফযলে ইলাহী (মক্কী)

পিস পাবলিকেশন-ঢাকা
Peace Publication

ফেরেশতারা যাদের জন্য দোয়া করেন

ফেরেশতারা যাদের জন্য দোয়া করেন

সংকলনে

প্রফেসর ডক্টর ফযলে ইলাহী

সম্পাদনায়

মুফতি মুহাম্মদ আবুল কাসেম গাজী
এম.এম, প্রথম শ্রেণী (প্রথম)
এম.এম, এম.এফ, এম.এ (প্রথম শ্রেণী)
মুফাসসির
তামীরুল মিল্লাত কামিল মাদরাসা, ঢাকা

হাফেজ মাওঃ আরিফ হোসাইন
বি.এ (অনার্স) এম.এ, এম.এম.
পিএইচ ডি গবেষক, ঢাবি
আরবি প্রভাষক
নওগাঁও রাশেদিয়া ফাযিল মাদরাসা, মতলব, চাঁদপুর।

পিস পাবলিকেশন
৩৮/৩, কম্পিউটার মার্কেট (২য় তলা),
বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০।

ফেরেশতারা যাদের জন্য দোয়া করেন

প্রফেসর ডক্টর ফযলে ইলাহী

প্রকাশক

মো : রফিকুল ইসলাম

পিস পাবলিকেশন

৩৮/৩, কম্পিউটার মার্কেট (২য় তলা), বাংলাবাজার, ঢাকা

মোবাইল : ০১৭১৫৭৬৮২০৯, ০১৯১১০০৫৭; ০২-৯৫৭১০৯২

প্রকাশকাল : জুলাই – ২০১৩ ইং

কম্পিউটার কম্পোজ : পিস হ্যাভেন

বাধাঁই : তানিয়া বুক বাইন্ডার্স, সূত্রাপুর

মুদ্রণে : ক্রিয়েটিভ প্রিন্টার্স

মূল্য : ১০০.০০ টাকা।

ওয়েব সাইট : www.peacepublication.com

ইমেইল : peacerafiq56@yahoo.com

সূচিপত্র

প্রথম অধ্যায়

ফেরেশতারা যাদের জন্য দোয়া করেন

দ্বিতীয় অধ্যায়
ফেরেশতারা যাদের অভিশাপ দেন

প্রথম অধ্যায়

ফেরেশতারা যাদের জন্য দোয়া করেন

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

(১)

অজু অবস্থায় ঘুমানো ব্যক্তির জন্য ফেরেশতা কর্তৃক ক্ষমা প্রার্থনা

যে সকল সৌভাগ্যবান ব্যক্তিদের জন্য ফেরেশতারা ক্ষমা প্রার্থনা করে থাকে, অজু অবস্থায় ঘুমানো ব্যক্তি তাদের অন্তর্ভুক্ত। যারা রাতে ঘুমানোর জন্য বিছানায় যাওয়ার সময় অজু অবস্থায় থাকে, আল্লাহর পক্ষ থেকে নিয়োজিত ফেরেশতা তার সাথে রাত্রি যাপন করে এবং রাতে যখনই পার্শ্ব পরিবর্তন করে তখনই আল্লাহর সমীপে সে ফেরেশতা তার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করে।

ইমাম তাবারানী (র) ইবনে আব্বাস (রা) হতে বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ এরশাদ করেন–

طَهِّرُوْا هٰذِهِ الْاَجْسَادَ طَهَّرَكُمُ اللّٰهُ، فَإِنَّهُ لَيْسَ مِنْ عَبْدٍ يَبِيْتُ طَاهِرًا إِلاَّ بَاتَ مَعَهُ فِىْ شِعَارِهِ مَلَكٌ لاَ يَنْقَلِبُ سَاعَةً مِّنَ اللَّيْلِ إِلاَّ قَالَ : اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِعَبْدِكَ فَإِنَّهُ بَاتَ طَاهِرًا) .

অর্থ : "তোমাদের শরীরকে পবিত্র রাখ, আল্লাহ তায়ালা তোমাদেরকে পবিত্র করবেন। যে ব্যক্তি পবিত্রাবস্থায় (অজু অবস্থায়) রাত্রি যাপন করবে, অবশ্যই একজন ফেরেশতা তার সাথে রাত্রি যাপন করবে, রাতে যখনই সে পার্শ্ব পরিবর্তন করে তখনই আল্লাহর সমীপে সে তার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করতঃ বলে, হে আল্লাহ! আপনার এ বান্দাকে ক্ষমা করুন। কেননা সে পবিত্রাবস্থায় (অজু অবস্থায়) ঘুমিয়েছে।" (আত-তারগীব ওয়াত তারহীব, কিতাবুন নাওয়াফেল ১/৪০৮-৪০৯ সনদ 'জায়েদ')

বি:দ্র: উপরোক্ত টিকা ১/২০৯ হাফেজ ইবনে হাজার (র)-ও (জায়েদ) বলে আখ্যায়িত করেছেন। (ফাতহুল বারী ১১/১০৯)

এছাড়াও এমন ব্যক্তি যখন ঘুম থেকে জাগ্রত হয় তখনও সে ফেরেশতা তার জন্য আল্লাহর সমীপে ক্ষমা প্রার্থনা করে। এ সম্পর্কে ইমাম ইবনে হিব্বান আব্দুল্লাহ বিন উমর (রা) থেকে বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ এরশাদ করেন–

مَنْ بَاتَ طَاهِرًا فِىْ شِعَارِهِ مَلَكٌ، فَلَمْ يَسْتَيْقِظْ إِلاَّ قَالَ الْمَلَكُ، اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِعَبْدِكَ فُلاَنًا بَاتَ طَاهِرًا .

অর্থ ঃ "যে ব্যক্তি পবিত্রাবস্থায় (অজু অবস্থায়) ঘুমায় তার সাথে একজন ফেরেশতা নিয়োজিত থাকে। অতঃপর সে ব্যক্তি ঘুম থেকে জাগ্রত হওয়ার সাথে সাথেই আল্লাহর সমীপে ফেরেশতাটি প্রার্থনায় বলে থাকে, হে আল্লাহ! তোমার অমুক বান্দাকে ক্ষমা করে দাও, কেননা সে পবিত্রাবস্থায় ঘুমিয়েছিল।" (আল ইহসান ফি তাকরিব সহীহ ইবনে হিব্বান ৩/৩২৮-৩২৯। শায়খ আলবানী এ হাদীসকে সহীহ বলেছেন। সহীহ আত-তারগীব ওয়াত-তারহীব ১/৩১৭, সহীহ হাদীস সিরিজ ৬খ; প্রথম ৮৯-৯২)

ইমাম ইবনে হিব্বান তার হাদীস গ্রন্থে এ হাদীসটি উল্লেখ করে "পবিত্রাবস্থায় ঘুমানো ব্যক্তি জাগ্রত হলে ফেরেশতা কর্তৃক ক্ষমা প্রার্থনা" নামক অধ্যায় বেঁধেছেন। (আল ইহসান ফি তাকরিব সহীহ ইবনে হিব্বান ৩/৩২৮)

উল্লেখিত হাদীসদ্বয় থেকে পবিত্র অবস্থায় ঘুমানো ব্যক্তি সম্পর্কে দু'টি বিষয় জানা যায়। যথা-

১. ফেরেশতা তার সাথে রাত্রি যাপন করে থাকে। আর ফেরেশতাদের সাথী হওয়াটা বড় সম্মান এবং আল্লাহ কর্তৃক মহা অনুগ্রহ পাওয়ার ব্যাপার। পবিত্রাবস্থায় ঘুমানো ব্যক্তির জন্য এ ব্যতীত যদি আর কোন ফযিলত না থাকে, তবুও এ আমলের মহত্বের ওপর এই এক ফযিলতই যথেষ্ঠ।

২. রাতে ঘুমন্ত অবস্থায় পার্শ্ব পরিবর্তন করার সময় ও ঘুম থেকে জাগ্রত হলে আল্লাহ কর্তৃক নিয়োজিত ফেরেশতা আল্লাহর সমীপে ক্ষমা প্রার্থনা করে থাকে।

পবিত্রাবস্থায় ঘুমানোর শুধু এ ফযিলতই নয়; বরং অন্য হাদীসে আরো ফযিলত বর্ণিত হয়েছে। ইমাম আহমাদ এবং ইমাম আবু দাউদ মুয়াজ বিন জাবাল (রা) হতে বর্ণনা করেন, নবী ﷺ এরশাদ করেন-

مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَبِيْتُ عَلَى ذِكْرٍ طَاهِرًا فَيَتَعَارُ مِنَ اللَّيْلِ، فَيَسْأَلُ اللّٰهَ خَيْرًا مِّنَ الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ إِلاَّ أَعْطَاهُ إِيَّاهُ.

অর্থ ঃ "পবিত্রাবস্থায় জিক্র করতে করতে ঘুমানো ব্যক্তি রাতে জাগ্রত হয়ে দুনিয়া ও আখেরাতের মঙ্গলের জন্য আল্লাহর কাছে যা চাইবে আল্লাহ তাকে তা দান করবেন।" (আল মুসনাদ ৫/২৩৫, সুনানে আবু দাউদ, হাদীস নং ৫০৩২, ১৩/২৬২ শায়খ আলবানী এ হাদীসকে সহীহ বলেছেন, সুনান আবু দাউদ ৩/৯১৫ দ্র:)

এ হাদীস থেকে আরো একটি বিষয় জানা গেল যে, দোয়া কবুলের শর্তের মধ্যে এটিও একটি শর্ত যে, পবিত্রাবস্থায় বান্দা জিকির করতে করতে ঘুমাবে এবং রাতে জাগ্রত হয়ে সে আল্লাহর সমীপে প্রার্থনা করবে। কেননা এ সম্পর্কে রাসূল ﷺ তাঁর উম্মতকে অবহিত করেছেন। আর জানা কথা যে, রাসূল ﷺ আল্লাহর পক্ষ থেকে প্রত্যাদেশপ্রাপ্ত হয়েই দ্বীনের ব্যাপারে উম্মতকে অবহিত করতেন।

এ সম্পর্কে আল্লাহ তায়ালা এরশাদ করেন–

«وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوٰى، إِنْ هُوَ إِلاَّ وَحْيٌ يُوحٰى» -

অর্থ : "আর তিনি কথা বলেন না, যা তার কাছে নাযিল করা হয় তা ওহী ছাড়া আর কিছুই নয়।" (সূরা আন-নাজম : ৩-৪)

হে আল্লাহ! আমাদেরকে সেই লোকদের অন্তর্ভুক্ত করুন, যারা পবিত্রাবস্থায় রাতে ঘুমায় এবং আমাদেরকে তাদের মতই সওয়াবের অংশীদার করুন। আমীন, হে বিশ্বপ্রতিপালক আমাদের নেক বাসনা কবুল করুন।

নামাযের অপেক্ষাকারীর জন্য ফেরেশতা কর্তৃক ক্ষমা প্রার্থনা

যে সকল সৌভাগ্যবান ব্যক্তির জন্য ফেরেশতারা ক্ষমা প্রার্থনা করে থাকে, তাদের দ্বিতীয় শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত হলো অজু অবস্থায় নামাযের অপেক্ষায় বসে থাকা ব্যক্তিগণ।

* ইমাম মুসলিম (র) আবু হুরাইরা (রা) হতে বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ এরশাদ করেন–

أَحَدُكُمْ مَا قَعَدَ يَنْتَظِرُ الصَّلاَةَ فِيْ صَلاَةٍ مَالَمْ يُحْدِثْ، تَدْعُوْلَهُ الْمَلاَئِكَةُ اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لَهُ وَارْحَمْهُ -

অর্থ : "তোমাদের মাঝে কোন ব্যক্তি যখন অজু অবস্থায় নামাযের অপেক্ষায় বসে থাকে, সে যেন নামাযেই রত। তার জন্য ফেরেশতারা দোয়া করতে থাকে, হে আল্লাহ! তুমি তাকে ক্ষমা কর, হে আল্লাহ! তুমি তার ওপর দয়া কর।" (সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ৬১৯, ১/৪৬০)

ইমাম ইবনে খুযায়মা তার সংকলিত সহীহ ইবনে খুযাইমাতে উপরের হাদীসের কাছাকাছি শব্দে এক অধ্যায় বর্ণনা করেছেন এবং অধ্যায়ের নামকরণ করেন–

فَضْلُ الْجُلُوْسِ فِى الْمَسْجِدِ انْتِظَارًا لِصَّلاَةِ وَذِكْرُ صَلاَةِ الْمَلاَئِكَةِ عَلَيْهِ، وَدُعَائِهِمْ لَهُ، مَا لَمْ يُؤْذِيْهِ، أَوْ يُحْدِثْ فِيْهِ -

অর্থ : "নামাযের অপেক্ষায় বসে থাকার ফযিলত এবং সেখানে বসে থাকা ব্যক্তির জন্য ফেরেশতা কর্তৃক ক্ষমা প্রার্থনার বর্ণনা যতক্ষণ পর্যন্ত অপরকে কষ্ট না দেয়া হয় বা অজু ভঙ্গ না হয়।" (সহীহ ইবনে খুযায়মা ২/৩৭৯)

আল্লাহু আকবার! এমন আমল করা কত সহজ। আর তার প্রতিদান কত অধিক। বান্দা অজু অবস্থায় নামাযের অপেক্ষায় বসে আছে, আর তার আমলনামায় নামাযের সওয়াব লেখা হচ্ছে এবং ফেরেশতা সে বান্দার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা ও তার জন্য আল্লাহ তায়ালার সমীপে রহমতের দোয়া করে।

সৌভাগ্যবান ব্যক্তিরা এরূপ মহৎ কাজের প্রতি গুরুত্ব দিতেন এবং দয়াময় আল্লাহর দয়ায় এখনো করে যাচ্ছেন।

এ সম্পর্কে এমন একটি ঘটনা যা ইমাম ইবনে মুবারাক (র) আত্বা বিন সায়েব (র) হতে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, একদা আমরা আব্দুর রহমান সুলামী (যার নাম ছিল আব্দুল্লাহ বিন হাবীব)এর নিকট গেলাম। আর তিনি তখন মৃত্যু আসন্ন অবস্থায় মসজিদে অবস্থান করছিলেন, আমরা তাঁকে জিজ্ঞেস করলাম, আপনি যদি বাড়ীতে চলে যান; তবে আপনার জন্য তা আরামদায়ক হবে।

তিনি উত্তরে বললেন, আমাকে জনৈক ব্যক্তি নবী ﷺ এর হাদীস শুনিয়েছেন, তিনি ইরশাদ করেন–

لَا يَزَالُ اَحَدُكُمْ فِىْ صَلَاةٍ مَادَامَ مُصَلَّاهُ يَنْتَظِرُ الصَّلَاةَ ـ

অর্থ ঃ "তোমাদের মাঝে কোন ব্যক্তি যখন মুসাল্লায় নামাযের অপেক্ষায় থাকে তখন সে (যেন) নামাযেই থাকে।"

আর ইমাম ইবনে সায়াদের বর্ণনায় আছে, নবী ﷺ এরশাদ করেন–

وَالْمَلَائِكَةُ يَقُوْلُ اَللّٰهُمَّ اغْفِرْلَهُ وَارْحَمْهُ

অর্থ ঃ "আর ফেরেশতারা তার জন্য দোয়া করতে থাকে "হে আল্লাহ! তুমি তাকে ক্ষমা কর এবং তার ওপর দয়া কর।" (কিতাবুয যুহ্দ, হাদীস নং ৪২০ পৃ:১৪১-১৪২)

তারপর আবু আব্দুর রহমান সুলামী বলেন–

فَاُرِيْدُ اَنْ اَمُوْتَ وَاَنَا فِىْ مَسْجِدِىْ

অর্থ ঃ "অতপর আমি চাই যে, আমি মসজিদে (নামাযের অপেক্ষায় থেকেই) মৃত্যুবরণ করি।" (আত তাবাকাতুল কুবরা ৬/১৭৪-১৭৫)

হে দয়াময়! আপনি সেই বান্দাদের ওপর অগণিত রহমত বর্ষণ করুন এবং এ অধমদেরকেও সেই মহৎ কাজের আগ্রহ দান করুন। হে বিশ্ব প্রতিপালক! আপনি কবুল করুন। আমীন

এছাড়াও আমাদের নবী ﷺ তাঁর উম্মতের জন্য একটি উপকারী কথা বলেছেন, যার ফলে মসজিদে নামাযের জন্য অপেক্ষাকারীগণ আল্লাহর রহমতে অতি সহজে উপকৃত হতে পারেন।

ইমাম আহমাদ বিন হাম্বল, ইবনে খুযায়মা এবং যিয়াউদ্দীন মাকদাসী, সাহাবী (রা) হতে বর্ণনা করেছেন, নবী ﷺ এরশাদ করেন–

إِنَّ الدُّعَاءَ لاَ يُرَدُّ بَيْنَ الأَذَانِ وَالإِقَامَةِ فَادْعُوا

অর্থ ঃ "নিশ্চয়ই আযান ও ইকামাতের মধ্যবর্তী সময় দোয়া ফিরিয়ে দেয়া হয় না। অতএব তোমরা (এ সময়) দোয়া কর।" (আর মুসনাদ, হাদীস নং ১৩৬৬৮, ২১/২৩৭, সহীহ ইবনে খুযায়মা হাদীস নং ৪২৭, ১/২২২, আল ইহসান ফি তাকরিব সহীহ ইবনে হিব্বান হাদীস নং ১৬৯৬. ৪/৫৯৩-৫৯৪, আল-আহাদীস মুখতারা, মুসনাদ আনাস বিন মালেক (রা) হাদীস নং ১৫৬২, ৪/৩২৯-৩৯৩)

ইমাম ইবনে খুযায়মা (র) নিম্নের অধ্যায়ের আওতায় এ হাদীসটি বর্ণনা করেছেন–

اِسْتِحْبَابُ الدُّعَاءِ بَيْنَ الأَذَانِ وَالإِقَامَةِ رَجَاءَ أَنْ تَكُوْنَ الدَّعْوَةُ غَيْرُ مَرْدُوْدَةٍ بَيْنَهُمَا ـ

অর্থ ঃ "আযান ও ইকামাতের মাঝে দোয়া প্রত্যাখ্যান হয় না এ প্রত্যাশায় দোয়া করা মুস্তাহাব।" (সহীহ ইবনে খুযায়মা ১/২২২)

হে দয়াবান! আমাদেরকে আযান ও ইকামতের মধ্যবর্তী সময়ে বেশী বেশী দোয়া করার তাওফীক দান করুন এবং আমাদের প্রার্থনা কবুল করুন। আমীন, ইয়া যালজালালে ওয়াল ইকরাম।

৩

প্রথম কাতারের নামাযীর জন্য ফেরেশতাদের ক্ষমা প্রার্থনা

ফেরেশতা কর্তৃক দোয়াপ্রাপ্ত ধন্য ব্যক্তিদের তৃতীয় শ্রেণী ঐ সকল লোক যারা প্রথম কাতারে জামাতের সাথে নামায আদায় করে। এ সম্পর্কে অনেক হাদীস বর্ণিত হয়েছে। তার মধ্যে একটি হলো, প্রথম কাতারের নামাযীর জন্য ফেরেশতা কর্তৃক ক্ষমা প্রার্থনা সম্পর্কে ইমাম ইবনে হিব্বান (র) সাহাবী বারা' (রা) হতে বর্ণনা করেন–

كَانَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ يَقُوْلُ : إِنَّ اللهَ وَمَلاَئِكَتَهُ يُصَلُّوْنَ عَلَى الصَّفِّ الأَوَّلِ ـ

অর্থ ঃ "রাসূলুল্লাহ ﷺ বলতেন, প্রথম কাতারের মুসল্লিদেরকে নিশ্চয়ই আল্লাহ তায়ালা ক্ষমা করেন ও ফেরেশতারা তাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করে।" (আল ইহসান ফি তাকরিব সহীহ ইবনে হিব্বান হাদীস নং ২১৫৭, ৫/৫৩০-৫৩১

শায়খ শোয়াঈব আরনাউত হাদীসটিকে সহীহ্ সাব্যস্ত করেন। (দেখুন : হাশীয়া আল ইহসান ৫/৫৩১)

ইমাম ইবনে হিব্বান (র) এ হাদীসটির ভিত্তিতে নিম্নের অধ্যায় রচনা করেন–

ذِكْرُ مَغْفِرَةِ اللّٰهِ جَلَّ وَعَلاَ مَعَ اسْتِغْفَارِ الْمَلاَئِكَةِ لِلْمُصَلِّيْ فِى الصَّفِّ الأَوَّلِ.

অর্থ ঃ "প্রথম কাতারের নামাযীর প্রতি আল্লাহ্ তায়ালার ক্ষমা ও ফেরেশতা কর্তৃক ক্ষমা প্রার্থনা বর্ণনা।" (উপরোক্ত টিকা দ্র: ৫/৫৩০)

এ হাদীসে নিম্নের দু'টি বিষয় ফুটে উঠে–

১. হাদীসের শব্দ– كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ

অর্থ ঃ রাসূলুল্লাহ ﷺ বলতেন।

এ থেকে বুঝা যায়, রাসূল ﷺ উপরিউক্ত কথা একবারই বলেননি: বরং তিনি বার বার বলতেন কেননা এতে চলমান অতীতকালের শব্দ كَانَ ব্যবহার করেছেন অর্থাৎ (তিনি বলতেন) যাতে চলমানের অর্থ পাওয়া যায় এবং এটাও জানা প্রয়োজন যে, কোন কথাকে রাসূল ﷺ একবার বললেই তার সত্যতা প্রমাণের জন্য যথেষ্ট। এরপরও তিনি যেহেতু এ কথাকে বারবার বলেছেন, যেহেতু এর গুরুত্ব ও তাকিদ, বলাই বাহুল্য।

রাসূল ﷺ সাহাবীগণকে একথা বারবার বলাতে তাঁর এমন আগ্রহ প্রকাশ পায় যে, তাঁর উম্মতরা যেন প্রথম কাতারের সওয়াব থেকে বঞ্চিত না হয়।

২. নবী ﷺ কথার প্রারম্ভেই إِنَّ। অব্যয় ব্যবহার করেছেন এর অর্থ হলো বাক্যের মাঝে গুরুত্ব ও তাকিদ বুঝানো এবং নবী ﷺ তো সত্যবাদী তাঁর কথা তাকিদ ছাড়া বললেও তাতে কোন সন্দেহের অবকাশ থাকে না। তারপরও যখন তিনি তাকিদের অব্যয় ব্যবহার করেছেন, বিধান তা অত্যন্ত গুরুত্ব ও তাকিদপূর্ণ।

প্রথম কাতারের সাথে দ্বিতীয় কাতারের নামাযীর জন্য ফেরেশতারা ক্ষমা প্রার্থনা করে। সে সম্পর্কে একটি হাদীস ইমাম আহমাদ বিন হাম্বল (র) আবু উমামা (রা) হতে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ এরশাদ করেন–

إِنَّ اللّٰهَ وَمَلاَئِكَتَهُ يُصَلُّوْنَ عَلَى الصَّفِّ الأَوَّلِ

قَالُوْا : يَارَسُوْلَ اللّٰهِ ا وَعَلَى الثَّانِيْ

إِنَّ اللّٰهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّوْنَ عَلَى الصَّفِّ الْأَوَّلِ

قَالُوْا : يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ! وَعَلَى الثَّانِيْ

قَالَ : وَعَلَى الثَّانِيْ

অর্থ ঃ "নিশ্চয়ই প্রথম কাতারের নামাযীকে আল্লাহ্ তায়ালা ক্ষমা করেন এবং তাঁর ফেরেশতারা তাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করে। সাহাবীগণ বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! দ্বিতীয় কাতারের নামাযীদের ওপর। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন। নিশ্চয়ই প্রথম কাতারের নামাযীকে আল্লাহ্ তায়ালা ক্ষমা করেন এবং ফেরেশতারা তাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করে। সাহাবীগণ বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! দ্বিতীয় কাতারের নামাযীদের জন্য। তিনি বললেন, দ্বিতীয় কাতারের নামাযীদের জন্যও।"(আল মুসনাদ ৫/২৬২, আত-তারগীব ওয়াত-তারহিব ১/৩১৮ শায়খ আলবানী এ হাদীসকে 'হাসান' বলেছেন। দেখুন সহীহ্ আত-তারহীব ১/২৬৯)

এ হাদীস থেকে প্রতীয়মান হয়, দ্বিতীয় কাতারের নামাযীদের ওপর আল্লাহ্ তায়ালা দয়া করেন এবং ফেরেশতারা তাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করে থাকে। এর দ্বারা আরো স্পষ্ট হল যে, দ্বিতীয় কাতার অপেক্ষা প্রথম কাতারের ফযিলত ও মর্যাদা অনেক বেশী। কেননা নবী ﷺ আল্লাহ্ তায়ালা কর্তৃক দয়া ও ফেরেশতা কর্তৃক ক্ষমা প্রার্থনার কথা দুই বার উল্লেখ করেছেন।

এ সম্পর্কে শায়খ আহমাদ বিন আব্দুর রহমান আল-বান্না বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর প্রথম কাতারের নামাযীদের ওপর আল্লাহর দয়া ও ফেরেশতা কর্তৃক ক্ষমা প্রার্থনার কথা দুইবার উল্লেখ করা থেকে এ কথা বুঝা যায় যে, প্রথম কাতারের মর্যাদা ও ফযিলত দ্বিতীয় কাতারের চেয়ে অনেক বেশী এজন্য যে ব্যক্তি প্রথম কাতারে জায়গা পাওয়ার পরও দ্বিতীয় কাতারে দাঁড়ায় সে ব্যক্তি প্রথম কাতারের মহা সওয়াব থেকে বঞ্চিত হয়। অতএব নিজের আমলের দিকে লক্ষ্য রাখা উচিত। (বুলুগুল আমানী ৫/৩২০, ও মেরকাতুল মাফাতিহ্ ৩/১৭৮)

প্রথম কাতার ও দ্বিতীয় কাতারের নামাযীদের সাথে প্রথম দিকের কাতারগুলোর নামাযীর জন্যও আল্লাহ্ দয়া করেন ও ফেরেশতারা ক্ষমা প্রার্থনা করেন। এ সম্পর্কেও একটি হাদীস ইমাম আবু দাউদ (র) এবং ইমাম ইবনে খুযায়মা (র) বারা বিন আজেব (রা) হতে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ এরশাদ করেন–

إِنَّ اللّٰهَ عَزَّ وَجَلَّ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّوْنَ عَلَى الصُّفُوْفِ الْأَوَّلِ

অর্থ ঃ "নিশ্চয়ই প্রথম কাতারগুলোর নামাযীর ওপর আল্লাহ্ তায়ালা দয়া করেন ও ফেরেশতারা ক্ষমা প্রার্থনা করে।" (সুনানে আবু দাউদ হাদীস নং ৬৬০, ২/২৫৭, সহীহ ইবনে খুযায়মা ১৫৫৭, ৩/২৬ ইমাম নববী এ হাদীসটিকে 'হাসান' বলেছেন। দেখুন রিয়াদুস সালেহীন ৪৪৬ পৃ: শায়খ আলবানী এ হাদীসকে 'সহীহ' বলেছেন। দেখুন সহীহ সুনানে আবু দাউদ ১/১৩০)

ইমাম ইবনে খুযায়মা (র) তাঁর স্বীয় গ্রন্থে এ হাদীসের ভিত্তিতে নিম্নের অধ্যায় স্থাপন করেন–

بَابُ ذِكْرِ صَلَاةِ الرَّبِّ عَلَى الصُّفُوْفِ الأَوَّلِ وَمَلَائِكَتِهِ .

অর্থ ঃ "প্রথম কাতারগুলোর নামাযীর জন্য আল্লাহর দয়া ও ফেরেশতাদের ক্ষমা প্রার্থনা অধ্যায়।" (সহীহ ইবনে খুযায়মা ৩/২৬)

সুনানে নাসায়ীর বর্ণনায় এসেছে :

إِنَّ اللّٰهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّوْنَ عَلَى الصُّفُوْفِ الْمُتَقَدِّمَةِ

অর্থ ঃ "সামনের কাতারসমূহের নামাযীর ওপর আল্লাহ্ তায়ালা দয়া করেন ও ফেরেশতারা ক্ষমা প্রার্থনা করে।" (সুনানে নাসায়ী, ২/৯০, শায়খ আলবানী এ হাদীসকে 'সহীহ' বলেছেন। দেখুন : সহীহ সুনানে নাসায়ী ১/১৭৫)

মোটকথা, প্রথম, দ্বিতীয় ও সামনের কাতারের নামাযীর ওপর আল্লাহ্ তায়ালা দয়া করেন ও ফেরেশতারা তাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করে থাকে, তবে প্রথম কাতারের ওপর আল্লাহ্ তায়ালা বেশী দয়া করেন ও ফেরেশতারাও বেশী ক্ষমা প্রার্থনা করে থাকে।

দয়াবান আল্লাহ্ আমাদেরকে প্রথম কাতারে শামিল হওয়ার তাওফীক দান করুন। আমীন

প্রথম কাতারের নামাযীদের সম্পর্কে এ ছাড়া আরো হাদীস বর্ণিত হয়েছে।

তন্মধ্যে একটি হলো : যে হাদীসটি ইমাম বুখারী আবু হুরাইরা (রা) হতে বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ এরশাদ করেন–

لَوْ يَعْلَمُ النَّاسُ مَا فِي النِّدَاءِ وَالصَّفِّ الأَوَّلِ ثُمَّ لَمْ يَجِدُوْا إِلاَّ أَنْ يَسْتَهِمُوْا عَلَيْهِ لَاسْتَهَمُوْا عَلَيْهِ .

অর্থ ঃ "যদি লোকেরা আযান দেয়া ও প্রথম কাতারে নামায আদায় করার সওয়াব সম্পর্কে অবগত হতো, তবে তাতে লটারী দেয়া ছাড়া কেউ সুযোগ পেত না।" (সহীহ বুখারী হাদীস নং ৬১৫, ২/৯৬)

৪

কাতারের ডান পার্শ্বের মুসল্লিদের জন্য ফেরেশতাদের ক্ষমা প্রার্থনা

ফেরেশতা কর্তৃক দোয়া পেয়ে ধন্য ব্যক্তিদের চতুর্থ শ্রেণী হলো, যারা নামাযে কাতারের ডান পার্শ্বে দাঁড়ায়। এর দলীল হলো, আবু দাউদ ইবনে খুযায়মা ও ইবনে হিব্বান (র)এর অয়েশা (রা) কর্তৃক বর্ণিত হাদীস। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ এরশাদ করেছেন–

إِنَّ اللّٰهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّوْنَ عَلَى مَيَامِنِ الصُّفُوْفِ

অর্থ ঃ "নিশ্চয়ই আল্লাহ তায়ালা দয়া করেন এবং ফেরেশতারা ক্ষমা প্রার্থনা করে থাকে নামাযে ডান পার্শ্বে দাঁড়ানো ব্যক্তিদের ওপর।" (সুনানে আবু দাউদ হাদীস নং ৬৭২, ২/২৬৩, সুনানে ইবনে মাজাহ হাদীস নং ৯৯১, ১/১৮০-১৮১, আল ইহসান ফি তাকরিব সহীহ ইবনে হিব্বান হাদীস নং ২১৬০. ৫/৫৩৩-৫৩৪, আত-তারগীব ওয়াত-তারহীব ১/৩২০ হাফেয ইবনে হাজার এ হাদীসকে 'হাসান' বলেছেন। দেখুন: ফাতহুল বারী ২/২১৩)

ইমাম ইবনে মাজাহ (র) এ হাদীসের ভিত্তিতে নিম্নের অধ্যায় স্থাপন করেছেন–

بَابُ فَضْلِ مَيْمَنَةِ الصَّفِّ

অর্থ ঃ "নামাযে ডান পার্শ্বে দাঁড়ানোর ফযিলত অধ্যায়।" (সুনানে ইবনে মাজাহ ১/১৮০)

ইমাম ইবনে হিব্বান এ হাদীসটির ভিত্তিতে নিম্নের অধ্যায় রচনা করেছেন–

ذِكْرُ مَغْفِرَةِ اللّٰهِ جَلَّ وَعَلَا وَاسْتِغْفَارُ الْمَلَائِكَةِ لِلْمُصَلِّيْ عَلَى مَيَامِنِ الصُّفُوْفِ .

অর্থ ঃ "নামাযে কাতারের ডান পার্শ্বে দাঁড়ানো ব্যক্তির জন্য আল্লাহর ক্ষমা ও ফেরেশতা কর্তৃক ক্ষমা প্রার্থনা অধ্যায়।" (আল ইহসান ফি তাকরিব সহীহ ইবনে হিব্বান হাদীস নং ৫/৫৩৩)

সাহাবীগণ নবী ﷺ-এর সাথে নামায আদায়ের সময় কাতারের ডান পার্শ্বে দাঁড়ানো বেশী পছন্দ করতেন। ইমাম মুসলিম বারা' ইবনে আজেব (রা) হতে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন যে, আমরা যখন রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর পিছনে নামায আদায় করতাম তখন তাঁর ডান পার্শ্বে দাঁড়ানো পছন্দ করতাম। আর আমরা এটাও পছন্দ করতাম যে, তিনি যেন নামায শেষে আমাদের দিকে মুখ ফিরান। (সহীহ মুসলিম বর্ণনা নং ৫২ (৭০৯), ১/৪৯২)

ইমাম নববী এ হাদীসের ভিত্তিতে নিম্নের অধ্যায় স্থাপন করেছেন–

بَابُ اسْتِحْبَابِ يَمِيْنِ الْاِمَامِ

অর্থ ঃ ইমাম সাহেবের ডানে দাঁড়ানো মুস্তাহাব অধ্যায়। (পূর্বের টিকা দ্র: ১/৪৯২)

মোল্লা আলী কারী শায়খ ইবনে মালেক (র) থেকে বর্ণনা করেন, তিনি এ হাদীস সম্পর্কে বলেন, এ হাদীস কাতারের ডানে দাঁড়ানোর ফযিলত প্রমাণ করে। (মেরকাতুল মাফাতিহ ৩/১৭৬, আওনুল মা'বূদ ২/২৬৩)

৫
কাতারে পরস্পরে মিলিতভাবে দাঁড়ানো ব্যক্তিদের জন্য ফেরেশতা কর্তৃক ক্ষমা প্রার্থনা

ফেরেশতা কর্তৃক দোয়া পেয়ে উপকৃত ব্যক্তিদের পঞ্চম শ্রেণী হলো ঐ সকল ব্যক্তি যারা জামাতের সাথে নামায আদায় করার সময় কাতারে অপরের সাথে মিলিত হয়ে দাঁড়ায় এবং তার ও অপরের মাঝে কোন প্রকার ফাঁক রাখে না। এ বিষয়ে বহু হাদীসের মধ্যে দুটি হাদীস বর্ণনা করা যেতে পারে। যেমন–

ক. ইমাম আহমাদ বিন হাম্বল, ইবনে মাজাহ, ইবনে হিব্বান ও হাকেম (র) আয়েশা (রা) হতে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ এরশাদ করেছেন–

إِنَّ اللّٰهَ عَزَّ وَجَلَّ وَمَلاَئِكَتَهُ عَلَيْهِمُ السَّلاَمُ يُصَلُّوْنَ عَلَى الَّذِيْنَ يَصِلُوْنَ الصُّفُوْفَ.

অর্থ ঃ "নিশ্চয়ই আল্লাহ তায়ালা দয়া করেন এবং ফেরেশতাগণ ক্ষমা প্রার্থনা করে, যারা কাতার মিলিত করে (নামাযে একে অপরের সাথে মিলিয়ে দাঁড়ায়)।" আল মুসনাদ ৬/৬৭, সুনানে ইবনে মাজাহ ৯৮১, ১/১৭৯, সহীহ ইবনে খুযায়মা ৩/২৩ আল ইহসান ফি তাকরিব সহীহ ইবনে হিব্বান হাদীস নং ২১৬৩, ৫/৫৩৬, আল-মুসতাদরাক আলাস-সাহিহায়ন ১/২১৪, হা : জাহবী এটিকে সমর্থন করেছেন। দেখুন; আত তালখীস: ১/২১৪ ও শায়খ আলবানী এ হাদীসকে 'সহীহ' বলেছেন, সহীহ আত-তারগীব ওয়াত-তারহীব ১/২৭২ দ্র:)

ইমাম ইবনে খুযায়মা এ হাদীসটির ভিত্তিতে নিম্নের অধ্যায় রচনা করেছেন–

ذِكْرُ صَلاَةِ الرَّبِّ وَمَلاَئِكَتِهِ عَلٰى وَاصِلِ الصُّفُوْفِ

অর্থ ঃ "নামাযের কাতারে মিলিতভাবে দাঁড়ানো ব্যক্তির জন্য আল্লাহ তায়ালার দয়া এবং ফেরেশতা কর্তৃক ক্ষমা প্রার্থনা অধ্যায়।" (সহীহ ইবনে খুযায়মা ৩/২৩)

খ. ইমাম ইবনে খুযায়মা (র) বারা' ইবনে আজেব (রা) হতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ নামাযের কাতারের এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্ত পর্যন্ত সবার সীনায় ও কাঁধে হাত লাগিয়ে কাতার সোজা করতেন এবং বলতেন–

لاَ تَخْتَلِفُوْا فَتَخْتَلِفَ قُلُوْبُكُمْ

অর্থ ঃ "তোমরা পৃথক পৃথক হয়ে দাঁড়াইও না। কেননা তোমাদের অন্তর পৃথক হয়ে যাবে।" (আল ইহসান ফি তাকরিব সহীহ ইবনে হিব্বান হাদীস নং ৫/৫৩৬)

বারা' ইবনে আজেব (রা) বলেন–

وَكَانَ يَقُوْلُ : إِنَّ اللّٰهَ وَمَلاَئِكَتَهُ يُصَلُّوْنَ عَلَى الَّذِيْنَ يُصَلُّوْنَ الصُّفُوْفَ الْأَوَّلَ ـ

অর্থ ঃ "আর রাসূল ﷺ বলতেন, যারা সামনের কাতারে মিলে মিশে দাঁড়ায় তাদের ওপর আল্লাহ তায়ালা দয়া করেন এবং ফেরেশতারা তাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করে।" (সহীহ ইবনে খুযায়মা ৩/২৬, শায়খ আলবানী ও এ হাদীসকে 'সহীহ' বলেছেন, সহীহ আত-তারগীব ওয়াত-তারহীব ১/২৭২ দ্র:)

ইমাম ইবনে খুযায়মা (র) এ হাদীসটির ভিত্তিতে নিম্নের অধ্যায় রচনা করেন :

ذِكْرُ صَلَوَاتِ الرَّبِّ وَمَلاَئِكَتِهِ عَلَى وَاصِلِى الصُّفُوْفِ الْأَوَّلِ

অর্থ ঃ "সামনের কাতারসমূহের মিলিতকারীদের ওপর আল্লাহ তায়ালার দয়া এবং ফেরেশতাদের ক্ষমা প্রার্থনার বর্ণনা।" (সহীহ ইবনে খুযায়মা ৩/২৬)

এক্ষেত্রে পাঠকবৃন্দের দুটি বিষয়ের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। যথা–

১. উপরিউক্ত হাদীসসমূহ নবী ﷺ তাঁর বাণীর প্রারম্ভেই إِنَّ অব্যয় ব্যবহার করেছেন। এ অব্যয় বাক্যের মাঝে ব্যবহার হলে তা নিশ্চয়ই এবং অবশ্যই অর্থ বুঝায়।

২. দ্বিতীয় হাদীসে বারা' ইবনে আজেব (রা) বর্ণনা করতে গিয়ে كَانَ يَقُوْلُ ব্যবহার করেছেন এর অর্থ হল তিনি বলতেন। এর দ্বারা বুঝা যায়, রাসূলুল্লাহ ﷺ এ কথা অনেক বারই বলেছেন এবং এর দ্বারা হাদীসে বর্ণিত বিষয়টি অধিক গুরুত্বপূর্ণ তা স্পষ্ট বুঝা যায়।

এছাড়াও সাহাবায়ে কেরাম জামাতের সাথে নামায আদায়ের সময় একে অপরের সাথে মিলে দাঁড়ানোর প্রতি অধিক গুরুত্ব দিতেন। এ সম্পর্কে নিম্নে দুটি প্রমাণ পেশ করা হচ্ছে–

১. ইমাম বুখারী (র) আনাস (রা) হতে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন নবী ﷺ এরশাদ করেন–

أَقِيْمُوْا صُفُوْفَكُمْ فَإِنِّيْ أَرَاكُمْ مِنْ وَرَاءِ ظَهْرِيْ

অর্থ ঃ "তোমরা তোমাদের কাতারকে সোজা কর। কারণ আমি আমার পিছনেও দেখতে পাই।"

وَكَانَ أَحَدُنَا يَلْزِقُ مَنْكِبَهُ بِمَنْكِبِ صَاحِبِهِ وَقَدَمَهُ بِقَدَمِهِ

অর্থ ঃ "আমাদের সবাই নামাযে একে অপরের কাঁধের সাথে কাঁধ এবং পায়ের সাথে পা মিলাত।" (সহীহ বুখারী কিতাবুল আযান, কাতারে কাঁধের সাথে কাঁধ ও পায়ের সাথে পা মিলানো অধ্যায় হাদীস নং ৭২৫, ২/২১১)

২। ইমাম আবু দাউদ (র) নুমান ইবনে বাশীর (রা) হতে বর্ণনা করেন তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ নামাযীদের দিকে মুখ ফিরিয়ে এরশাদ করেন–

أَقِيْمُوْا صُفُوْفَكُمْ ثَلَاثًا وَاللّٰهِ ! لَتُقِيْمُنَّ صُفُوْفَكُمْ أَوْلَيُخَالِفَنَّ بَيْنَ قُلُوْبِكُمْ .

অর্থ ঃ "তোমরা তোমাদের কাতার সোজা কর, তোমরা তোমাদের কাতার সজো কর, তোমরা তোমাদের কাতার সোজা কর। আল্লাহর শপথ! তোমাদের কাতারকে সোজা কর, নইলে আল্লাহ তায়ালা তোমাদের অন্তরের মাঝে বক্রতা সৃষ্টি করে দিবেন।"

قَالَ : فَرَأَيْتُ الرَّجُلَ يَلْزِقُ مَنْكِبَهُ بِمَنْكِبِ صَاحِبِهِ وَرُكْبَتَهُ بِرُكْبَةِ صَاحِبِهِ، وَكَعْبَهُ بِكَعْبِهِ .

অর্থ ঃ বর্ণনাকারী বলেন, "আমি দেখি ব্যক্তি তার নিজের কাঁধ অপরের কাঁধের সাথে, হাটু অপরের হাটুর সাথে এবং পা অপরের পায়ের সাথে মিলায়ে দাঁড়ায়।" (সুনানে আবু দাউদ হাদীস নং ৬৫৮, ২/২৫৫-২৫৬, শায়খ আলবানী এ হাদীসকে 'সহীহ' বলেছেন, সহীহ সুনানে আবু দাউদ ১/১৩০ দ্র.)

আল্লাহু আকবার! সাহাবীগণ কাতার মিলানোর ব্যাপারে অত্যধিক গুরুত্ব দিতেন আর আমাদের অনেক নামাযী ভাই তাদের বিপরীত আমল করে এবং এ ব্যাপারে তারা সম্পূর্ণরূপে উদাসীন।

আল্লামা মুহাম্মাদ শামসুল হক আজীমাবাদী (র) বলেন এ হাদীসগুলি প্রমাণ করে যে, নামাযে কাতার সোজা করার ব্যাপারে অনেক গুরুত্ব দেয়া প্রয়োজন এবং কাতার সোজা করা নামায পূর্ণ হওয়ার অন্তর্ভুক্ত অতএব নামাযী যেন কাতার থেকে আগে বা পিছে না দাঁড়ায় বরং অপরের কাঁধের সাথে কাঁধ, পায়ের সাথে পা, ও হাঁটুর সাথে হাঁটু মিলিয়ে দাঁড়ায়।

কিন্তু আজ এ সুন্নাতকে সাধারণভাবে উপেক্ষা করা হচ্ছে। এমনকি এ সুন্নাতের ওপর গুরুত্ব দেয়া হলে লোকেরা জংলী গাধার মত গর্জে উঠবে (ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন)। (আত তা'লিক আলা সুনানে দারকুতনী ১/২৮৩-২৮৪)

দয়ালু, দাতা প্রভু যেন আমাদেরকে সে সকল লোকদের অন্তর্ভুক্ত না করেন। আমাদেরকে তিনি সেই সকল লোকদের অন্তর্ভুক্ত করুন, যারা নামাযের কাতারকে সোজা করে আল্লাহর দয়া ও ফেরেশতা কর্তৃক ক্ষমা প্রার্থনা লাভ করে ধন্য হয়। আমীন

৬

ইমামের সূরা ফাতিহা শেষ করার সময় ফেরেশতাদের আমীন

বহু সহীহ হাদীস হতে স্পষ্ট প্রমাণিত যখন ইমাম সূরা ফাতিহা শেষ করেন, তখন ফেরেশতারা আমীন বলে থাকে। এ সম্পর্কে নিম্নে দু'টি হাদীস উল্লেখ করা হলো– ক. ইমাম বুখারী (র) আবু হুরাইরা (রা) হতে বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ এরশাদ করেন–

إِذْ قَالَ الْإِمَامُ (غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلاَ الضَّالِيْنَ) فَقُوْلُوْا أٰمِيْنَ فَإِنَّهٗ مَنْ وَافَقَ قَوْلُهٗ قَوْلَ الْمَلاَئِكَةِ غُفِرَلَهٗ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهٖ -

অর্থ ঃ "যখন ইমাম (غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلاَ الضَّالِيْنَ) বলবে তখন তোমরা আমীন বল। কেননা যার আমীন বলা ফেরেশতাদের আমীনের সাথে মিলে যাবে[১] তার অতীত জীবনের গোনাহগুলিকে ক্ষমা করে দেয়া হবে। (১. অর্থাৎ মানুষের আমীন বলা ও ফেরেশতাদের আমীন বলা যদি একই সময়ে হয়। দেখুন, নববীর ব্যাখ্যা ৪/১৩০) (২. সহীহ বুখারী হাদীস নং৭৮২, ২/২৬৬)

খ. ইমাম বুখারী (র) ও ইমাম মুসলিম (র) আবু হুরাইরা (রা) হতে বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ এশাদ করেন–

إِذَا قَالَ اَحَدُكُمْ اٰمِيْنَ وَقَالَتِ الْمَلاَئِكَةُ فِى السَّمَاءِ اٰمِيْنَ فَوَافَقَتْ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرٰى غُفِرَ لَهٗ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهٖ -

অর্থ ঃ "যখন তোমাদের কেউ আমীন বলে আর ফেরেশতারাও আকাশে আমীন বলে, তখন উভয়ের আমীন বলা যদি মিলে যায়, তবে আমীন বলা ব্যক্তির অতীত জীবনের সকল গুনাহ ক্ষমা করে দেয়া হবে।" (বুখারী হাদীস নং ৭৮১, ২/২৬৬ ও মুসলিম হাদীস নং ৭২ (৪১০) ১/৩০৭ শব্দগুলি বুখারীর)

উপরোল্লেখিত হাদীস দু'টি দ্বারা এ কথা প্রমাণিত হলো যে, ইমামের সূরা ফাতিহা শেষ করার পর ফেরেশতারা আমীন বলে এবং তাদের আমীন বলার অর্থ হলো, হে আল্লাহ! তুমি তোমার বান্দার দোয়াকে কবুল করে নাও। এ সম্পর্কে হাফেজ ইবনে হাজার বলেন : اٰمِيْنَ শব্দটি صَهْ শব্দের ন্যায় اَسْمَاءُ اَفْعَال-এর অন্তর্ভুক্ত। জমহুর ওলামাদের অভিমত অনুসারে এর অর্থ ঃ হে আল্লাহ! আপনি কবুল করুন।

امين-এর অর্থ সম্পর্কে আরো অনেক অভিমত রয়েছে, তবে সবগুলির সারমর্ম এটাই। (ফাতহুল বারী ২/২৬২)

ইমাম বুখারী (র) আতা (র) হতে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, আমীনের অর্থ হলো প্রার্থনা। (বুখারী ২/২৬২)

উপরোল্লেখিত আলোচনা সারমর্ম নিম্নরূপ–

ইমাম সূরা ফাতিহা শেষ করার পর ফেরেশতারা উপস্থিত নামাযীদের জন্য আমীন বলে সুপারিশ করে থাকে যার অর্থ হলো হে আল্লাহ! আপনি নামাযীদের দোয়াকে কবুল করুন।

হে আমাদের প্রতিপালক দয়ালু দাতা! আমাদেরকে সেই সৌভাগ্যবান লোকদের অন্তর্ভুক্ত করুন। আমীন

৭

নামাযান্তে নামাযের স্থানে বসে থাকা ব্যক্তির জন্য ফেরেশতাদের দোয়া

ফেরেশতাদের দোয়া পাওয়া সৌভাগ্যবানদের সপ্তম শ্রেণী হলেন : যারা ফরজ নামায আদায় করে স্বস্থানে বসে থাকেন। এর প্রমাণ স্বরূপ তিনটি হাদীস নিম্নে পেশ করা হলো– ক. ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল (র) আবু হুরাইরা (রা) হতে বর্ণনা করেন, তিনি বলে রাসূলুল্লাহ ﷺ এরশাদ করেন–

اَلْمَلَائِكَةُ تُصَلِّيْ عَلٰى اَحَدِكُمْ مَادَامَ فِيْ مُصَلَّاهُ الَّذِيْ صَلّٰى فِيْهِ مَالَمْ يُحْدِثْ اَللّٰهُمَّ اغْفِرْلَهٗ وَاللّٰهُمَّ ارْحَمْهُ .

অর্থ ঃ "তোমাদের মাঝে যারা নামাযের পর স্বস্থানে বসে থাকে, তাদের জন্য ফেরেশতারা দোয়া করতে থাকে যতক্ষণ পর্যন্ত তার অজু ভঙ্গ না হবে, হে আল্লাহ! আপনি তাদেরকে ক্ষমা করে দিন এবং হে আল্লাহ! আপনি তাদের ওপর দয়া করুন।" (আল মুসনাদ হাদীস নং ৮১০৬, ১৬/৩২ শায়খ আহমাদ শাকের এ হাদীসকে 'সহীহ' বলেছেন। দেখুন আল-মুসনাদের টিকা ১৬/৩২)

খ. ইমাম আহমাদ (র) আবু আবদুর রহমান (র) হতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, আমি আলী (রা)-কে বর্ণনা করতে শুনেছি, রাসূলুল্লাহ ﷺ এরশাদ করেন–

إِنَّ الْعَبْدَ إِذَا جَلَسَ فِىْ مُصَلاَّهُ بَعْدَ الصَّلاَةِ صَلَّتْ عَلَيْهِ الْمَلاَئِكَةُ وَصَلاَتُهُمْ عَلَيْهِ اَللّٰهُمَّ اغْفِرْلَهُ اَللّٰهُمَّ ارْحَمْهُمْ ـ

অর্থ ঃ "যখন কোন বান্দা নামাযের পর স্বস্থানে বসে থাকে তখন ফেরেশতারা তার জন্য দোয়া করতে থাকে। আর ফেরেশতাদের দোয়া হলো হে আল্লাহ! আপনি তাকে ক্ষমা করুন, আপনি তাকে দয়া করুন।"

وَإِنْ جَلَسَ يَنْتَظِرُ الصَّلاَةَ صَلَّتْ عَلَيْهِ الْمَلاَئِكَةُ وَصَلاَتُهُمْ عَلَيْهِ اَللّٰهُمَّ اغْفِرْلَهُ اَللّٰهُمَّ ارْحَمْهُ ـ

অর্থ ঃ "যদি সে নামাযের জন্য অপেক্ষা করতে থাকে তখন ফেরেশতারা তার জন্য দোয়া করতে থাকে। আর তার জন্য ফেরেশতাদের দোয়া হলো হে আল্লাহ! আপনি তাকে ক্ষমা করুন, হে আল্লাহ! আপনি তাকে দয়া করুন।" (আল-মুসনাদ হাদীস নং ১২১৮, ২/২৯২ শায়খ আহমাদ শাকের এ হাদীসকে 'হাসান' বলেছেন। দেখুন আল-মুসনাদের টিকা ২/২৯২)

গ. ইমাম আহমাদ (র) আত্বা বিন সায়েব (র) হতে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, আমি আবু আব্দুর রহমান সুলামী এর নিকট গেলাম। তিনি ফজর নামাযান্তে নামাযের জায়গায় অপেক্ষা করছিলেন। আমি তাকে জিজ্ঞেস করলাম, আপনি যদি বাড়ীতে চলে যেতেন তবে আপনার জন্য তা আরামদায়ক হতো। তিনি উত্তরে বললেন, আমি আলী (রা) হতে শুনেছি, তিনি বলেন, আমি নবী ﷺ-কে বলতে শুনেছি, তিনি এরশাদ করেন–

وَمَنْ يَنْتَظِرُ الصَّلاَةَ صَلَّتْ عَلَيْهِ الْمَلاَئِكَةُ وَصَلاَتُهُمْ عَلَيْهِ اَللّٰهُمَّ اغْفِرْلَهُ اَللّٰهُمَّ ارْحَمْهُ ـ

অর্থ ঃ "যে ব্যক্তি নামাযের জন্য অপেক্ষা করতে থাকে ফেরেশতারা তার জন্য দোয়া করতে থাকে। আর ফেরেশতার দোয়া হলো হে আল্লাহ! আপনি তাকে ক্ষমা করে দিন। হে আল্লাহ! আপনি তাকে দয়া করুন।" (আল মুসনাদ হাদীস নং ১২৫০, ২/৩০৫-৩০৬ শায়খ আহমাদ শাকের এ হাদীসকে 'হাসান' বলেছেন। দেখুন আল-মুসনাদের টিকা ২/৩-৫)

শায়খ আহমাদ বিন আব্দুর রহমান আল বান্না শেষ হাদীস দু'টির ভিত্তিতে নিম্নের অধ্যায় রচনা করেন–

بَابُ فَضْلِ جُلُوْسِ الْمُصَلِّى فِيْ مُصَلَّاهُ بَعْدَ الصَّلَاةِ

অর্থ ঃ "নামাযী ব্যক্তি নামাযের পর স্বস্থানে বসে থাকার ফযিলত এর অধ্যায়।" (আল-ফাতহুর রব্বানী ফি তারতীবে মুসনাদ ইমাম আহমাদ ৪/৫২)

তিনি উক্ত অধ্যায়ে হাদীস বর্ণনা করে মন্তব্য করেন, এ অধ্যায়ে উল্লেখিত হাদীস প্রমাণ করে যে, বান্দা যদি অন্য কোন কাজে লিপ্ত না হয়, তবে তার জন্য উত্তম হলো, সে যেন স্বস্থানেই অন্য নামাযের অপেক্ষা করে, অথবা কাজে ব্যস্ত হওয়ার পূর্বে যেন তার নামাযের জায়গায় বসে নির্ধারিত দোয়া-জিকর করতে থাকে। যেমন অন্য হাদীসে এসেছে, যতক্ষণ পর্যন্ত সে তার নামাযের জায়গায় অজু অবস্থায় থাকবে ততক্ষণ পর্যন্ত ফেরেশতা তার জন্য ক্ষমা ও রহমতের দোয়া করতে থাকে। (বুলুগুল মাআনী ৪/৫৩)

শায়খ আল বান্না (র) এখানে নিজে এক প্রশ্ন উত্থাপন করে নিজেই তার উত্তর দেন।

তিনি বলেন, উপরোল্লেখিত ফযিলত কি শুধু ফজর নামাযের সাথেই সম্পৃক্ত যেমন হাদীসের দিকে লক্ষ্য করলে বাহ্যিকভাবে তাই বুঝা যায়?

আমি বলি, অন্যান্য ব্যাপক হাদীসের আলোকে বুঝা যায় যে এ ফযিলত অন্যান্য নামাযের পর স্বস্থানে বসে থাকলেও। কতিপয় হাদীসে ফজর ও এশার নামাযের ফযিলতের বর্ণনা তার অতিরিক্ত মর্যাদাকে আরো স্পষ্ট করেছে। আর তা আল্লাহ তায়ালার নিম্নোক্ত বাণীর অনুরূপ–

«حَافِظُوْا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلٰوةِ الْوُسْطٰى» .

অর্থ ঃ "তোমরা নামাযসমূহের হেফাজত কর, বিশেষ করে মধ্যবর্তী নামাযের।" (সূরা বাকারা : ২৩৮)

আয়াতটিকে আমরা ব্যাপক বর্ণনার পর নির্ধারিতভাবে বর্ণনা করা হয়েছে। (বুলুগুল মাআনী ৪/৫৩)

মূলকথা হলো, যে ব্যক্তি নামাযান্তে স্বস্থানে অজু অবস্থায় বসে থাকে, ফেরেশতারা তার জন্য দোয়া করতে থাকে।

হে আমাদের প্রতিপালক! আপনার দয়ায় আমাদেরকে সেই সৌভাগ্যবান লোকদের অন্তর্ভুক্ত করুন। আমীন

উক্ত আমলের উল্লেখিত ফযিলত ছাড়াও আমাদের নবী ﷺ বলেন, নামাযান্তে স্বস্থানে বসে থাকা এমন তিন আমলের একটি যার ফযিলত নিম্নে বর্ণনা করা হলো–

১. সম্মানিত ও আল্লাহর নৈকট্য প্রাপ্ত ফেরেশতারা এ আমলগুলিকে লেখা এবং আকাশের দিকে নিয়ে যাওয়ার প্রতিযোগিতায় লিপ্ত হয়।

২. এ আমলগুলির নাম হলো 'কাফফারা' অর্থাৎ গোনাহ মোচনকারী।

৩. এ আমলগুলি বাস্তবায়নকারী যত দিন বেঁচে থাকবে তত দিন শান্তিতে থাকবে এবং তার মৃত্যুও শান্তিতে হবে।

৪. এ আমলকারীরা তার গোনাহ থেকে এমন পবিত্র হবে, যেমন সে মায়ের গর্ভ থেকে নিষ্পাপ হয়ে ভূমিষ্ট হয়েছিল।

উল্লেখিত ফযিলতের বর্ণনা রয়েছে, ইমাম তিরমিযী কর্তৃক ইবনে আব্বাস (রা) বর্ণিত হাদীসে, তিনি বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ এরশাদ করেন—

أَتَانِيَ اللَّيْلَةَ رَبِّيْ تَبَارَكَ وَتَعَالٰى فِيْ أَحْسَنِ صُوْرَةٍ

قَالَ : أَحْسَبُهُ قَالَ فِي الْمَنَامِ

فَقَالَ : يَامُحَمَّدُ ! هَلْ تَدْرِيْ فِيْمَ يَخْتَصِمُ الْمَلَأُ الْأَعْلٰى؟

قُلْتُ : نَعَمْ، فِي الْكَفَّارَاتِ وَالْكَفَّارَاتُ : اَلْمُكْثُ فِي الْمَسْجِدِ بَعْدَ الصَّلَاةِ، وَالْمَشْيُ عَلَى الْأَقْدَامِ إِلَى الْجَمَاعَاتِ، وَإِسْبَاغُ الْوُضُوْءِ فِي الْمَكَارِهِ .

وَمَنْ فَعَلَ ذٰلِكَ عَاشَ بِخَيْرٍ وَمَاتَ بِخَيْرٍ وَكَانَ مِنْ خَطِيْئَتِهِ كَيَوْمٍ وَلَدَتْهُ أُمُّهُ .

অর্থ ঃ "রাতে আমার প্রতিপালক উত্তম আকৃতিতে আমার সামনে উপস্থিত হয়েছিলেন।

বর্ণনাকারী বলেন , আমার ধারণা যে, এ ঘটনা ছিল স্বপ্নে। (এ ঘটনা ছিল স্বপ্নে অর্থাৎ আল্লাহ তায়ালার সাথে সাক্ষাৎ হয়েছিল স্বপ্নে।)

আল্লাহ তায়ালা বলেন, হে মুহাম্মদ! আপনি কি জানেন, শ্রেষ্ঠ ফেরেশতারা কি বিষয় নিয়ে ঝগড়া করে থাকে?

আমি বললাম, হ্যাঁ! তারা কাফফারা সম্পর্কে ঝগড়া করে থাকে। আর কাফফারা হলো নামাযের পর মসজিদে অবস্থান করা, নামাযের জামায়াতের জন্য পায়ে হেঁটে যাওয়া কষ্টের (শীতের) সময়ও পূর্ণভাবে অজু করা। যে ব্যক্তি এ আমলগুলি করবে সে সুখে-শান্তিতে জীবন-যাপন করবে এবং মৃত্যু শান্তিতেই হবে এবং স্বীয় পাপ হতে এমন পবিত্র হবে যেমন নবজাত শিশু গোনাহ থেকে পবিত্র থাকে।" (জামে তিরমিজী ৪/১৭৩-১৭৪, শায়খ আলবানী এ হাদীসকে 'সহীহ'

বলেছেন। দেখুন: সহীহ্ সুনানে তিরমিজী ৩/৯৮ ও সহীহ্ আত-তারগীব ওয়াত তারহীব ১/১৯৪)

আল্লাহু আকবর! এ তিন প্রকার আমলের সওয়াব ও বিনিময় কত মহান। হে আল্লাহ! আপনি আমাদেরকে এ আমলগুলিকে হেফাজতকারী ব্যক্তিদের অন্তর্ভুক্ত করুন। আমীন

এ ক্ষেত্রে সম্মানিত পাঠকমণ্ডলির দুটি প্রশ্নোত্তরের দিকে মনোযোগ আকর্ষণ করছি, আশা করি তাদের জন্য তা উপকারী হবে।

প্রথম প্রশ্ন : ফেরেশতাদের দোয়ায় উপকৃত হওয়ার জন্য কি মসজিদে নামাযান্তে স্বস্থানে বসে থাকা আবশ্যক নাকি আপন জায়গা হতে সরে গিয়ে যে কোন জায়গায় বসলেও ফেরেশতাদের দোয়া পাওয়া যাবে?

এ প্রশ্নের উত্তরে ইবনে হাজার (র)-এর বর্ণনা হলো–

فَإِذَا صَلَّى لَمْ يَزَلِ الْمَلَائِكَةُ تُصَلِّيْ عَلَيْهِ مَادَامَ فِيْ مُصَلَّاهُ .

অর্থ ঃ নামায আদায় করার পর যতক্ষণ পর্যন্ত নামাযের স্থানে অবস্থান করবে ততক্ষণ পর্যন্ত ফেরেশতারা তার জন্য দোয়া করে। হাদীসের অংশ বিশেষের ব্যাখ্যায় যা উল্লেখ করেছেন তা উদ্ধৃতি– তিনি লিখেন, নবী ﷺ বলেছেন– فِيْ مُصَلَّاهُ (নামাযের স্থানে) বুঝা যায়, তা মসজিদের সেই জায়গা, যাতে সে নামায আদায় করেছে। এ কথা সাধারণভাবে বলা হয়েছে। তবে যদি কোন ব্যক্তি নামায শেষ করে নিয়ত ঠিক রেখে মসজিদেই অন্য জায়গায় বসে অন্য নামাযের জন্য অপেক্ষা করতে থাকে তার জন্যও সে সওয়াব অবধারিত। (ফাতহুল বারী ২/১৩৬)

আল্লামা আইনী (র) উক্ত হাদীসের ব্যাখ্যায় এ অভিমতই ব্যক্ত করেছেন। (উমদাতুল কারী ৫/১৬৭)

দ্বিতীয় প্রশ্ন : বাড়ীতে নামায আদায় করে নামাযের স্থানে বসে থাকা মহিলারাও কি ফেরেশতাদের উক্ত দোয়া পাবে?

আল্লাহ তায়ালার সমীপে আশা রাখি, তিনি এ রকম মহিলাদেরকেও উক্ত মর্যাদা দান করবেন। কেননা মসজিদে এসে নামায আদায় করা তাদের জন্য জরুরী নয়; বরং ঘরে নামায আদায় করাই তাদের জন্য উত্তম ও বেশী সওয়াব। অনুরূপ নামাযান্তে মসজিদে বসে থাকার চেয়ে বাড়ীতে বসে থাকাটাই মহিলাদের জন্য উত্তম। আল্লাহই সঠিক জ্ঞানের অধিকারী।

সৌদী আরবের সাবেক প্রধান মুফতী মহামান্য শায়খ আযীয বিন আব্দুল্লাহ বিন বায (র)-এর একটি ফতওয়া উল্লেখ করা হচ্ছে, যা তিনি অনুরূপ প্রশ্নের উত্তর প্রদান করেন– ফজর নামাযান্তে ঘরে বসে কুরআন তেলাওয়াত করার পর দুই রাকাত নামায পড়া কি মসজিদে করা ঐ আমলের সমান সওয়াব?

উত্তর ঃ এ আমল অত্যন্ত ভাল এবং সওয়াবের কাজ। কিন্তু হাদীস থেকে বুঝা যায় যে, এ ফযিলত মসজিদে নামাযান্তে স্বস্থানে বসে থাকার জন্যই। তবে যদি কোন ব্যক্তি অসুস্থতার কারণে অথবা ভয়ের কারণে ফজর নামায ঘরে আদায়ের পর সূর্য উঠা পর্যন্ত নামাযের স্থানে বসে জিকির অথবা কুরআন তেলাওয়াত করতে থাকে এবং সূর্য উঠার পর দুই রাকাত নামায আদায় করে, তবে সে হাদীসে উল্লেখিত সওয়াব পাবে ইনশাআল্লাহ। কেননা সে শরয়ী ওজরেই ঘরে নামায আদায় করেছে।

অনুরূপ যদি কোন মহিলা আপন ঘরে ফজরের নামায আদায় করার পর নামাযের স্থানে বসে আল্লাহর জিকির অথবা কুরআন তেলাওয়াতে লিপ্ত থাকে পরে দুই রাকাত নামায আদায় করে সে মহিলাও হাদীসে বর্ণিত সওয়াব পাবে। (শায়খ বিন বায (র) এর মাজমুয়্ ফাতাওয়া ওয়া মাকালাত (সালাত এর দ্বিতীয় ভাগ) ১১/৪০৩-৪০৪)

৮

জামাতের সাথে ফজর ও আসর নামায আদায়কারীর জন্য ফেরেশতাদের দোয়া

ফেরেশতাদের দোয়া পেয়ে সৌভাগ্যবানদের অষ্টম প্রকার হলো ঐ সকল লোক যারা ফজর ও আসরের নামায জামাতের সাথে আদায় করে।

ইমাম আহমাদ বিন হাম্বল, ইবনে খুযায়মা এবং ইবনে হিব্বান (র) আবু হুরাইরা (রা) এতে বর্ণনা করেন, নবী ﷺ এরশাদ করেন–

يَجْتَمِعُ مَلاَئِكَةُ اللَّيْلِ وَمَلاَئِكَةُ النَّهَارِ فِيْ صَلاَةِ الْفَجْرِ وَصَلاَةِ الْعَصْرِ فَيَجْتَمِعُوْنَ فِيْ صَلاَةِ الْفَجْرِ، فَتَصْعَدُ مَلاَئِكَةُ اللَّيْلِ وَتَثْبُتُ مَلاَئِكَةُ النَّهَارِ، وَيَجْتَمِعُوْنَ فِيْ صَلاَةِ الْعَصْرِ، فَتَصْعَدُ مَلاَئِكَةُ النَّهَارِ، وَتَثْبُتُ مَلاَئِكَةُ اللَّيْلِ، فَيَسْأَلُهُمْ رَبُّهُمْ : كَيْفَ تَرَكْتُمْ عِبَادِىْ؟

فَيَقُوْلُوْنَ : أَتَيْنَاهُمْ وَهُمْ يُصَلُّوْنَ، وَتَرَكْنَاهُمْ وَهُمْ يُصَلُّوْنَ، فَاغْفِرْلَهُمْ يَوْمَ الدِّيْنِ ـ

অর্থ ঃ "রাতের ও দিনের ফেরেশতারা ফজর ও আসর নামাযে একত্রিত হয়। ফজর নামাযে রাতের ফেরেশতারা উপরে উঠে যায় এবং দিনের ফেরেশতা

মানুষের নিকট থেকে যায় এবং আসর নামাযে একত্রিত হয়ে দিনের ফেরেশতারা চলে যায় এবং রাতের ফেরেশতারা থেকে যায়। তাদেরকে আল্লাহ্ তায়ালা জিজ্ঞাসা করেন, তোমরা আমার বান্দাদেরকে কোন অবস্থায় ছেড়ে এসেছ?

ফেরেশতারা উত্তর দেয়, আমরা যখন তাদের নিকট উপস্থিত হয়েছিলাম তখন তাদেরকে নামাযে রত অবস্থায় পেয়েছিলাম এবং যখন আমরা তাদের ছেড়ে এসেছি তখনও তাদেরকে নামাযের অবস্থায় ছেড়ে এসেছি। অতএব আপনি তাদেরকে কিয়ামত দিবসে ক্ষমা করবেন।" (আল মুসনাদ হাদীস নং ৯৪১৯, ১৭/১৫৪, সহীহ্ ইবনে খুযায়মা হাদীস নং ৩২২, ১/১৬৫ আল ইহ্সান ফি তাকরিব সহীহ্ হিব্বান হাদীস নং ২০৬১, ৫/৪০৯-৪১০, শায়খ আহমাদ শাকের এ হাদীসকে 'সহীহ্' বলেছেন। দেখুন: আল মুসনাদের টিকা ১৭/১৪৫)

ইমাম ইবনে খুযায়মা (র) এ হাদীসটি নিম্নের অধ্যায় রচনা করেন–

ذِكْرُ اجْتِمَاعِ مَلَائِكَةِ اللَّيْلِ وَمَلَائِكَةِ النَّهَارِ فِىْ صَلَاةِ الْعَصْرِ جَمِيْعًا، وَدُعَاءُ الْمَلَائِكَةِ لِمَنْ شَهِدَ الصَّلَاتَيْنِ جَمِيْعًا .

অর্থ ঃ "ফজর ও আসর নামাযে ফেরেশতাদের উপস্থিতি এবং এ দুই নামায জামাতের সাথে আদায়কারীর জন্য তাদের দোয়া।"(সহীহ্ ইবনে খুযায়মা ১/১৬৫)

ইমাম ইবনে হিব্বান (র) তার স্বীয় গ্রন্থে এ হাদীসের ভিত্তিতে নিম্নের অধ্যায় রচনা করেন–

ذِكْرُ اسْتِغْفَارِ الْمَلَائِكَةِ لِمُصَلِّىْ صَلَاةِ الْعَصْرِ وَالْغَدَاةِ فِى الْجَمَاعَةِ .

অর্থ ঃ "ফজর ও আসরের নামায জামাতের সাথে আদায়কারীর জন্য ফেরেশতাদের দোয়া।" (আল ইহ্সান ফি তাকরিব সহীহ্ ইবনে হিব্বান ৫/৪০৯)

শায়খ আহমাদ বিন আব্দুর রহমান আল-বান্না ফেরেশতাদের দোয়া فَاغْفِرْلَهُمْ يَوْمَ الدِّيْنِ-এর ব্যাখ্যায় বলেন, এমন ব্যক্তির জন্য ফেরেশতারা কিয়ামত দিবসে আল্লাহ্ তায়ালার সমীপে ক্ষমা প্রার্থনা করবে। (বুলুগুল মাআনী ২/২৬০-২৬১)

হে আমার দয়ালু প্রভু! আপনার দয়ায় আমাদেরকে সে লোকদের অন্তর্ভুক্ত করুন। আমীন

কুরআন খতমকারীর জন্য ফেরেশতাদের দোয়া

যে সকল লোকের জন্য ফেরেশতারা দোয়া করে থাকে তাদের নবম শ্রেণী হলো ঐ সকল লোক যারা কুরআন খতম করেন। ইমাম দারেমী (র) সাআ'দ (রা) হতে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন—

إِذَا وَافَقَ خَتْمُ الْقُرْآنِ أَوَّلَ لَيْلَةٍ صَلَّتْ عَلَيْهِ الْمَلَائِكَةُ حَتّٰى يُصْبِحَ، وَإِنْ وَافَقَ خَتْمُهُ اٰخِرَ اللَّيْلِ صَلَّتْ عَلَيْهِ الْمَلَائِكَةُ حَتّٰى يُمْسِيَ - فَرُبَّمَا بَقِيَ عَلٰى أَحَدِنَا شَيْءٌ فَيُؤَخِّرُهُ حَتّٰى يُمْسِيَ أَوْ يُصْبِحَ -

অর্থ ঃ "কুরআন খতম যদি রাত্রির প্রথম ভাগে হয় তবে সকাল পর্যন্ত ফেরেশতারা তার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করে থাকে। অনেক সময় আমাদের মাঝে অল্প কিছু বাকী থাকত তা আমরা সকাল বা সন্ধ্যা পর্যন্ত বিলম্বিত করতাম।" (সুনানুদ দারেমী ৩৪৮৬, ২/৩৩৭ ইমাম নববী এ হাদীসকে 'হাসান' বলেছেন।)

সম্মানিত পাঠক এ ক্ষেত্রে দু'টি লক্ষণীয় বিষয় :

ক. উপরোল্লেখিত বর্ণনায় সাআ'দ বিন আবি ওয়াক্কাস (রা) কুরআন খতমকারীদের জন্য ফেরেশতাদের ক্ষমা প্রার্থনা করার হাদীস যদিও নবী ﷺ-এর দিকে সম্পর্কিত করেননি, তবুও হাদীস বিশারদগণের নীতিমালা অনুযায়ী এমন বর্ণনাকে 'মারফু'র বিধানই লাগানো হয়ে থাকে। কেননা কোন সওয়াব ও শাস্তির ব্যাপারে সাহাবাগণ কোন কথা নিজের মনগড়া বলতেন না; এবং নবী ﷺ থেকে শিক্ষা পেয়েই তারা অপরকে অভিহিত করতেন। (শারহু নুখবাতুল ফিকর, ও ড: মুহাম্মদ আদীব সালেহ লিখিত : লামহাত ফি উসুলিল হাদীস ২১৬ পৃ:)

খ. উপরোল্লেখিত বর্ণনা থেকে এ কথা স্পষ্ট হলো যে, সাহাবাগণের কুরআন তেলাওয়াত দিনে বা রাতের মাঝামাঝি সময় যদি শেষ হবার উপক্রম হতো, তারা তা দিনের শেষ বা রাতের শেষভাগ পর্যন্ত অপেক্ষা করতেন। যাতে করে রাতের প্রথম ভাগে খতম করার ফলে সকাল পর্যন্ত অথবা দিনের প্রথম ভাগে শেষ করার ফলে সন্ধ্যা পর্যন্ত ফেরেশতাদের দোয়া পায়।

সাআ'দ (রা) ছাড়াও অন্যান্য সালফে সালেহীনরাও কুরআন খতমকারীদের জন্য ফেরেশতা কর্তৃক দোয়ার ব্যাপারে উল্লেখ করেছেন।

ইমাম দারেমী (র) আবদাহ (আবদাহ বিন আবু লুবাবাহ ছিলেন তাবেয়ী। ইমাম আওযায়ী তাঁর সম্পর্কে বলেন, আমার মতে ইরাক ভূখণ্ডে আবদাহ বিন আবু লাবাবাহ ও হাসান বিন হারব অপেক্ষা উত্তম মানুষ কেউ আসেনি। দেখুন : তাহজিব আত-তাহজীব ৬/৪৬১-৪৬২) হতে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন–

إِذَا خَتَمَ الرَّجُلُ الْقُرْآنَ بِنَهَارٍ صَلَّتْ عَلَيْهِ الْمَلاَئِكَةُ حَتَّى يُمْسِيَ، وَإِنْ فَرَغَ مِنْهُ لَيْلاً صَلَّتْ عَلَيْهِ الْمَلاَئِكَةُ حَتَّى يُصْبِحَ ـ

অর্থ : "যখন কোন ব্যক্তি দিনের বেলায় কুরআন খতম করে, ফেরেশতারা সন্ধ্যা পর্যন্ত তার জন্য দোয়া করতে থাকে এবং যদি রাতে খতম করে তবে ফেরেশতারা সকাল পর্যন্ত ক্ষমা প্রার্থনা করতে থাকে।" (সুনানে দারেমী ৩৪৭৮, ২/৩৩৭)

হে আল্লাহ্ দাতা দয়ালু! আপনি আমাদেরকে বেশী বেশী কুরআন খতম করার তাওফীক দান করুন এবং ফেরেশতাদের দোয়া নসীব করুন। আমীন!

(১০)

নবী ﷺ-এর ওপর দরূদ পাঠকারীর জন্য ফেরেশতাদের ক্ষমা প্রার্থনা

ফেরেশতাদের দোয়ায় ধন্য ব্যক্তিদের দশম শ্রেণী ঐ সকল লোক যারা রাসূল ﷺ-এর ওপর দরূদ পাঠ করে থাকেন। এর প্রমাণ হলো ইমাম আহমাদ (র)-এর আব্দুল্লাহ বিন উমর (রা) কর্তৃক বর্ণিত হাদীস, তিনি বলেন–

مَنْ صَلَّى عَلَى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ صَلاَةً صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَمَلاَئِكَتُهُ سَبْعِيْنَ صَلاَةً فَلْيُقِلَّ عَبْدٌ مِنْ ذَلِكَ أَوْ لِيُكْثِرْ ـ

অর্থ : "যে ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর ওপর একবার দরূদ শরীফ পাঠ করবে আল্লাহ্ তায়ালা তার ওপর সত্তর বার দয়া করেন ও তার ফেরেশতারা তার জন্য সত্তর বার ক্ষমা প্রার্থনা করবে। অতএব বান্দারা অল্প দরূদ পাঠ করুক বা অধিক দরূদ পাঠ করুক (এটা তার ব্যাপার)"। (আল মুসনাদ, হাদীস নং ৬৬০৫, ১০/১০৬-১০৭, হাফেয মুনযিরি, হাফেয হায়সামী; আল্লামা সাখাবী এবং শায়খ আহমাদ শাকের এ হাদীসকে 'হাসান' বলেছেন। (দেখুন : আত-তারগীব ওয়াত-তারহীব ২/৪৯৭, মাজমাউয যাওয়ায়েদ ১০/১৬০, আল কাউলুল বাদী ১৫৩, আল মুসনাদের টিকা ১০/১০৬)

আল্লাহু আকবার! কতই না সহজ আমল আর তার প্রতিদান কতই না মহান।

বান্দা মাটির মানুষ রাসূল ﷺ-এর ওপর একবার দরূদ পাঠ করবে, যার ফলে সমস্ত বিশ্বজগতের সৃষ্টিকারী, রিযিকদাতা তার জন্য সত্তর বার রহমত দান করবেন এবং ফেরেশতারাও তার ওপর সত্তর বার ক্ষমা প্রার্থনা করবে।

কা'বার রবের শপথ, যদি কোন আমলের ফলে বিশ্ব প্রতিপালকের রহমত একবার হয়, তবেই সে আমলের মর্যাদা প্রমাণ হওয়ার জন্য যথেষ্ট, অথচ এ আমলের প্রতিদান স্বরূপ আল্লাহ তায়ালা সত্তর বার দয়া এবং ফেরেশতাদের সত্তর বার দোয়া পাওয়া যায়, তাহলে এর মর্যাদা কত বেশী হতে পারে সহজেই তা অনুমেয়।

উল্লেখিত হাদীস যদিও আব্দুল্লাহ বিন আমর (রা)এর বাণী, কিন্তু হাদীস বিশারদদের মতানুসারে সাহাবীগণের কথাও নবী ﷺ-এর বাণীর মতই। কেননা নবী ﷺ-এর সাহাবীগণ নিজের পক্ষ থেকে কোন কথা বলতেন না; বরং তারা নবী ﷺ-এর নিকট থেকে শুনার পরই অপরকে বলতেন।

আল্লামা সাখাবী (র) আব্দুল্লাহ বিন আমর (রা)এর বাণী সম্পর্কে বলেন, তার কথা নবী ﷺ-এর বাণীর পর্যায়ে। কেননা এর মাঝে ব্যক্তিগত মতামতের কোন প্রশ্নই আসতে পারে না। (আল কাউলুল বাদী ফিস সালাতে আলাল হাবীব ﷺ ১৫৩ পৃ:)

শায়খ আহমদ বিন আব্দুর রহমান আল-বান্না (র) বলেন : এটা হলো, আব্দুল্লাহ বিন আমর (রা)-এর বাণী, তবে এটা মারফু হাদীস পর্যায়ের। কেননা এমন সংবাদের মাঝে ব্যক্তিগত মতামতের কোন স্থানই নেই। (বুলুগুল মাআনী ১৪/৩১০)

হে আল্লাহ! আপনি আপনার দয়ায় আমাদের নবী ﷺ-এর উপর বেশী বেশী দরূদ পাঠ করার তাওফীক দান করুন এবং আমাদেরকে আপনার দয়া ও ফেরেশতাদের দোয়া পাওয়ার সৌভাগ্য প্রদান করুন। আমীন

এছাড়াও নাবী ﷺ তাঁর উপর বেশী বেশী দরূদ পাঠের উৎসাহ প্রদান করেছেন। ইমাম তিরমিজী (র) উবাই বিন কা'ব (রা) হতে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন :

قُلْتُ : يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ إِنِّي أُكْثِرُ الصَّلَاةَ عَلَيْكَ، فَكَمْ أَجْعَلُ لَكَ مِنْ صَلَاتِيْ؟

قَالَ : مَا شِئْتَ

قُلْتُ : الرُّبُعُ

قَالَ : مَا شِئْتَ فَإِنْ زِدْتَّ فَهُوَ خَيْرٌ لَّكَ

قُلْتُ : فَالنِّصْفُ

قَالَ : مَاشِئْتَ وَإِنْ زِدْتَّ فَهُوَ خَيْرٌ

قَالَ : فَالثُّلُثَيْنِ

قَالَ : مَا شِئْتَ فَإِنْ زِدْتَّ فَهُوَ خَيْرٌ

قُلْتُ:أَجْعَلُ لَكَ صَلاَتِى كُلَّهَا قَالَ : إِذًا تُكْفٰى هَمَّكَ وَيُغْفَرُ ذَنْبَكَ ـ

অর্থ ঃ "আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! আমি আপনার উপর বেশী বেশী দরূদ পাঠ করতে চাই, তবে আমি আমার দোয়ার কত অংশ আপনার দরূদের জন্য নির্দিষ্ট করব?

তিনি বলেন, তোমার ইচ্ছানুযায়ী।

আমি বললাম, এক চতর্থাংশ?

তিনি বললেন : তুমি যা চাও, তবে যদি এর চেয়ে বেশী অংশ দরূদ পড় তা তোমার জন্যই ভাল।

আমি আরজ করলাম : হে আল্লাহ রাসূল! আমি কি অর্ধাংশ দরূদ পড়ব?

তিনি বললেন : তুমি যা চাও, তবে যদি বেশী পড় তা তোমার জন্যই ভাল।

আমি বললাম : এক তৃতীয়াংশ? তিনি বললেন তুমি যা চাও তবে যদি এর চাইতে বেশী অংশ দরূদ পড় তবে তোমার জন্য উত্তম।

আমি আরজ করলাম : হে আল্লাহর রাসূল! আমি কি দোয়ার সম্পূর্ণই শুধু আপনার উপর দরূদ পাঠ করব?

তিনি এরশাদ করলেন : যদি তাই কর, তবে তোমার চিন্তা মুক্তি ও পাপসমূহ ক্ষমার জন্য যথেষ্ট। (জামে তিরমিজী, হাদীস নং ২৫৭৪, ৭/১২৯-১৩০, ইমাম তিরমিজী এ হাদীসকে 'হাসান' বলেছেন, শায়খ আলবানীও এ হাদীসকে 'হাসান' বলেছেন। (দেখুন : সহীহ্ সুনানে তিরমিজী ২/২৯৯)

এ হাদীস হতে বুঝা গেল, যে ব্যক্তি নিজের জন্য দোয়া না করে শুধু রাসূল ﷺ এর উপর দরূদ পাঠ করবে, আল্লাহ্ তাকে দু'টি বস্তু দান করবেন।

ক. দুনিয়া ও আখেরাতে চিন্তা মুক্ত করবেন।

খ. তার গোনাহকে ক্ষমা করে দিবেন।

আরও একটি হাদীস বর্ণিত হয়েছে, যা ইমাম আহমাদ বিন হাম্বল (র) উবায় বিন কাব (রা) হতে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন :

قَالَ : رَجُلٌ : يَارَسُوْلَ اللّٰهِ ! اَرَاَيْتَ إِنْ جَعَلْتُ صَلَاتِىْ كُلَّهَا عَلَيْكَ

قَالَ : إِذًا يَكْفِيْكَ اللّٰهُ تَبَارَكَ وَتَعَالٰى مَا اَهَمَّكَ مِنْ دُنْيَاكَ وَآخِرَتِكَ .

অর্থ ঃ "এক ব্যক্তি রাসূল ﷺ-এর সমীপে আরজ করল, হে আল্লাহর রাসূল! ﷺ আমি নিজের জন্য দোয়া করার পরিবর্তে শুধু আপনার উপর দরূদ পাঠ করতে চাই এ সম্পর্কে আপনার কি অভিমত?"

তিনি উত্তরে বলেন, এর জন্য তো দুনিয়া ও আখেরাতে তোমার চিন্তাসমূহের ক্ষেত্রে আল্লাহই যথেষ্ট হবে।" (আল মুসনাদ ৫/১৩৬ হাফেয মুনযিরি এ হাদীসের সনদকে 'যায়্যেদ' বলেছেন। দেখুন : আত-তারগীব ওয়াত তারহীব ২/৫০১)

ইমাম তায়বী (র) إِذًا تُكْفَى هَمَّكَ এর ব্যাখ্যায় বলেন। এর অর্থ হলো– দুনিয়া ও আখেরাতের যে বিষয় তোমার চিন্তার কারণ হতে পারে আল্লাহ তায়ালা তোমার জন্য সে ক্ষেত্রে যথেষ্ট। আর এর এত বেশী ফযীলতের কারণ হলো, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর ওপর দরূদ পড়াতে আল্লাহর জিকির রয়েছে এবং রাসূল ﷺ-এর সম্মান, মর্যাদা এবং তাঁর অধিকার আদায় করার উদ্দেশ্যে স্বীয় স্বার্থ উপেক্ষা এবং নিজের জন্য দোয়ার পরিবর্তে তার জন্য দোয়াকে অগ্রাধিকার দেয়া হয়।" (শারহু তায়বী ৩/১০৪৬; রাসূল ﷺ-এর ওপর দরূদ ও ফযীলত সম্পর্কে আরো জানতে হলে পড়ুন ইমাম ইবনে কাইয়্যিম (র) প্রণীত" জালাউল আফহাম ফি ফাযলেস সালামে ওয়াস সালাতে আলা মুহাম্মাদ ﷺ খায়রুল আনাম" গ্রন্থটি।)

হে দয়ালু দয়াময়, আপনি আমাদের মত অধমদেরকে সে সকল লোকদের অন্তর্ভুক্ত করুন যারা এমন আমল দ্বারা সৌভাগ্যবান হয়েছে। আমীন

১১-১২

অনুপস্থিত মুসলমান এবং যে তাদের জন্য দোয়া করে তাদের উভয়ের জন্য ফেরেশতাদের দোয়া

ফেরেশতাদের দোয়ায় উপকৃত ও সৌভাগ্যবানদের এগারোতম ব্যক্তি হলো ঐ সকল লোক যাদের অনুপস্থিতিতে অন্য মুসলিম ভাই তাদের জন্য দোয়া করে। আর বারোতম সৌভাগ্যবান ঐ সকল লোক যে ব্যক্তি অনুপস্থিত মুসলিম ভাইয়ের জন্য দোয়া করে। উক্ত দুই বিষয়ের দলীল নিম্নে উপস্থাপন করা হলো–

ইমাম মুসলিম (র) সাফওয়ান (র) হতে বর্ণনা করেন এবং তিনি আব্দুল্লাহ বিন সাফওয়ানের ছেলে ও দারদার স্বামী ছিলেন, তিনি বর্ণনা করেন, সন্ধ্যা উপনীত হলে

আমি আবুদ্দারদার ঘরে উপস্থিত হলাম। কিন্তু আমি তাকে ঘরে পেলাম না। উম্মুদ দারদা (র)এর সাথে সাক্ষাৎ হলো। তিনি বললেন, এ বছর তোমার কি হজ্জ করার ইচ্ছা আছে?

আমি বললাম, হ্যাঁ। তিনি বললেন, আমাদের কল্যাণের জন্য দোয়া করবে। কারণ নবী ﷺ এরশাদ করেছেন–

دَعْوَةُ الْمَرْءِ الْمُسْلِمِ لأَخِيْهِ بِظَهْرِ الْغَيْبِ مُسْتَجَابَةٌ عِنْدَ رَأْسِهِ مَلَكٌ مُوَكَّلٌ كُلَّمَا دَعَا لأَخِيْهِ بِخَيْرٍ قَالَ الْمَلَكُ الْمُوَكَّلُ بِهِ آمِيْنَ وَلَكَ بِمِثْلٍ -

অর্থ ঃ "কোন মুসলিম তার অনুপস্থিত ভায়ের জন্য দোয়া করলে তা কবুল করা হয় এবং তার মাথার কাছে একজন ফেরেশতা নিযুক্ত থাকে। যখনই সে ব্যক্তি তার ভায়ের জন্য কল্যাণের দোয়া করে তখন সে নিযুক্ত ফেরেশতা বলে, আমীন অর্থাৎ হে আল্লাহ! কবুল করুন এবং তোমার জন্য অনুরূপ।" (তোমার ভায়ের জন্য যা চাইলে আল্লাহ তোমাকেও তাই দান করুক।)

সাফওয়ান বলেন, তারপর আমি বাজারে গেলাম, সেখানে গিয়ে আবুদ্দারদা (রা) এর সাক্ষাৎ পেলাম, তিনিও নবী ﷺ হতে একই রকম হাদীস শুনালেন। (সহীহ মুসলিম হাদীস নং ৮৮ (২৭৩৩), ৪/২০৯৪)

এ হাদীস সম্পর্কে পাঠকবৃন্দের দুটি বিষয়ে দৃষ্টি আকর্ষণ করছি ঃ

১. উম্মুদ্দারদা (রা) বর্ণনা করেন–

كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَقُوْلُ

অর্থ ঃ "নবী ﷺ বলতেন যেমন পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে। এখানে চলমান অতীতকালের শব্দ ব্যবহার করেছেন; كان يقول এর অর্থ হলো নবী ﷺ এ কথাকে বারবার বলতেন।"

২. এ হাদীসের আলোকে বুঝা যায় যে, দুই প্রকার লোকের জন্য ফেরেশতারা দোয়া করে থাকে। যথা–

প্রথমত : ঐ সকল লোক, যাদের অনুপস্থিতিতে কোন মুসলিম ব্যক্তি দোয়া করে থাকে। কেননা এমন দোয়ার জন্য নির্দিষ্ট ফেরেশতা বলে থাকে 'আমীন' অর্থাৎ হে আল্লাহ তার অনুপস্থিত ভাইয়ের জন্য দোয়া কবুল করুন।

দ্বিতীয় : ঐ সকল লোক যারা কোন অনুপস্থিত মুসলিম ভাইয়ের জন্য দোয়া করে। কেননা দোয়ার জন্য নির্দিষ্ট ফেরেশতা তার দোয়া সম্পর্কে বলে, হে আল্লাহ! তার দোয়াকে কবুল করুন এবং (وَلَكَ بِمِثْلِه) আল্লাহ তায়ালা তোমাকে সেই বস্তু দান করুন যা তুমি তোমার অনুপস্থিত ভাইয়ের জন্য প্রার্থনা করেছ।

ইমাম ইবনে হিব্বান (র) স্বীয় সহীহ্ ইবনে হিব্বানে এ অধ্যায় রচনা করেন–

ذِكْرُ اسْتِحْبَابِ كَثْرَةِ دُعَاءِ الْمَرْءِ لِأَخِيْهِ بِظَهْرِ الْغَيْبِ رَجَاءَ الْإِجَابَةِ لَهُمَا بِهِ .

অর্থ ঃ "উভয়ের দোয়া কবুল হওয়ার আশায় অনুপস্থিত ভাইয়ের জন্য বেশী বেশী দোয়া করা মুস্তাহাব হওয়ার বর্ণনা।" (আল ইহ্সান ফি তাকরিব সহীহ্ ইবনে হিব্বান ৩/২৬৮)

ইমাম নওয়াবী (র) এ হাদীসের ব্যাখ্যায় বলেন– এ হাদীস দ্বারা অনুপস্থিত ভাইয়ের জন্য দোয়ার ফযিলত প্রমাণিত হয়। যদি মুসলমানদের কোন দলের জন্য দোয়া করা হয় তবুও এ ফযিলত পাওয়া যাবে এবং হাদীসের বাহ্যিকতায় বুঝা যায় যে, সমস্ত মুসলমানদের জন্য এ দোয়া করলে তাতেও এ ফযিলত পাওয়া যাবে। (শারহু নববী ১৭/৪৯)

ফেরেশতাদের দোয়া পাওয়ার প্রত্যাশায় অতীত যামানায় মনীষীগণ অপর মুসলিম ভাইয়ের জন্য দোয়া করা অনেক গুরুত্ব দিতেন এবং আল্লাহ্ তায়ালার অনুগ্রহে বর্তমানেও দিচ্ছেন।

কাযী ইয়াজ (র) বলেন, সালফে সালেহীনগণ যখন নিজের জন্য দোয়া করার ইচ্ছা পোষণ করতেন তখন তারা অনুপস্থিত মুসলিম ভাইয়ের জন্য দোয়া করতেন। কেননা এমন দোয়া কবুল হয়ে যায় এবং দোয়াকারীর জন্য ফেরেশতারা ঐ দোয়াই করে থাকে। (শারহু নববী ১৭/৪৯, শরহ্ আত্-তায়বী ৫/১৭৯৭)

হাফেজ জাহাবী (র) উম্মুদ দারদা (র)-এর উদ্ধৃতি দিয়ে বর্ণনা করেন যে, আবুদ দারদা (রা)এর তিনশত ষাটজন বন্ধু ছিল, নামাযে তাদের জন্য দোয়া করতেন। এ সম্পর্কে তাঁর স্ত্রী তাঁকে জিজ্ঞেস করলে তদুত্তরে বলেন–

أَفَلَا أَرْغَبُ أَنْ تَدْعُوَلِيَ الْمَلَائِكَةُ؟

অর্থ ঃ "আমি কি চাইব না যে, ফেরেশতারা আমার জন্য দোয়া করুক?" (সিয়ার আ'লামুন নুবালা ২/৩৫১)

কুরআন মাজীদ সেই সকল মুমিনদের প্রশংসা করেছে যারা অতীত মুমিনদের জন্য দোয়া করেন। আল্লাহ তায়ালা বলেন–

«وَالَّذِيْنَ جَاؤُوْ مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُوْلُوْنَ رَبَّنَا اغْفِرْلَنَا وَلِاخْوَانِنَا الَّذِيْنَ سَبَقُوْنَا بِالْاَيْمَانِ وَلَا تَجْعَلْ فِيْ قُلُوْبِنَا غِلًّا لِّلَّذِيْنَ اٰمَنُوا رَبَّنَا اِنَّكَ رَؤُوفٌ رَحِيْمٌ» .

অর্থ ঃ "যারা তাদের পরে আগমন করেছে, তারা বলে যে, হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদেরকে এবং ঈমানে অগ্রণী আমাদের ভ্রাতাদেরকে ক্ষমা করুন এবং ঈমানদারদের বিরুদ্ধে আমাদের অন্তরে কোন বিদ্বেষ রাখবেন না। হে আমাদের পালনকর্তা! আপনি দয়ালু ও পরম করুণাময়।" (সূরা হাশর : ১০)

শায়খ মুহাম্মদ আল্লান সিদ্দিকী (র) এ আয়াত সম্পর্কে লিখেছেন, আল্লাহ তায়ালা অনুপস্থিত মুসলিম ভাইয়ের জন্য দোয়া করার জন্য তাদের প্রশংসা করেছেন। (দলীলুল ফাতিহীন লি তুরুক রিয়াদুস সালেহীন ৪/৩০৭)

হে বিশ্ব পরিচালক, দাতা দয়ালু! আপনি আমাদেরকে তাদের অন্তর্ভুক্ত করুন। আমীন

কল্যাণের পথে ব্যয়কারীদের প্রতি উত্তম প্রতিদানের জন্য ফেরেশতাদের দোয়া

যে সৌভাগ্যবান লোকদের জন্য ফেরেশতারা দোয়া করে তাদের তেরোতম হলো ঐ সকল লোক যারা কল্যাণের পথে ব্যয় করে থাকে। এর প্রমাণ বহনকারী হাদীসসমূহের মধ্যে নিম্নে তিনটি হাদীস উল্লেখ করা হলো–

১. ইমাম বুখারী ও মুসলিম (র) আবু হুরাইরা (রা) হতে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, রাসূল ﷺ এরশাদ করেন–

مَامِنْ يَوْمٍ يُصْبِحُ الْعِبَادُ فِيْهِ إِلاَّ مَلَكَانِ يَنْزِلاَنِ، فَيَقُوْلُ أَحَدُهُمَا : اَللّٰهُمَّ أَعْطِ مُنْفِقًا خَلَفًا وَيَقُوْلُ الْآخَرُ : اَللّٰهُمَّ أَعْطِ مُمْسِكًا تَلَفًا ـ

অর্থ ঃ "প্রতিদিন সকালে দু'জন ফেরেশতা অবতরণ করেন, একজন বলেন, হে আল্লাহ্! দানকারীর সম্পদ বাড়িয়ে দাও। আর অপরজন বলেন, হে আল্লাহ! যে দান করে না তার সম্পদকে বিনাশ করে দাও।" (বুখারী হাদীস নং ১৪৪২, ৩/৩০৪, মুসলিম হাদীস নং ৫৭ (১০১০), ২/৭০০)

এ হাদীসে নবী ﷺ তাঁর উম্মতকে এ সংবাদ প্রদান করেছেন যে, ভাল পথে ব্যয়কারীর জন্য ফেরেশতারা দোয়া করে থাকে, "আল্লাহ্ তাদের খরচকৃত সম্পদের প্রতিদান দান করুন।"

আল্লামা আয়নী (র) এ হাদীসের ব্যাখ্যায় লিখেছেন : ফেরেশতাদের দোয়ার অর্থ হলো : সৎ পথে ব্যয় করার দরুন যে সম্পদ তোমাদের হাত ছাড়া হলো আল্লাহ তায়ালা তার বিনিময় দান করবেন। (উমদাতুল কারী ৮/৩০৭)

মোল্লা আলী কারী (র) এ হাদীসের ব্যাখ্যায় লিখেছেন, ফেরেশতাদের দোয়ার ক্ষেত্রে ব্যবহৃত خلفا শব্দের অর্থ হলো মহাপুরস্কার। (মেরকাতুল মাফাতিহ ৪/৩৬৬)

হাফেজ ইবনে হাজার (র) এ হাদীসের ব্যাখ্যা করতে গিয়ে তিনি চমৎকার কথা বলেছেন, ফেরেশতাদের দোয়ায় সৎপথে ব্যয় করার পুরস্কার নির্দিষ্ট নয়। কেননা এর তাৎপর্য হলো, যাতে করে এতে সম্পদ, সাওয়াব ও অন্যান্য জিনিসও শামিল হয়। সৎপথে ব্যয়কারীদের অনেকেই উক্ত সম্পদ ব্যয়ের প্রতিদান পাওয়ার পূর্বেই ইন্তেকাল করেন এবং তার প্রতিদান নেকীর আকারে পরকালে অবধারিত হয় অথবা উক্ত খরচের বিনিময়ে বিপদ থেকে উদ্ধার পেয়ে যাওয়ার মাধ্যম হয়ে থাকে। (ফাতহুল বারী ৩/২০৫)

২. ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বল, ইমাম ইবনে হিব্বান ও ইমাম হাকেম (র) আবুদ দারদা (রা) হতে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ এরশাদ করেন–

مَا طَلَعَتْ شَمْسٌ قَطُّ إِلاَّ بُعِثَ بِجَنْبَتَيْهَا مَلَكَانِ يُنَادِيَانِ يَسْمَعَانِ أَهْلُ الأَرْضِ إِلاَّ الثَّقَلَيْنِ : يَا أَيُّهَا النَّاسُ ! هَلُمُّوْا إِلٰى رَبِّكُمْ فَإِنَّ مَا قَلَّ وَكَفٰى خَيْرٌ مِمَّا كَثُرَ وَأَلْهٰى .

وَلاَ آبَتْ شَمْسٌ قَطُّ إِلاَّ بُعِثَ بِجَنْبَتَيْهَا مَلَكَانِ يُنَادِيَانِ يَسْمَعَانِ أَهْلُ الأَرْضِ إِلاَّ الثَّقَلَيْنِ (اَللّٰهُمَّ أَعْطِ مُنْفِقًا خَلَفًا وَأَعْطِ مُمْسِكًا تَلَفًا .

অর্থ ঃ "প্রতিদিন সূর্য উদয়ের সময় তার দুই পার্শ্বে দুই ফেরেশতাকে প্রেরণ করা হয়। তারা বলতে থাকে, হে লোক সকল! তোমরা তোমাদের প্রভুর দিকে অগ্রসর হও। পরিতৃপ্তকারী অল্প সম্পদ, উদাসীনকারী অধিক সম্পদ হতে উত্তম। তাদের কথা মানুষ ও জিন ব্যতীত সবাই শুনতে পায়।

অনুরূপ সূর্য ডুবার সময় তার পার্শ্বে দুই ফেরেশতা প্রেরণ করা হয়, তারা বলতে থাকে, হে আল্লাহ! দানকারীর সম্পদ বৃদ্ধি করে দাও এবং যারা দান করে না তাদের সম্পদকে ধ্বংস করে দাও। তাদের কথা মানুষ ও জিন্ন ব্যতীত সবাই শুনতে পায়।" (আল মুসনাদ ৫/১৯৭, আল ইহসান ফি তাকরিব সহীহ ইবনে হিব্বান হাদীস নং ৩৩২৯, ৮/১২১-১২২, আল মুসতাদরাক আলাস সহীহায়ন ২/৪৪৫, ইমাম হাকেম এ হাদীসকে 'সহীহ' বলেছেন, শায়খ আলবানীও এ হাদীসকে 'সহীহ' বলেছেন। দেখুন : সহীহ হাদীস সিরিজ হাদীস নং ৪৪৪ ও সহীহ আত-তারগীব ওয়াত তারহীব ১/৪৫৬)

৩. ইমাম আহমাদ ও ইবনে হিব্বান (র) আবু হুরাইরা (রা) হতে বর্ণনা করেন, তিনি রাসূল ﷺ হতে বর্ণনা করেন, তিনি এরশাদ করেন–

إِنَّ مَلَكًا بِبَابٍ مِنْ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ يَقُولُ : مَنْ يُقْرِضُ الْيَوْمَ يُجْزَ غَدًا وَمَلَكٌ بِبَابٍ آخَرَ يَقُولُ اللَّهُمَّ أَعْطِ مُنْفِقًا خَلَفًا وَأَعْطِ مُمْسِكًا تَلَفًا .

অর্থ ঃ "জান্নাতের দরজার পার্শ্বে এক ফেরেশতা দাঁড়িয়ে বলেন, যে ব্যক্তি আজ ঋণ (আল্লাহর রাস্তায় দান করবে) দিবে, তার প্রতিদান পাবে আগামীকাল (কিয়ামত দিবসে।)"

আর অন্য দরজায় এক ফেরেশতা দাঁড়িয়ে বলেন, হে আল্লাহ! দানকারীর সম্পদ বৃদ্ধি করে দাও এবং যারা দান করে না তাদের সম্পদকে ধ্বংস করে দাও। (আল মুসনাদ ২/৩০৫-৩০৬, আল ইহসান ফি তাকরিব সহীহ ইবনে হিব্বান হাদীস নং ৩৩৩৩, ৮/১২৪)

ইমাম ইবনে হিব্বান (র) এ হাদীসটির ভিত্তিতে নিম্নের অধ্যায় রচনা করেন–

ذِكْرُ دُعَاءِ الْمَلَكِ لِلْمُنْفِقِ بِالْخَلَفِ وَلِلْمُمْسِكِ بِالتَّلَفِ .

অর্থ ঃ "খরচকারীদের সম্পদ বৃদ্ধির জন্য ফেরেশতাদের দোয়া এবং যারা দান করে না তাদের সম্পদ ধ্বংসের জন্য ফেরেশতাদের বদ দোয়ার বর্ণনা।" (আল ইহসান ফি তাকরিব সহীহ ইবনে হিব্বান হাদীস নং ৮/১২৪)

হে দয়াময় আল্লাহ! আপনি আমাদেরকে খরচকারীদের দলে অন্তর্ভুক্ত করুন, যাদের প্রতিদানের জন্য ফেরেশতারা দোয়া করে থাকে। আমীন

রোযার সাহরী ভক্ষণকারীদের জন্য ফেরেশতাদের দোয়া

ফেরেশতাদের দোয়াপ্রাপ্ত সৌভাগ্যবানদের ১৪তম হলো ঐ সকল ব্যক্তি যারা রোযা রাখার নিয়তে সাহরী খায়। এর প্রমাণ স্বরূপ নিম্নে দু'টি হাদীস উল্লেখ করা হলো– ১. ইমাম ইবনে হিব্বান এবং তাবারানী (র) আব্দুল্লাহ বিন উমার (রা) হতে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ এরশাদ করেছেন–

إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى الْمُتَسَحِّرِينَ .

অর্থ ঃ "নিশ্চয়ই আল্লাহ তায়ালা সাহরী ভক্ষণকারীদের জন্য দয়া করেন এবং ফেরেশতারা তাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করে থাকেন।" (আল ইহসান ফি তাকরিব সহীহ ইবনে হিব্বান হাদীস নং ৩৪৬৭, ৮/২৪৬, শায়খ আলবানী এ হাদীসকে 'সহীহ' বলেছেন– দেখুন : সহীহ আত-তারগীব ওয়াত তারহীব ১/৫১৯)

ইমাম ইবনে হিব্বান (র) হাদীসটির ভিত্তিতে নিম্নের অধ্যায় রচনা করেন–

ذِكْرُ مَغْفِرَةِ اللّٰهِ جَلَّ وَعَلاَ وَاسْتِغْفَارُ الْمَلاَئِكَةِ لِلْمُتَسَحِّرِيْنَ ـ

অর্থ ঃ "সাহরী ভক্ষণকারীদের জন্য আল্লাহ তায়ালার ক্ষমা ও ফেরেশতাদের ক্ষমা প্রার্থনার বর্ণনা অধ্যায়।" (আল ইহসান ফি তাকরিব সহীহ ইবনে হিব্বান হাদীস নং ৮/২৪৫)

اَلسُّحُورُ اَكْلُهُ بَرَكَةٌ، فَلاَ تَدْعُوهُ وَلَوْ اَنْ يَجْرِعَ اَحَدُكُمْ جُرْعَةً مِّنْ مَاءٍ، فَاِنَّ اللّٰهَ وَمَلاَئِكَتَهُ يُصَلُّوْنَ عَلَى الْمُتَسَحِّرِيْنَ ـ

অর্থ ঃ "সাহরী খাওয়াতে বরকত রয়েছে, সাহরী কখনো ছাড়বে না যদিও এক ঢোক পানি পান করেও হয়। কেননা নিশ্চয়ই আল্লাহ তায়ালা সাহরী গ্রহণকারীদের ওপর দয়া করেন এবং তাদের জন্য ফেরেশতারা ক্ষমা প্রার্থনা করে থাকেন।" (আল মুসনাদ ৩/১২)

এ হাদীস থেকে স্পষ্ট বুঝা যায়, রাসূল ﷺ তাঁর উম্মত সাহরী খেয়ে আল্লাহর রহমত ও ফেরেশতাদের দোয়ায় ধন্য হোক-এ কামনায় যথেষ্ট উৎসাহী ছিলেন। এ জন্য মুসলিমদেরকে উৎসাহ দান করেছেন, তারা যদি কোন খাদ্য নাও খেতে পায় কমপক্ষে যেন এক ঢোক পানি পান করে হলেও সাহরী গ্রহণকারীদের অন্তর্ভুক্ত হয়। (বুলুগুল মাআনী ১০/১৬)

শায়খ আহমাদ বিন আব্দুর রহমান আল-বান্না এ হাদীসের ব্যাখ্যায় বলেন। আল্লাহ তায়ালা কর্তৃক দরূদ এর অর্থ হলো, তিনি সাহরী গ্রহণকারীর ওপর তাঁর রহমত অবতীর্ণ করেন এবং ফেরেশতাদের দরূদ হলো, তারা তাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করেন। আর যারা সাহরী খায় না তারা আল্লাহর রহমত ও ফেরেশতাদের ক্ষমা প্রার্থনা থেকে বঞ্চিত হয়। (পূর্বের টিকা দ্র : ১০/১৬)

হে আমাদের দয়াময় প্রতিপালক! আপনি আমাদেরকে আপনার রহমত ও ফেরেশতাদের ক্ষমা প্রার্থনা হতে বঞ্চিত ব্যক্তিদের অন্তর্ভুক্ত করবেন না। আপনি কবুল করুন, হে প্রার্থনা শ্রবণকারী।

এছাড়াও অন্যান্য হাদীসেও নবী ﷺ সাহরী খাওয়ার প্রতি উৎসাহ দান করেছেন, তার মধ্য হতে চারটি হাদীস নিম্নে উল্লেখ করা হলো :

১. ইমাম মুসলিম (র) আমর ইবনুল আস (রা) হতে বর্ণনা করেন, নবী ﷺ এরশাদ করেন–

فَصْلُ مَا بَيْنَ صِيَامِنَا وَصِيَامِ اَهْلِ الْكِتَابِ اَكْلَةُ السَّحْرِ ـ

অর্থ ঃ "আমাদের ও ইহূদী খ্রিস্টানদের রোযার মধ্যে পার্থক্য হলো সাহরী খাওয়া।" (সহীহ মুসলিম হাদীস নং ৪৬ (১০৯৬) ২/৭৭০-৭৭১)

ইমাম নওয়াবী (র) এ হাদীসের ব্যাখ্যায় বলেন, আমাদের রোযা ও ইহূদী ও খ্রিস্টানদের রোযার মাঝে চূড়ান্ত পার্থক্যকারী বিষয়টি হলো সাহরী খাওয়া। কেননা তারা সাহরী খায় না এবং আমাদের জন্য সাহরী খাওয়া হলো মুস্তাহাব। (শারহু নববী ৭/২০৭)

৩. ইমাম বুখারী ও মুসলিম (র) আনাস (রা) হতে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, নবী ﷺ এরশাদ করেন–

تَسَحَّرُوْا فَإِنَّ فِى السَّحُوْرِ بَرَكَةً

অর্থ ঃ "তোমরা সাহরী খাও কেননা সাহরী খাওয়াতে বরকত রয়েছে।" (বুখারী হাদীস নং ১৯২৩, ৪/১৩৯, সহীহ মুসলিম হাদীস নং ৪৫ (১০৯৫৩ ২/৭৭০)

৩. ইমাম নাসায়ী (র) মেকদাদ বিন মাদিকারেব (রা) হতে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, নবী ﷺ এরশাদ করেন–

عَلَيْكُمْ بِغَدَاءِ السَّحُوْرِ، فَإِنَّهُ هُوَ الْغَدَاءُ الْمُبَارَكُ

অর্থ ঃ "তোমরা অবশ্যই সাহরী খাবে। কেননা তা বরকতময় খাদ্য।" (সুনানে নাসায়ী ৪/১৪৬, শায়খ আলবানী এ হাদীসের সনদকে 'সহীহ' বলেছেন। দেখুন: সহীহ সুনানে নাসায়ী ২/৪৬৬)

৪. ইমাম নাসায়ী (র) এরবাজ বিন সারিয়াহ (রা) হতে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ এরশাদ করেন–

هَلُمُّوْا إِلَى الْغَدَاءِ الْمُبَارَكِ

অর্থাৎ, "তোমরা বরকতময় খাদ্যের দিকে ধাবমান হও।" (সুনানে নাসায়ী ৪/১৪৫, শায়খ আলবানী এ হাদীসকে 'সহীহ' বলেছেন। দেখুন সহীহ সুনানে নাসায়ী ২/৪৬৫-৪৬৬)

সালফে সালেহীনগণ সাহরী খাওয়ার বিষয়ে অত্যন্ত গুরুত্ব দিতেন। এ ব্যাপারে ইমাম দারেমী আমর ইবনুল আস (রা)-এর দাস আবু কায়েস হতে একটি ঘটনা বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, আমর বিন আস (রা) সাহরী খানা তৈরির নির্দেশ দিতেন, তবে তিনি তা হতে বেশী খেতেন না। আমি তাকে বললাম, আপনি তো আমাকে খাদ্য তৈরির নির্দেশ দেন, কিন্তু তা আপনি অল্প আহার করে থাকেন?

তিনি উত্তর দিলেন–

إِنِّى لاَ اٰمُرُكُمْ بِهِ اَنِّىْ اَشْتَهِيْهِ وَلٰكِنِّىْ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ : فَصْلُ مَا بَيْنَ صِيَامِنَا وَصِيَامِ اَهْلِ الْكِتَابِ اُكْلَةُ السَّحُوْرِ ـ

অর্থ ঃ "খাওয়ার প্রতি লিপ্সায় আমি তোমাকে নির্দেশ দেই না; বরং আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি, আমাদের রোযা ও ইহুদী খ্রিস্টানদের রোযার মাঝে পার্থক্য হলো সাহরী খাওয়া।" (সুনানে দারেমী হাদীস নং ১৭০৪, ১/৩৩৮-৩৩৯)

হে আমাদের প্রতিপালক! আপনি এমন বরকতময় খাদ্য খাওয়ান এবং তা হতে বরকত হাসল করার তাওফীক দান করুন। আমীন

রোযাদারের সম্মুখে পানাহার করা হলে তাদের জন্য ফেরেশতাদের ক্ষমা প্রার্থনা

ফেরেশতাদের দোয়ায় ধন্য ব্যক্তিদের ১৫তম ব্যক্তিরা হলো ঐ সকল রোযাদার ব্যক্তি, যাদের সামনে পানাহার করা হয় আর তারা আল্লাহ্ তায়ালার সন্তুষ্টির নিমিত্তে পানাহার করা থেকে বিরত থেকে রোযাকে পূর্ণ করে।

ইমাম আহমাদ বিন হাম্বল ও ইবনে মাজাহ (র) উম্মে আম্মারাহ (রা) হতে বর্ণনা করেন, একদা তাঁর নিকট নবী ﷺ আগমন করলেন, বর্ণনাকারী বলেন, তাদের গোষ্ঠির কয়েকজন লোক তাঁর ঘরে একত্রিত হলো, তিনি তাদের সবার জন্য খেজুর নিয়ে আসলেন, সবাই খেজুর খাওয়া আরম্ভ করল, কিন্তু এক ব্যক্তি খাওয়া হতে বিরত থাকল, তা দেখে নবী ﷺ তাঁকে বললেন–

مَا شَانُهٗ؟

فَقَالَ إِنِّىْ صَائِمٌ.

فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَمَّا إِنَّهٗ مَامِنْ صَائِمٍ يَأْكُلُ عِنْدَهٗ فَوَاطِرَ إِلاَّ صَلَّتْ عَلَيْهِ الْمَلَائِكَةُ حَتّٰى يَقُوْمُوْا .

অর্থ ঃ "ব্যাপার কি সে খাচ্ছে না কেন?

সে বলল, আমি রোযা রেখেছি।

অতঃপর রাসূলুল্লাহ ﷺ এরশাদ করেন, রোযাদারের সামনে যতক্ষণ পর্যন্ত খানা খাওয়া হবে ততক্ষণ পর্যন্ত ফেরেশতারা তার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করতে থাকবে।"

(আল মুসনাদ ৭/৩৭০, সুনানে ইবনে মাজাহ হাদীস নং ১৭৫২, ১/৩২০-৩২১, শায়খ আহমদ আলবান্না এ হাদীসের সনদকে 'জায়েদ' বলেছেন। দেখুন: বুলুগুল আমানী ৯/২১৭)

অন্য এক বর্ণনায় এসেছে, যা ইমাম আহমাদ, তিরমিজী ইমাম, খুযায়মা এবং ইবনে হিব্বান (র) উম্মে আম্মারাহ (রা) হতে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ এরশাদ করেন–

إِنَّ الْمَلَائِكَةَ تُصَلِّيْ عَلَى الصَّائِمِ إِذَا أَكَلَ عِنْدَهٗ حَتّٰى يَفْرُغُوْا .

অর্থ ঃ "যখন রোযাদারের সামনে খাওয়া হয়, নিশ্চয়ই তখন ফেরেশতারা তার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করতে থাকে তাদের শেষ হওয়া পর্যন্ত।" (আল মুসনাদ ৭/৪৩৯, জামে তিরমিজী ৪/৬৭, সহীহ ইবনে খুযায়মা হাদীস নং ২১৩৮, ৩/৩০৭ আল ইহসান ফি তাকরিব সহীহ ইবনে হিব্বান হাদীস নং ২৪৩০, ৮/২১৬-২১৭)

ইমাম ইবনে খুযায়মা এ হাদীসটি নিম্নের অধ্যায়ে রচনা করেন– রোযাদারের সামনে রোযাদার ব্যক্তিরা খাদ্য খাওয়ার সময় রোযাদারের জন্য ফেরেশতাদের ক্ষমা প্রার্থনা। (সহীহ ইবনে খুযায়মা ৩/৩০৭)

ইমাম ইবনে হিব্বান (র) এ হাদীসটি নিম্নের অধ্যায়ে রচনা করেন– রোযাদারের সামনে রোযাদার ব্যক্তিরা খাদ্য খাওয়ার সময় রোযাদারের জন্য ফেরেশতাদের ক্ষমা প্রার্থনা। (আল ইহসান ফি তাকরিব সহীহ হিব্বান হাদীস নং ৮/২১৬)

শায়খ আহমাদ বিন আব্দুর রহমান আল-বান্না রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর বাণী صَلَّتْ عَلَيْهِ الْمَلَائِكَةُ-এর ব্যাখ্যায় বলেন, খাওয়ার সুযোগ পাওয়ার পরও ক্ষুধায় ধৈর্যধারণ করার জন্য ফেরেশতারা তার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করে থাকে। বিশেষ করে যখন তার মন খেতে চায় ও রোযা রাখা তার ওপর কষ্টসাধ্য হয়। (বুলুগুল মাআনী ৯/২১৭, মেরকাতুল মাফাতিহ ৪/৫৭৮, তুহফাতুল আহওয়াযী ২/৬৭)

হে দয়ালু দয়াময় প্রতিপালক! আপনি দয়া করে আমাদেরকে সেই লোকদের অন্তর্ভুক্ত করুন। আমীন

১৬

রোগী পরিদর্শনকারীর জন্য ফেরেশতাদের ক্ষমা প্রার্থনা

ফেরেশতাদের দোয়া পেয়ে সৌভাগ্যবানদের ১৬তম ব্যক্তিরা হলো ঐ সকল লোক যারা তার কোন মুসলিম রোগী ভাইকে দেখতে যায়। ইমাম আহমাদ ও ইবনে হিব্বান (র) আলী (রা) হতে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি–

مَا مِنْ مُسْلِمٍ عَادَ أَخَاهُ إِلَّا ابْعَثَ اللّٰهُ لَهٗ سَبْعِيْنَ أَلْفَ مَلَكٍ يُصَلُّوْنَ عَلَيْهِ مِنْ أَيِّ سَاعَاتِ النَّهَارِ كَانَ حَتّٰى يُمْسِيَ وَمِنْ أَيِّ سَاعَاتِ اللَّيْلِ كَانَ حَتّٰى يُصْبِحَ .

অর্থ ঃ "যে কোন মুসলিম তার অপর মুসলমান রোগী ভাইকে দেখতে যায়, আল্লাহ্ তায়ালা তার জন্য সত্তর হাজার ফেরেশতা প্রেরণ করেন, তারা দিনের যে সময় সে দেখতে যায় সে সময় থেকে দিনের শেষ পর্যন্ত তার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করতে থাকে এবং সে রাতের যে সময় দেখতে যায় সে সময় থেকে রাতের শেষ পর্যন্ত তার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করতে থাকে।" (আল মুসনাদ হাদীস নং ৭৫৪, ২/১১০ আল ইহ্সান ফি তাকরিব সহীহ্ ইবনে হিব্বান হাদীস নং ২৯৫৮, ৭/২২৪-২২৫, শায়খ আহমাদ শাকের হাদীসটির সনদকে সহীহ্ সাব্যস্ত করেন। দেখুন: আল মুসনাদের টিকা ২/১১০)

ইমাম ইবনে হিব্বান (র) এ হাদীসটির ভিত্তিতে নিম্নের অধ্যায় স্থাপন করেন- রোগী পরিদর্শনকারীর জন্য সকাল থেকে সন্ধ্যা ও সন্ধ্যা থেকে সকাল পর্যন্ত ফেরেশতাদের ক্ষমা প্রার্থনার বর্ণনা। (আল ইহ্সান ফি তাকরিব সহীহ্ ইবনে হিব্বান হাদীস নং ৭/২২৪)

শায়খ আহমাদ বিন আব্দুর রহমান আল-বান্না এ হাদীসের ব্যাখ্যায় লিখেছেন- ফেরেশতা কর্তৃক মানুষের জন্য দরূদ পাঠ করার অর্থ হলো , তাদের জন্য রহমত ও ক্ষমার জন্য দোয়া করা।

আর নবী ﷺ-এর বাণী مِنْ أَيِّ سَاعَاتِ النَّهَارِ এর অর্থ হলো, যদি রোগীর পরিদর্শন দিনে হয়, তবে সূর্যাস্ত পর্যন্ত ফেরেশতারা তার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করে থাকে। এজন্য যারা রোগীকে দেখতে যাবে, তাদের উচিত তারা যেন দিনে বা রাতের প্রথম দিকে দেখতে যায়, যাতে করে ফেরেশতাদের দোয়া বেশীক্ষণ ধরে চলতে থাকে। (বুলুগুল আমানী ৮/১৬)

অন্য একটি বর্ণনাতে রোগীদের পরিদর্শনকারীর জন্য ফেরেশতাদের দরূদএর অর্থ বর্ণনা করা হয়েছে এবং এও বলা হয়েছে যে, তাদের জন্য জান্নাতে একটি বাগান তৈরি করা হয়।

ইমাম আহমাদ বিন হাম্বল (র) আলী (রা) হতে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি-

مَنْ عَادَ مَرِيْضًا بُكْرًا شَيَّعَهُ سَبْعُوْنَ أَلْفَ مَلَكٍ كُلُّهُمْ يَسْتَغْفِرُ لَهُ حَتَّى يُمْسِيَ وَكَانَ لَهُ خَرِيْفٌ فِي الْجَنَّةِ وَإِنْ عَادَهُ مَسَاءً شَيَّعَهُ سَبْعُوْنَ أَلْفَ مَلَكٍ كُلُّهُمْ يَسْتَغْفِرُ لَهُ حَتَّى يُصْبِحَ وَكَانَ لَهُ خَرِيْفٌ فِي الْجَنَّةِ .

অর্থ ঃ "যে ব্যক্তি সকাল বেলা কোন রোগীকে দেখতে গেল তার সাথে সত্তর হাজার ফেরেশতা যায় এবং তারা সবাই সন্ধ্যা পর্যন্ত তার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করতে থাকে এবং তার জন্য জান্নাতে একটি বাগান নির্ধারণ করা হয়। আর যে ব্যক্তি

সন্ধ্যায় কোন রোগীকে দেখতে গেল, তার সাথে সত্তর হাজার ফেরেশতা যায় এবং তারা সবাই সকাল পর্যন্ত তার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করতে থাকে এবং তার জন্য জান্নাতে একটি বাগান নির্ধারণ করা হয়।" (আল মুসনাদ হাদীস নং ৯৭৫, ২/২০৬, শায়খ আহমদ শাকের এ হাদীসের সনদকে 'সহীহ' বলেছেন। দেখুন: মুসনাদের টিকা ২/২০৬)

আল্লাহু আকবার! এ আমলটি কতই না সহজ এবং এর সওয়াব ও প্রতিদান কতই না মহান। হে আমার দয়ালু দয়াময় পালনকর্তা! আপনি এ অধমকে এ কাজগুলি করার তাওফীক দান করুন। আমীন ইয়া রাব্বাল আলামীন।

রোগী দেখতে যাওয়ার সওয়াব সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর উম্মতদের জন্য অনেক হাদীস বর্ণনা করেছেন, যা হতে কয়েকটি নিম্নে উল্লেখ করা হলো-

১. যখন কেউ রোগী দেখার জন্য বাড়ী হতে বের হয় তখন আল্লাহর রহমতে আচ্ছন্ন হয়ে যায় এবং যখন সে রোগী দেখতে গিয়ে রোগীর কাছে বসে সে আল্লাহর রহমতের মাঝে ডুবে যায়।

ইমাম আহমদ (র) জাবের বিন আব্দুল্লাহ (রা) হতে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ এরশাদ করেছেন-

مَنْ عَادَ مَرِيْضًا لَمْ يَزَلْ يَخُوْضُ فِى الرَّحْمَةِ حَتّٰى يَرْجِعُ فَإِذَا جَلَسَ اغْتَمَسَ فِيْهَا -

অর্থ ঃ "যে ব্যক্তি রোগী দেখতে গেল, সে ফিরে আসা পর্যন্ত আল্লাহর রহমতে আচ্ছন্ন থাকল এবং যখন সে রোগীর কাছে বসে তখন সে রহমতের ভিতর ডুবে থাকে।" (আল মুসনাদ ৩/৩০৪, শায়খ আলবানী হাদীসটির অধিক শাহেদের জন্য সহীহ সাব্যস্ত করেন। দেখুন : মিশকাতুল মাসাবীর টিকা ১/৪৯৮)

আল্লামা মোল্লা আলী কারী এ হাদীসের ব্যাখ্যায় বলেন-

لَمْ يَزَلْ يَخُوْضُ فِى الرَّحْمَةِ অর্থ ঃ রোগী দেখার নিয়তে নিজ বাড়ী থেকে বের হওয়ার সাথে সাথে আল্লাহর রহমতে প্রবেশ করে থাকে।

فَإِذَا جَلَسَ اغْتَمَسَ অর্থ ঃ যখন সে রোগীর কাছে বসে তখন আল্লাহর রহমতে ডুবে যায়।

অন্য একটি বর্ণনায় এসেছে- اِسْتَغْرَقَ فِيْهَا। অর্থ ঃ রহমতের মাঝে সে ডুবে হাবুডুবু খেতে থাকে। (মেরকাতুল মাফাতিহ ৪/৫২)

২। রোগী দর্শনের জন্য যাওয়ার সময়ই শুধু রহমতে আচ্ছন্ন হয় না; বরং বাড়ীতে ফেরার সময়ও তাকে আল্লাহ রহমত দ্বারা আচ্ছন্ন করেন। উপরোল্লেখিত হাদীসের শব্দ-

لَمْ يَزَلْ يَخُوْضُ فِى الرَّحْمَةِ حَتّٰى يَرْجِعُ

অর্থ ঃ বাড়ী ফেরা পর্যন্ত রহমতে প্রবেশ করে প্রমাণ করে।

এছাড়া আরো একটি বর্ণনায় এসেছে–

وَإِذَا قَامَ مِنْ عِنْدِهٖ فَلاَ يَزَالُ يَخُوْضُ فِيْهَا حَتّٰى يَرْجِعُ حَيْثُ خَرَجَ

অর্থাৎ, যখন সে রোগীর কাছ থেকে রওয়ানা হয় আল্লাহর রহমত তাকে ঢেকে থাকে যতক্ষণ পর্যন্ত যেখানে থেকে সে এসেছে সেখানে না ফিরে। (মাজমাউয যাওয়ায়েদাহ ২/২৯৭)

৩। রোগী দর্শনকারী রোগীর নিকট পৌছা মাত্রই দয়ালু দয়াময় আল্লাহ্‌র কাছ থেকে সওয়াব পেয়ে যায় এবং তাঁর সন্তুষ্টিও অর্জন করে।

ইমাম মুসলিম (র) আবু হুরাইরা (রা) হতে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন রাসূলুল্লাহ ﷺ এরশাদ করেন–

إِنَّ اللّٰهَ عَزَّ وَجَلَّ يَقُوْلُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ : يَا ابْنَ اٰدَمَ ! مَرِضْتُ فَلَمْ تَعُدْنِىْ قَالَ يَارَبِّ ! كَيْفَ أَعُوْدُ وَأَنْتَ رَبُّ الْعَالَمِيْنَ؟

قَالَ أَمَا عَلِمْتَ أَنَّ عَبْدِىْ فُلاَنًا مَرِضَ فَلَمْ تَعُدْهُ؟ أَمَا عَلِمْتَ أَنَّكَ إِنْ عُدْتَهُ لَوَجَدْتَنِىْ عِنْدَهٗ ـ

অর্থ ঃ "কেয়ামত দিবসে আল্লাহ তায়ালা বলবেন, হে আদম সন্তান! আমি রোগে আক্রান্ত ছিলাম, তুমি আমার দর্শন-সেবা করনি।

সে বলবে, হে আমার প্রতিপালক! আপনি সারা বিশ্বের প্রতিপালক, আমি আপনার কেমনে সেবা করব?

তিনি বললেন : তুমি কি জাননা, আমার অমুক বান্দা রোগাক্রান্ত ছিল? তুমি যদি তাকে দেখতে যেতে সেখানেই আমাকে পেতে? (সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ৪৩, (২৫৬৯) ৪/১৯৯০)

ইমাম নববী (র) لَوَجَدْتَنِىْ عِنْدَهٗ-এর ব্যাখ্যায় বলেন, সেখানে আমার সওয়াব ও সম্মান পেতে। (শারহু নববী ১৬/১২৬)

আল্লামা মোল্লা আলী কারী (র) এর ব্যাখ্যায় বলেন, সেখানেই আমার সন্তুষ্টি অর্জন করতে পারতে। (মেরকাতুল মাফাতিহ ৪/১০)

আল্লাহু আকবার! রোগী পরিদর্শন করা কতই না বড় প্রতিদান ও সওয়াবের কাজ।

রাসূল ﷺ রোগীদের পরিদর্শন করার ব্যাপারে অনেক গুরুত্ব দিতেন। তিনি মুসলমান রোগীদেরই শুধু দেখতে যেতেন না বরং তিনি ইয়াহুদী খৃষ্টান ও মুনাফিকদেরকেও দেখতে যেতেন। নিম্নে প্রসিদ্ধ হাদীস গ্রন্থ সুনানে আবু দাউদের কয়েকটি অধ্যায় উল্লেখ করা হচ্ছে–

ক. মহিলা রোগী পরিদর্শন সংক্রান্ত অধ্যায়।

খ. রোগী পরিদর্শন সংক্রান্ত অধ্যায়।

গ. জিম্মি রোগী পরিদর্শ সংক্রান্ত অধ্যায়।

ঘ. হেঁটে রোগী পরিদর্শন করতে যাওয়া সংক্রান্ত অধ্যায়।

ঙ. বার বার রোগী দেখতে যাওয়া সংক্রান্ত অধ্যায়।

চ. চোখের রোগীকে দেখতে যাওয়া সংক্রান্ত অধ্যায়।

ছ. রোগী দেখার সময় তার সুস্থতার জন্য দোয়া করা সংক্রান্ত অধ্যায়।

উপরোল্লেখিত অধ্যায়ের বিষয়বস্তুর দিকে লক্ষ্য করলে বুঝা যাচ্ছে যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ রোগী পরিদর্শনের ব্যাপারে কত গুরুত্ব দিতেন। এ বিষয়টি সমাপ্ত করার পূর্বে নবী ﷺ কর্তৃক ইহূদী রোগী পরিদর্শন সম্পর্কে একটি ঘটনা নিম্নে বর্ণনা করা হচ্ছে–

رَوَى الإِمَامُ الْبُخَارِىُّ عَنْ أَنَسٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ كَانَ غُلَامٌ يَهُوْدِىٌّ يَخْدُمُ النَّبِىَّ ﷺ فَمَرِضَ فَأَتَاهُ النَّبِىُّ ﷺ يَعُوْدُهُ فَقَعَدَ عِنْدَ رَأْسِهِ فَقَالَ لَهُ أَسْلِمْ.

فَنَظَرَ إِلَى أَبِيْهِ وَهُوَ عِنْدَهُ فَقَالَ لَهُ أَطِعْ أَبَا الْقَاسِمِ ﷺ فَأَسْلَمَ فَخَرَجَ النَّبِىُّ ﷺ وَهُوَ يَقُوْلُ الْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ أَنْقَذَهُ مِنَ النَّارِ.

অর্থ ঃ "আনাস (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, এক ইহূদী বালক নবী ﷺ -এর খেদমত করত। সে একদিন অসুস্থ হয়ে পড়ায় নবী ﷺ তাকে দেখতে গেলেন। তার মাথার নিকটে বসে তাকে বললেন, তুমি ইসলাম গ্রহণ কর। সে তার কাছে উপস্থিত পিতার দিকে দৃষ্টিপাত করল। তার পিতা তাকে বলল, আবুল কাশেম ﷺ যা বলে তা মেনে নাও।

অতঃপর সে ইসলাম কবুল করল, তারপর নবী ﷺ তার কাছ থেকে বের হওয়ার সময় বলতে লাগলেন, সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ তায়ালার জন্য, যিনি এ বালকটিকে জাহান্নাম থেকে মুক্ত করলেন।" (সহীহ বুখারী হাদীস নং ১৩৫৬, ৩/২১৯)

১৭-১৮

রোগী ও মৃত ব্যক্তির নিকট উক্তির ওপর ফেরেশতাদের আমীন বলা

যে কথাগুলি কবুল হওয়ার জন্য ফেরেশতারা দোয়া করতে থাকে তন্মধ্যে রোগী ও মৃত ব্যক্তির নিকট যা বলা হয়।

ইমাম আহমাদ, মুসলিম, তরমিজী ও বায়হাকী (র) উম্মে সালামাহ (রা) হতে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ এরশাদ করেন–

إِذَا حَضَرْتُمُ الْمَرِيْضَ أَوِالْمَيِّتَ فَقُوْلُوْا خَيْرًا، فَإِنَّ الْمَلاَئِكَةَ يُؤْمِنُوْنَ عَلَى مَا تَقُوْلُوْنَ.

অর্থ ঃ "তোমরা যখন কোন রোগী বা মৃত ব্যক্তির নিকট উপস্থিত হবে তখন ভাল দোয়া করবে। কেননা ফেরেশতারা তা কবুল হওয়ার জন্য আমীন বলে থাকে।" (আল মুসনাদে ৬/৩২২, সহীহ্ মুসলিম ৬ (৯১৯) ২/৬৩৩, জামে তিরমিজী হাদীস নং ৯৮৪, ৪/৪৬, সুনানে কুবরা লিল বায়হাকী হাদীস নং ৭১২৪, ৪/১০৭ শব্দগুলি মুসলিমের।)

হাদীসে উল্লেখিত اَلْمَيِّتُ শব্দের দুটি অর্থ হতে পারে। যথা– (ক) মুমূর্ষু ব্যক্তি (খ) মৃত ব্যক্তি।

যদি প্রথম অর্থ মেনে নেয়া হয়, তবে হাদীসের শব্দ اَلْمَرِيْضُ أَوِ الْمَيِّتُ-এর মাঝে أَوْ অব্যয়টিতে বর্ণনাকারী সন্দেহ প্রকাশ করেছেন, হাদীসে اَلْمَرِيْضُ রোগী অথবা اَلْمَيِّتُ মৃত ব্যক্তি। যার অর্থ দাঁড়ায় মুমূর্ষু ব্যক্তি।

যদি দ্বিতীয় অর্থ নেয়া হয়, তবে اَلْمَرِيْضُ أَوِ الْمَيِّتُ এর অর্থ দাঁড়ায় তোমরা যখন রোগীর নিকটে যাও বা মৃত ব্যক্তির নিকটে যাও উভয় স্থানেই গুরুত্ব অবলম্বন করে ভাল উক্তি কর।

রোগীর নিকটে গেলে আল্লাহ্ তায়ালার সমীপে তার জন্য রোগ মুক্তির দোয়া করো এবং মৃত ব্যক্তির নিকট গেলে তার ক্ষমার জন্য আল্লাহ্র নিকট দোয়া করবে। অনুরূপ যে জায়গায় যাও নিজের জন্য ভাল কথাই বলবে। (মেরকাতুল মাফাতিহ ৪/৮৪)

ইমাম নববী (র) বলেন, এ হাদীসে উৎসাহ প্রদান করা হয়েছে যে, এ ধরনের স্থানে যেন উত্তম কথা বলা হয়। আল্লাহ্ তায়ালার নিকট তাঁর জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করা

হয় এবং তার প্রতি যেন মেহেরবানী, সহজ ও নরম ব্যবহার করা হয় সে জন্য দোয়া করা হয়। এ হাদীস হতে এও জানা গেল যে, এ রকম জায়গা ফেরেশতারা উপস্থিত হয় এবং যে ব্যক্তি যে উক্তি করে তা কবুল হওয়ার জন্য তারা আমীন বলে থাকে। (শারহু নববী ৬/২২২)

যেহেতু এ হাদীসে রোগী ও মৃত ব্যক্তি সম্পর্কে ভাল উক্তিকারীর উক্তিকে কবুল হওয়ার জন্য আমীন বলার সুসংবাদ রয়েছে। অতএব এমন স্থানে খারাপ উক্তি প্রকাশ করার ব্যাপারেও বিপদের আশঙ্কা রয়েছে। কেননা তাও কবুল হওয়ার জন্য ফেরেশতারা আমীন বলে থাকে।

হে আল্লাহ্ দয়ালু দয়াবান! আপনি উল্লিখিত দুই স্থানেই আমাদেরকে উত্তম কথা বলার তাওফীক দান করুন। আমীন

সৎকাজের শিক্ষা প্রদানকারীর জন্য ফেরেশতাদের ক্ষমা প্রার্থনা

ফেরেশতাদের দোয়ায় ধন্য ব্যক্তিদের উনিশতম ব্যক্তিরা হলো ঐ সকল সৌভাগ্যবান যারা মানুষকে ভাল কথা শিক্ষা দিয়ে থাকে।

ইমাম তিরমিজী (র) আবু উমামা বাহেলী (রা) হতে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ এর সামনে দুই ব্যক্তি সম্পর্কে বর্ণনা দেয়া হলো, যাদের একজন আলেম, অপরজন আবেদ তথা ইবাদতকারী। রাসূলুল্লাহ ﷺ এরশাদ করলেন–

فَضْلُ الْعَالِمِ عَلَى الْعَابِدِ كَفَضْلِىْ عَلٰى اَدْنَاكُمْ .

অর্থ ঃ "আবেদের তুলনায় আলেমের মর্যাদা হলো, যেমন– তোমাদের সর্বনিম্ন লোকের তুলনায় আমার মর্যাদা।" (এর অর্থ ঐ ইবাদতকারী ব্যক্তি যে, শরীয়তের জরুরী বিষয়ে অবগত। দেখুন : মেরকাতুল মাফাতিহ : ১/৪৭২)

(এখানে আলেম বা জ্ঞানী ব্যক্তি বলতে বুঝায় শরীয়ত সম্পর্কে জ্ঞাত আলেম বা জ্ঞানী ও সে অনুযায়ী আমলকারী। দেখুন : মেরকাতুল মাফাতিহ ১/৪৭২)

তারপর রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন–

إِنَّ اللّٰهَ وَمَلَائِكَتَهُ وَاَهْلُ السَّمٰوَاتِ وَالْاَرْضِيْنَ حَتَّى النَّمْلَةُ فِىْ جُحْرِهَا، وَحَتَّى الْحُوْتُ لَيُصَلُّوْنَ عَلٰى مُعَلِّمِ النَّاسِ الْخَيْرَ .

অর্থ ঃ "নিশ্চয় মানুষকে ভাল কথা শিক্ষা প্রদানকারীর প্রতি আল্লাহ্ তায়ালা দয়া করে থাকেন এবং ফেরেশতারা, আসমান ও জমিনের অধিবাসীরা এমন কি গর্তের পিপিলিকা ও পানির মৎসও তাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করে থাকেন।" (জামে তিরমিজী, হাদীস নং ২৮২৫, ৭/৩৭৯-৩৮০, শায়খ আলবানী এ হাদীসকে 'সহীহ' বলেছেন। দেখুন: সহীহ সুনানে তিরমিজী ২/৩৪৩)

হাদীসে মানুষকে উত্তম কথা শিক্ষা দেয়ার অর্থের ব্যাপারে মোল্লা আলী কারী (র) বর্ণনা করেছে, দ্বীনি শিক্ষা এবং এমন শিক্ষা যার সাথে মানুষের মুক্তি জড়িত। রাসূলুল্লাহ ﷺ প্রত্যেক শিক্ষকের জন্য ক্ষমার উল্লেখ করেননি; বরং مُعَلِّمِ النَّاسِ الْخَيْرَ। অর্থাৎ, মানুষের উত্তম শিক্ষা দাতার কথা বলেছেন। যেন তার দ্বারা স্পষ্ট হয়ে যায় যে, উক্ত ক্ষমার উপযুক্ত ঐ শিক্ষক যিনি মানুষকে কল্যাণের পথে পৌছার জন্য ইলম শিক্ষা প্রদান করে থাকেন। (মেরকাতুল মাফাতিহ ১/৪৭৩)

আল্লাহু আকবার! দ্বীন শিক্ষাদাতার সওয়াব কতই না মহান। হে আল্লাহ্! এ অধমদেরকে ঐ সৌভাগ্য থেকে বঞ্চিত করবেন না। আমীন

সুশিক্ষাদাতাদের এ মহাসওয়াবের রহস্য বর্ণনা করে ইমাম ইবনে কাইয়্যিম বলেন : যেহেতু তার দ্বীনি শিক্ষা-সুশিক্ষা প্রদান মানুষের জন্য মুক্তি ও সৌভাগ্যের কারণ, এবং এজন্যে তাদের আত্মিক পবিত্রতাও অর্জন হয়, যেহেতু আল্লাহ তায়ালা তার জন্য অনুরূপ প্রতিদান ঘোষণা করেন, যা তাকে ফেরেশতা ও বিশ্ববাসীর দোয়ার অধিকারী বানিয়েছেন এবং তার মুক্তি, সৌভাগ্য ও সফলতার কারণ সাব্যস্ত হয়েছে।

এছাড়াও যখন সৎ শিক্ষা প্রদানকারী আল্লাহ্ তায়ালার দ্বীন ও বিধি-বিধানকে মানুষের সামনে ফুটিয়ে তোলে এবং তাঁর নাম ও গুণাবলী সম্পর্কে লোকদেরকে সচেতন করে তখন আল্লাহ্ তায়ালাও তার প্রতিদান হিসেবে স্বীয় ক্ষমা প্রদান ও বিশ্ববাসীর দোয়ার মাধ্যমে তার মর্যাদার চর্চা ও তার প্রশংসা আকাশ ও পৃথিবীবাসীর সম্মুখে করেন। (মেফতাহ দারুস সায়াদাহ ১/৬৩ উক্ত বিষয়ে আরো বিস্তারিত জানার জন্য দেখুন : "ফযলুদ দাওয়াহ ইলাল্লাহ তায়ালা" নামক গ্রন্থেও ৫৬/৬০ পৃ:)

(২০)

মুমিন ও তাদের সৎ আত্মীয়দের জন্য আরশ বহনকারী ও তাদের পার্শ্ববর্তী ফেরেশতাদের দোয়া

কিছু এমন সৌভাগ্যবান লোক আছে, যাদের জন্য আল্লাহ্ তায়ালার আরশ বহনকারী ও তাদের পার্শ্ববর্তী সম্মানিত ফেরেশতারা দোয়া করে থাকে। এ মহাসত্যের বর্ণনা নিম্নের আয়াতগুলিতে রয়েছে−

اَلَّذِيْنَ يَحْمِلُوْنَ الْعَرْشَ وَمَنْ حَوْلَهُ يُسَبِّحُوْنَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَيُؤْمِنُوْنَ بِهِ وَيَسْتَغْفِرُوْنَ لِلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا ۚ رَبَّنَا وَسِعْتَ كُلَّ شَيْءٍ رَّحْمَةً وَّعِلْمًا فَاغْفِرْ لِلَّذِيْنَ تَابُوْا وَاتَّبَعُوْا سَبِيْلَكَ وَقِهِمْ عَذَابَ الْجَحِيْمِ * رَبَّنَا وَاَدْخِلْهُمْ جَنّٰتِ عَدْنِ ِۨ الَّتِيْ وَعَدْتَّهُمْ وَمَنْ صَلَحَ مِنْ اٰبَآئِهِمْ وَاَزْوَاجِهِمْ وَذُرِّيّٰتِهِمْ ۚ اِنَّكَ اَنْتَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ * وَقِهِمُ السَّيِّاٰتِ ۚ وَمَنْ تَقِ السَّيِّاٰتِ يَوْمَئِذٍ فَقَدْ رَحِمْتَهُ ۚ وَذٰلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيْمُ .

অর্থ ঃ "যারা আরশ বহনে রত এবং যারা তার চতুষ্পার্শে ঘিরে আছে, তারা তাদের প্রতিপালকের পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করে প্রশংসার সাথে এবং তাতে বিশ্বাস স্থাপন করে আর মুমিনদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করে বলে, হে আমাদের প্রতিপালক! তোমার দয়া ও জ্ঞান সর্বব্যাপী। অতএব যারা তওবা করে ও তোমার পথ অবলম্বন করে তুমি তাদেরকে ক্ষমা কর এবং জাহান্নামের শাস্তি হতে রক্ষা কর। হে আমাদের প্রতিপালক! তুমি তাদেরকে দাখিল কর স্থায়ী জান্নাতে, যার প্রতিশ্রুতি তুমি তাদেরকে দিয়েছ এবং তাদের পিতামাতা, পতি-পত্নী ও সন্তান-সন্ততিদের মধ্যে যারা সৎকর্ম করেছে তাদেরকেও। তুমি তো পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময় এবং তুমি তাদেরকে শাস্তি হতে রক্ষা কর। সে দিন তুমি যাকে শাস্তি হতে রক্ষা করবে তাকে তো অনুগ্রহই করবে; এটাই তো মহাসাফল্য।" (সূরা মুমিন ঃ ৭-৯)

এখানে নিম্নের বিষয়গুলি উল্লেখ করা সমীচীন মনে করছি–

১. আল্লাহ্ তায়ালার আরশ বহনকারী ও তাদের পার্শ্ববর্তী ফেরেশতারা মুমিনদের জন্য দোয়া করে থাকে। সে ফেরেশতাদের সম্পর্কে ইমাম কুরতুবী (র) বলেন : তারা হলো উচ্চ মর্যাদাবান ও সম্মানিত ফেরেশতামণ্ডলী। (তাফসীরে কুরতুবী ১৫/২৯৪, আল মুহাররার আল ওয়াজিজ ও ১৪/১১৬, তাফসীরে বায়জাবী ৪/৩৩৫)

শায়খ সা'দী (র) ঐ সকল ফেরেশতাদের সম্পর্কে বলেন, যে সকল ফেরেশতাদেরকে আল্লাহ্ তায়ালা আরশ বহনের দায়িত্ব দিয়েছেন, নিঃসন্দেহে তারা সবার চেয়ে উচ্চ মর্যাদান ও শক্তিশালী ফেরেশতা। তাদেরকে আল্লাহর আরশ বহণের দায়িত্ব অর্পণ এবং অগ্রে তাদের নাম উল্লেখ এবং আল্লাহর নিকটে অবস্থানই প্রমাণ করে যে, তারা উচ্চ মর্যাদাবান ও সম্মানিত ফেরেশতা। (তাফসীরে সা'দী ৮০০ পৃ:)

২. যাদের জন্য ফেরেশতারা দোয়া করে থাকে উল্লেখিত আয়াতে তাদের তিনটি গুণ উল্লেখ করা হয়েছে। যথা–

ক. **ঈমান ঃ** এ গুণের বর্ণনা আল্লাহ্ তায়ালার উল্লেখিত বাণীতে রয়েছে, وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا অর্থ ঃ মুমিনদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করে।

শায়খ সা'দী (র) স্বীয় তাফসীরে সা'দীতে বলেন, ঈমানের অনেক উপকার ও ফযিলত রয়েছে। তন্মধ্যে আল্লাহ তায়ালার ওপর বিশ্বাসীদের জন্য ফেরেশতারা ক্ষমা প্রার্থনা করে থাকে। ঈমানদারের এ মহা সৌভাগ্যটি ঈমানের বদৌলতে অর্জন হয়ে থাকে। (তাফসীরে সা'দী পৃঃ ৮০০, তাফসীরে বায়জাবী ২/৩৩৫ ও তাফসীরে কাসেমী ১৪/২২৫)

খ. **তাওবা :** এ গুণের বর্ণনা আল্লাহ তায়ালার উল্লেখিত বাণীতে রয়েছে– فَاغْفِرْ لِلَّذِينَ تَابُوا অর্থাৎ, যারা তওবা করে তাদেরকে ক্ষমা করে দাও।
(তাফসীরে কুরতুবী ১৫/২৯৫ ও তাফসীরে সা'দী ৮০১ পৃ:)

ইমাম কুরতুবী (র) এ আয়াতের তাফসীরে বলেন, তারা শিরক ও অন্যান্য গুনাহ্ হতে তওবা করে।

গ. **আল্লাহর রাস্তার অনুসরণ :** এ গুণের বর্ণনা আল্লাহ তায়ালার উল্লেখিত বাণীতে রয়েছে, فَاتَّبِعُوا سَبِيلَكَ অর্থাৎ, অতঃপর তোমার পথ অবলম্বন করে। (তাফসীরে কুরতুবী ১৫/২৯৫, তাফসীরে বাগাবী ৪/৯৩ যাদুল মাসির ৭/২০২ ও ফাতহুল কাদীর ৪/২৮৬)

ইমাম কুরতুবী (র) এ আয়াতের তাফসীরে বলেন, তারা দ্বীনে ইসলামের অনুসরণ করে।

৩. উপরোল্লিখিত গুণে গুণান্বিত ঈমানদারদের জন্য ফেরেশতারা আল্লাহর সমীপে নিম্নের পাঁচটি বস্তু প্রার্থনা করে থাকে–

ক. তাদের গোনাহ্ মাফের জন্য দোয়া ঃ তা আল্লাহর তায়ালার নিম্নের আয়াতে উল্লেখ রয়েছে–

وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا وَسِعْتَ كُلَّ شَيْءٍ رَّحْمَةً وَعِلْمًا فَاغْفِرْ لِلَّذِينَ تَابُوا وَاتَّبَعُوا سَبِيلَكَ

অর্থ ঃ "আর তাদেরকে মুমিনদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করে বলে, হে আমাদের প্রতিপালক! তোমার দয়া ও জ্ঞান সর্বব্যাপী। অতএব যারা তওবা করে ও তোমার পথ অবলম্বন করে তুমি তাদেরকে ক্ষমা কর।"

খ. তাদেরকে জাহান্নামের আগুন থেকে মুক্তির জন্য দোয়াঃ যা আল্লাহ তায়ালা নিম্নের আয়াতে বর্ণনা করেছেন–

وَقِهِمْ عَذَابَ الْجَحِيْمِ

অর্থ ঃ "আর জাহান্নামের শাস্তি হতে রক্ষা কর।"

গ. তাদেরকে সর্বাবস্থায় জান্নাতে প্রবেশ করানোর জন্য দোয়া ঃ যা দয়াময় আল্লাহ তায়ালার এ আয়াতে উল্লেখ করেছেন–

رَبَّنَا وَأَدْخِلْهُمْ جَنَّاتِ عَدْنٍ الَّتِي وَعَدْتَّهُمْ

অর্থ ঃ "হে আমাদের প্রতিপালক! তুমি তাদেরকে দাখিল কর স্থায়ী জান্নাতে, যার প্রতিশ্রুতি তুমি তাদেরকে দিয়েছ।"

ঘ. সৎ আমলকারীর পিতা পিতামহ, বিবি-বাচ্চাদেরকে সর্বাবস্থায় জান্নাতে প্রবেশ করানোর দোয়া ঃ যা আল্লাহ তায়ালার নিম্নের আয়াতে প্রকাশ পেয়েছে–

وَمَنْ صَلَحَ مِنْ آبَائِهِمْ وَأَزْوَاجِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ

অর্থ ঃ "তাদের পিতামাতা, পতি-পত্নী ও সন্তান-সন্ততিদের মধ্যে যারা সৎকর্ম করেছে তাদেরকেও।"

এ দোয়ার অর্থ হলো, এ তিন প্রকার লোকদের তাদের সাথে জান্নাতে প্রবেশ করানো এবং তা এ জন্যই যে, যদি খুশির সময় নিজের জ্ঞাতি সম্পর্কীয় লোক সাথে থাকে কতই না আনন্দদায়ক হয়। (আত-তাফসীরুল কাবীর ২৭/৩৭)

ঙ. তাদেরকে বিপদ-আপদ ও মন্দ থেকে বাঁচাবার জন্য দোয়া ঃ তা আল্লাহ তায়ালার নিম্নের আয়াতে উল্লেখ রয়েছে–

وَقِهِمُ السَّيِّاٰتِ وَمَنْ تَقِ السَّيِّاٰتِ يَوْمَئِذٍ فَقَدْ رَحِمْتَهُ

অর্থ ঃ "আর তুমি তাদেরকে শাস্তি হতে রক্ষা কর। সে দিন তুমি যাকে শাস্তি হতে রক্ষা করবে তাকে তো অনুগ্রহই করবে।"

শায়খ সা'দী (র) এ অংশের তাফসীরে বলেন, এর অর্থ হলো হে আল্লাহ! অসৎ আমল ও তার শাস্তি থেকে বাঁচান। (তাফসীরে সা'দী ৮০১ পৃ:, তাফসীর ইবনে কাসীর ৪/৭৬ ফাতহুল কাদীর ৪/৬৮৭)

৪. ফেরেশতাদের উল্লেখিত দোয়া পাওয়া কত বড় প্রতিদান! যে ব্যক্তি তা পাবে সে কত বড়ই না ভাগ্যবান।

ইয়াহইয়া বিন মুয়াজ (র) এ আয়াত সম্পর্কে তার সঙ্গীদের বলেন, জান্নাতের আশা প্রদানকারী এর চেয়ে আর বড় কথা হতে পারে না।

যদি একজন ফেরেশতা সারা বিশ্বের ঈমানদারদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করে, তবে আল্লাহ তায়ালা সবাইকে ক্ষমা করে দিবেন। সুতরাং সমস্ত ফেরেশতা এমনকি আরশ বহনকারী ফেরেশতারা পর্যন্ত মুমিনদের জন্য দোয়া করবে তারপরও কি আল্লাহ্ ক্ষমা করবেন না? (তাফসীরে কুরতুবী ১৫/২৯৫)

শায়খ মুহাম্মদ জামাল উদ্দীন কাসেমী (র) বলেন, ফেরেশতাদের তাসবীহ ও তাহমীদ পাঠ করা (যা তাদের জন্য ফরজ) ও ঈমানের সাথে তাদের উল্লেখ এবং মুমিনদের জন্য তাদের ক্ষমা প্রার্থনায় এ কথার দিকে ইঙ্গিত পাওয়া যায় যে, তারা মুমিনদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করার ব্যাপারে অত্যধিক গুরুত্ব দিয়ে থাকে এবং আল্লাহ্ তায়ালা তাদের দোয়া কবুল করে নেন। (তাফসীরে কাসেমী ১৪/২২৫)

কারী খলফ বিন হিশাম (র) বর্ণনা করেন, আমি সেলিম বিন ঈসা (র)এর নিকট কুরআন তেলাওয়াত করছিলাম, আমি যখন এ আয়াত পাঠ করলাম وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا তখন তিনি বললেন, হে খলফ! আল্লাহর নিকট মুমিনদের কত মর্যাদা, সে নিজের বিছানায় শুয়ে থাকে আর ফেরেশতারা তাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করতে থাকে। (তাফসীরে কুরতুবী ১৫/২৯৫)

মুতরাফ বিন শুখাইর (র) বলেন, আমি অনেক গবেষণার পর এ ফলাফলে উপনীত হয়েছি যে, মানবজাতির জন্য সমস্ত সৃষ্টি জীবের মাঝে সবচেয়ে বেশী একনিষ্ঠ ও হিতাকাঙ্ক্ষী হলো ফেরেশতারা এবং মানবজাতির জন্য সমস্ত সৃষ্টি জীবের মধ্যে সর্বাধিক ধোঁকাবাজ হলো শয়তান। (আল মুহাররার আল ওয়াজিজ ১৪/১১৭, তাফসীরে বাগাবী ৪/৯৩, তাফসীরে কুরতুবী ১৫/২৯৫ ও তাফসীরে ইবনে কাসীর ৪/৭৬)

কাজী ইবনে আতীয়া (র) বলেন, আমার নিকট এ সংবাদ পৌঁছেছে যে, এক ব্যক্তি জনৈক সৎলোককে বলল, আপনি আমার জন্য দোয়া করুন, আপনি আমার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করুন। সে সৎ লোকটি উত্তর দিল, তুমি তওবা কর, আল্লাহর রাস্তায় চলো, তবে তারা (ফেরেশতারা) তোমার জন্য দোয়া ও ক্ষমা প্রার্থনা করবে যারা আমার চেয়ে উত্তম। তারপর তিনি উল্লেখিত আয়াত পাঠ করে শুনালেন। (আল মুহাররার আল ওয়াজিজ ১৪/১১৭)

হে আমার দয়াময় প্রতিপালক! আপনি আমাদের মতো এ অধমদেরকে সেই সকল লোকদের অন্তর্ভুক্ত করুন, যারা আপনার উপর ঈমান আনয়ন করে, তওবা করে এবং আপনার রাস্তায় চলে তাদের ওপর ফেরেশতারা তাদের জন্য দোয়া ও ক্ষমা প্রার্থনা করে। আমীন!

পূর্ব-পর বিশ্ব নেতা আমাদের নবী ﷺ এর ওপর ফেরেশতাদের দরূদ

ফেরেশতা কর্তৃক দরূদ ও দোয়া প্রাপ্তদের মধ্যে সবার উর্ধ্বে, সর্বোচ্চ মর্যাদা, সর্বশ্রেষ্ঠ, সুমহান ও পরিপূর্ণতার অধিকারী হলেন, আমাদের নবী মুহাম্মদ ﷺ এবং এ সম্পর্কে আল্লাহ তায়ালা বলেন–

إِنَّ اللّٰهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّوْنَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوْا تَسْلِيْمًا .

অর্থ ঃ "নিশ্চয়ই আল্লাহ নবীর প্রতি অনুগ্রহ করেন এবং তাঁর ফেরেশতারাও নবীর জন্য অনুগ্রহ প্রার্থনা করে। হে মুমিনগণ তোমরাও নবীর জন্য অনুগ্রহ কর এবং তাকে যথাযথভাবে সালাম জানাও।" (সূরা আহযাব : ৫৬)

হাফেজ ইবনে কাসীর (র) এ আয়াতের তাফসীরে লিখেছেন,

"এ আয়াতের উদ্দেশ্য হলো আল্লাহ তায়ালা সুউচ্চে তাঁর বান্দা ও নবী ﷺ-এর মর্যাদা এবং সম্মান সম্পর্কে বর্ণনা দেন যে, তিনি তাঁর নিকটবর্তী ফেরেশতাদের সামনে তাঁর ওপর অনুগ্রহ করেন। অতঃপর আল্লাহ তায়ালা দুনিয়ার লোকদেরকেও তাঁর ওপর সালাম জানানোর নির্দেশ দিলেন, যাতে করে দুই জগতবাসীর (উর্ধ্ব জগত ও দুনিয়ার জগত) কাছেই তার প্রশংসা একত্রিত হয়। (তাফসীর ইবনে কাসীর ৩/৫৫৭, আত-তাফসীরুল কাবীর ২৫/২২৭, ফাতহুল কাদীর ৪/৪৫৭ ও তাফসীরে সা'দী ৭৩১)

উপরোল্লেখিত আয়াত সম্পর্কে নিম্নের বিষয়গুলির প্রতি পাঠকবৃন্দের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি–

১. আয়াতটি إِنَّ اللّٰهَ وَمَلَائِكَتَهُ দিয়ে আরম্ভ হয়েছে যা নামবাচক বাক্য, এবং তা প্রমাণ করে যে, আল্লাহ তায়ালা নবীর ওপর সার্বক্ষণিক অনুগ্রহ করছেন এবং তাঁর ফেরেশতারাও তাঁর ওপর দরূদ পাঠ করছে। আর আয়াতের দ্বিতীয় পর্যায়ে রয়েছে, يُصَلُّوْنَ عَلَى النَّبِيِّ। যা ক্রিয়াবাচক এবং প্রমাণ করে যে, আল্লাহ তায়ালা তাঁর নবীর ওপর অনুগ্রহ এবং ফেরেশতারা তাঁর জন্য বার বার ক্ষমা প্রার্থনা করে থাকেন।

আল্লামা আলুসী (রা) এ সম্পর্কে লিখেছেন, সার্বক্ষণিকতা প্রমাণের জন্যই নামবাচক বাক্য ব্যবহার করা হয়েছে।

এটাও বর্ণনা করা হয়েছে যে, إِنَّ اللّٰهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّوْنَ عَلَى النَّبِيِّ বাক্যের প্রথমাংশের দিক দিয়ে সার্বক্ষণিকতা প্রমাণ করে। কেননা প্রথম ভাগ নামবাচক বাক্য এবং এর দ্বিতীয় ভাগ, বারবার দরূদ পাঠানো অর্থই প্রমাণ করে। কারণ দ্বিতীয় ভাগ হলো ক্রিয়াবাচক বাক্য। সমষ্টিগতভাবে বাক্যটি থেকে বুঝা যায় যে, নবী ﷺ-এর প্রতি আল্লাহ্র দয়া ও ফেরেশতাদের দোয়া সার্বক্ষণিক, অনবরত ও বারংবার হয়ে থাকে। (রুহুল মাআনী ২২/৭৫)

২. বাক্যের প্রাথমে إِنَّ অব্যয় ব্যবহার করা হয়েছে যার অর্থ হলো নিশ্চয়ই অর্থাৎ তাকিদপূর্ণ।

এ সম্পর্কে আল্লামা আলুসী (র) বলেন, إِنَّ অব্যয় কোন বাক্যে ব্যবহার হলে বাক্যে বর্ণিত বিষয়টি তাকিদপূর্ণ ও সে বিষয়ের প্রতি গুরুত্বই বুঝায়। (রুহুল মাআনী ২২/৭৫)

আমাদের দয়ালু প্রতিপালকের প্রতিটি কথাই সন্দেহাতীত ও সন্দেহ মুক্ত। তারপরও তাঁর কথায় তাকিদ অব্যয় ব্যবহৃত হয় তা কত বড় অকাট্য ও শক্ত হতে পারে তা সহজেই অনুমেয়।

৩. আয়াতে নবী ﷺ-এর নাম উল্লেখ না করে তাঁর বিশেষণ উল্লেখ করা হয়েছে। এটা প্রমাণ করে যে আল্লাহ তায়ালার নিকট তাঁর কত বড় মর্যাদা।

আল্লামা আলুসী (র)-এর ব্যাখ্যায় বলেন, সাধারণভাবে আল্লাহ্ তায়ালা অন্যান্য নবীদের নামই উল্লেখ করেছেন। কিন্তু আমাদের নবী ﷺ-এর নাম উল্লেখ না করে, তাঁর বিশেষণ উল্লেখ করেছেন। এর দ্বারা আল্লাহ্ তায়ালার নিকট আমাদের নবীর সুউচ্চ মর্যাদা ও মহাসম্মানই প্রমাণিত হয়।

তারপরও শব্দটির পূর্বে আলিফ লাম দিয়ে আরেক তাগিদ বুঝিয়েছেন اَلنَّبِيِّ (The Prophet) শব্দটি দ্বারা। এর দ্বারা বুঝা যায় যে, এ বিশেষণ আমাদের নবী ﷺ-এর জন্য সর্বাধিক উপযুক্ত। (রুহুল মাআনী ২২/৭৫-৭৬)

৪. নবী ﷺ-এর প্রতি ফেরেশতাদের দরূদের বর্ণনার ক্ষেত্রে তাদের সম্বন্ধ আল্লাহর দিকে করা হয়েছে। আয়াতে ব্যবহৃত ملائكته (আল্লাহ তায়ালার ফেরেশতা) রহস্য বর্ণনা করতে গিয়ে আল্লামা আলুসী (র) লিখেন, আল্লাহ্ তায়ালার দিকে ফেরেশতাদের সম্বন্ধ ব্যাপকতা বুঝানোর জন্য। অর্থাৎ সমস্ত ফেরেশতাই নবী ﷺ-এর প্রতি দরূদ পড়ে।

আরো বলা হয় যে, আল্লাহ তায়ালা اَلْمَلٰئِكَةُ এর পরিবর্তে مَلٰئِكَتُهٗ (আল্লাহ তায়ালার ফেরেশতা) বলেন। অর্থাৎ তাদের সম্বন্ধ নিজের দিকে করেন। আর এ সম্বন্ধ ফেরেশতাদের মহিমা ও বড় মর্যাদার প্রতি ইঙ্গিত বহন করে। এর দ্বারাও নবী ﷺ-এর মহত্ত ও মর্যাদার ব্যাপারটি স্পষ্ট হয়ে যায়। কেননা সম্মানিত ফেরেশতাদের প্রেরিত দরূদও তো অত্যন্ত মূল্যবান হবে। (রুহুল মাআনী ২২/৭৬)

আল্লামা আলূসী আরো বলেন, এর মধ্যে ফেরেশতাদের আধিক্যের প্রতিও ইঙ্গিত রয়েছে। ফেরেশতাদের সংখ্যা এত বেশী যে, তা নিরূপণ একমাত্র আল্লাহ তায়ালা ছাড়া আর কেউ করতে পারে না। যারা নবী ﷺ-এর প্রতি সার্বক্ষণিক ও ধারাবাহিকতার সাথে প্রত্যেক দিন, সব সময় দরূদ পড়ে। যার মধ্যে নবী ﷺ-এর পরিপূর্ণ পবিত্রতা, মহিমা ও মহাসম্মানই প্রকাশিত হয়। (রুহুল মাআনী ২২/৭৬)

দ্বিতীয় অধ্যায়

ফেরেশতারা যাদের অভিশাপ দেন

দ্বিতীয় অধ্যায়

ফেরেশতারা যাদের অভিশাপ দেন

(১)

সাহাবীগণের ব্যাপারে খারাপ মন্তব্যকারীদের ওপর ফেরেশতাদের অভিশাপ

যে সকল হতভাগাদেরকে ফেরেশতারা অভিশাপ করে তাদের প্রথম শ্রেণী হলো ঐ সকল লোক যারা নবীগণের সরদার মুহাম্মদ ﷺ-এর সাহাবাগণকে গালি দেয়।

ইমাম তাবারানী (র) আব্দুল্লাহ্ বিন আব্বাস (রা) হতে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ এরশাদ করেছেন–

مَنْ سَبَّ اَصْحَابِىْ فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللّٰهِ وَالْمَلاَئِكَةِ وَالنَّاسِ اَجْمَعِيْنَ

অর্থ ঃ "যে ব্যক্তি আমার সাহাবীগণকে গালি দিল তার ওপর আল্লাহ্, তাঁর ফেরেশতা ও সকল মানুষের অভিশাপ।" (আল মুজামুল কাবীর হাদীস নং ১২৭০৯, ১২/১১০-১১১, শায়খ আলবানী এ হাদীসকে 'হাসান' বলেছেন। দেখুন : সহীহ হাদীস সিরিজ ২৩৪০, ৫/৪৪৬-৪৪৭, সহীহ জামেস সাগীর হাদীস নং ৬১৬১, ৫/২৯৯)

এ হাদীসের ব্যাখ্যায় আল্লামা মানাবী (র) বলেন, سَبَّهُمْ অর্থাৎ যে তাদেরকে গালি দিলো فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللّٰهِ وَالْمَلاَئِكَةِ وَالنَّاسِ اَجْمَعِيْنَ আল্লাহ তায়ালা তাদেরকে সৎলোকদের দল থেকে বের করে দেন, এবং সৃষ্টিজীব তাদের জন্য বদদোয়া করে থাকে। (ফায়যুল কাদীর ৬/১৪৬-১৪৭)

এছাড়াও নবী ﷺ তাঁর সাহাবীদেরকে গাল-মন্দের কেন্দ্র বিন্দুতে পরিণত করা থেকে স্পষ্ট নিষেধ করেছেন। ইমাম মুসলিম (র) আবু হুরাইরা (রা) হতে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ এরশাদ করেছেন–

لاَتَسُبُّوْا اَصْحَابِىْ لاَ تَسُبُّوا اَصْحَابِىْ فَوَالَّذِىْ نَفْسِي بِيَدِهٖ ! لَوْ اَنَّ اَحَدَكُمْ اَنْفَقَ مِثْلَ اُحُدٍ ذَهَبًا مَا اَدْرَكَ مُدًّا اَحَدِهِمْ وَلاَ نَصِيْفَهٗ ـ

অর্থ ঃ "তোমরা আমার সাহাবীগনকে গালি দিও না। তোমরা আমার সাহাবীগণকে গালি দিও না। যার হাতে আমার প্রাণ তার শপথ!, তোমাদের মাঝে কেউ যদি উহুদ পাহাড় পরিমাণ স্বর্ণ দান করে, আমার সাহাবীগণের এক মুদ বা অর্ধ মুদ পরিমাণ (শস্য) দানের সমান সওয়াব পাবে না। (এক সা অর্থাৎ: পৌনে তিন কিলোগ্রাম এর চার ভাগের এক ভাগ। দেখুন : আন নিহায়াহ ফি গারীবিল হাদীস ওয়াল আসার ৪/৩০৮) (সহীহ মুসলিম হাদীস নং ২২১ (৩৫৪০) ৪/১৯৬৭, ইমাম

বুখারী এ হাদীসকে আবু সাইদ খুদরী (রা) হতে বর্ণনা করেন, দেখুন : সহীহ বুখারী হাদীস নং ৩৬৭৩, ৭/২১)

ইমাম তাইবী (র) নবী ﷺ -এর উপরোক্ত বাণীর ব্যাখ্যায় বলেন, সাহাবীগণের মধ্য হতে কোন ব্যক্তি এক বা অর্ধ মুদ দান করে তাদের এখলাস, নিয়তের পরিপূর্ণতা এবং পূর্ণ ব্যক্তিত্বের কারণে তারা যে সওয়াব অর্জন করেছে, তোমাদের কেউ উহুদ পাহাড় সমতুল্য স্বর্ণ দান করলেও তাদের সমতুল্য হবে না। (৩. শারহু তাইবী ১২/৩৮৪১)

নবী ﷺ তাঁর সাহাবীগণকে গালির কেন্দ্র বিন্দুতে পরিণত করা থেকে শুধু নিষেধই করেননি; বরং যে ব্যক্তি তাদেরকে গালি দিবে তাদেরকে তিনি অভিশাপ করেছেন।

ইমাম তাবারানী আয়েশা (রা) হতে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ এরশাদ করেন– لَاتَسُبُّوا أَصْحَابِىْ لَعَنَ اللّٰهُ مَنْ سَبَّ أَصْحَابِىْ

অর্থ ঃ "তোমরা আমার সাহাবীগণকে গালি দিও না। যে ব্যক্তি তাদেরকে গালি দিবে তার ওপর আল্লাহর অভিশাপ।" (মাজমাউজ জাওয়ায়েদ, কিতাবুল মানাকিব, ১০/২১, হা: হাইসামী (রা) এই হাদীসের ব্যাপারে বলেন, তাবারানী হাদীসটিকে আল আউসাতে বর্ণনা করেছেন, এবং আলী বিন সাহাল ব্যতীত সবাই সহীহ বর্ণনাকারীদের অন্তর্ভুক্ত। আর তিনিও বিশ্বস্ত বর্ণনাকারী (কিতাবুল মানাকিব : ১০/২১) ইমাম তাবারানী ইবনে উমার (রা) হতে বর্ণনা করেন, নবী ﷺ বলেন, আল্লাহ তায়ালা ঐ ব্যক্তির অভিশাপ করেন, যে আমার সহাবীগণকে গালি দেয়। দেখুন : সহীহ আল জামে আস সাগীর হাদীস নং ৪৯৮৭, ৫/২৩, শায়খ আলবানী এ হাদীসকে 'হাসান' বলেছেন।)

আল্লামা মুনাবী এ হাদীসের ব্যাখ্যায় বলেন, দ্বীনের সাহায্যে সাহাবীগণের খেদমতের পরিপ্রেক্ষিতেই যে তাদেরকে গালি দিবে, নবী ﷺ তাদেরকে বদদোয়া করেছেন। সাহাবীগণকে গালি দেয়া কবীরা গোনাহের অন্তর্ভুক্ত এবং ভয়ানক অপরাধ।

কতিপয় আলেমের অভিমত হলো, আবু বকর সিদ্দীক (রা) ও উমর ফারুক (রা) কে গালিদাতাকে হত্যা করা উচিত। (ফায়যুল কাদীর ৫/২৭৪)

সাহাবীগণকে গালি দেয়াকে সালাফে-সালেহীন ও মুসলিম মনীষীগণ কঠোর সমালোচনা করেছেন। নিম্নে এ ব্যাপারে তাদের একটি ঘটনা ও কতিপয় উক্তি উল্লেখ করা হলো–

ক. কায়েস বিন রাবী' ওয়ায়েল বিন বাহাই হতে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, উবায়দুল্লাহ বিন উমার এবং মেকদাদ (রা)-এর মাঝে ঝগড়া হলে উবায়দুল্লাহ বিন উমার (রা) মেকদাদ (রা)-কে গালি দিয়ে বসে, উমর (রা) এ কথা শুনার পর বললেন, তোমরা কামারটিকে (উবায়দুল্লাহকে) আমার কাছে নিয়ে আস, আমি তার

জিহ্বাকে কেটে নেব, যাতে সে নবী ﷺ-এর কোন সাহাবাকে আর কোন দিন গালি দিতে না পারে।

এক বর্ণনায় এসেছে, উমর (রা) উবায়দুল্লাহ (রা)-এর জিহ্বা কাটার ইচ্ছা পোষণের পর নবী ﷺ-এর অন্যান্য সাহাবীগণ তাঁর সঙ্গে আলোচনা (ক্ষমার জন্য সুপারিশ) করছিল. তিনি তখন বললেন, আমার ছেলের জিহ্বা কাটতে দাও, যাতে করে অন্য কেউ নবী ﷺ-এর কোন সাহাবীকে গালি দেয়ার সাহস না করে।

শায়খুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়া (র) এ ঘটনা বর্ণনা করার পর বলেন, উমর (রা) সম্ভবত সাহাবীগণের সুপারিশের কারণেই তার জিহ্বা কাটা থেকে বিরত ছিলেন, তারা সত্যের ওপরই ছিলেন এবং সম্ভবত মেকদাদ (রা)ও সুপারিশকারীদের একজন ছিলেন। (আস সারেমুল মাসলূল ৫৮৫ পৃ:)

খ. ইমাম মুসলিম (র) উরওয়া (র) হতে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, আয়েশা (রা) আমাকে বলেছেন, হে ভাগ্নে! তাদেরকে নির্দেশ দেয়া হয়েছে যে, তারা যেন নবী ﷺ-এর সাহাবীগণের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করে আর তারা তা না করে তাদেরকে গালির কেন্দ্র বিন্দুতে পরিণত করেছে। (সহীহ মুসলিম হাদীস নং ১৫ (৩০২২), ৪/২৩১৭)

গ. আব্দুল্লাহ বিন উমার (রা) বলেন, তোমরা নবী মুহাম্মদ ﷺ -এর সাহাবীগণকে গালি দিও না। কেননা তাদের একটি কাজ তোমাদের সারা জীবনের আমল থেকে উত্তম। (আস সারেমুল মাসলুল হতে গৃহীত ৫৮০ পৃ :)

ঘ. ইমাম আহমদ বিন হাম্বল (র) বলেন, সাহাবীগণের কারো সম্পর্কে কটুক্তি বা তাঁদের প্রতি অপবাদ দেয়া কারো জন্যই বৈধ নয়। যদি কেউ এমন আচরণে লিপ্ত হয়, তবে বিচারকের কর্তব্য হলো, তিনি যেন সে সময় তাকে উপযুক্ত শিক্ষা দেন এবং শাস্তি প্রদান করেন। পক্ষান্তরে বিচারকের তাকে ক্ষমা করে দেয়া বৈধ হবে না। বরং তার ওপর গুরু দায়িত্ব হলো তিনি যেন তাকে শাস্তি প্রদান করেন ও তওবা করান। যদি তওবা করে, তবে তা যেন গ্রহণ করে নেন আর যদি সে খারাপ মন্তব্যের ওপর অটুট থাকে; তবে বিচারক তাকে পুনরায় শাস্তি প্রদান করবেন। স্থায়ীভাবে তাকে জেলে বন্দী করে রাখবেন। তওবা বা মৃত্যুর পরেই তাকে জেল হতে মুক্ত করবে। (৩. আস সারেমুল মাসলূল ৫৬৮ পৃ:)

ঙ. তিনি আরো বলেন। যখন তোমরা কাউকে নবী ﷺ-এর সাহাবীগণের কটূক্তি করতে দেখবে তখন সে মুসলমান আছে কিনা তা যাচাই করে দেখ। (আস সারেমুল মাসলূল ৫৬৮ পৃ:)

চ. ইমাম নববী বলেন: সাহাবীগণকে গালি দেয়া হারাম এবং তা কবীরা গোনাহর অন্তর্ভুক্ত, চাই সে সমস্ত সাহাবী ফিতনায় জড়িয়ে পড়েন বা বিরত থাকেন। কেননা তাদের পরস্পরে লড়াইয়ে অংশগ্রহণ ছিল তাদের এজতেহাদী ভুল। (শারহু নববী ১৬/৯৩)

ছ. শায়খুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়া (র) সাহাবীগণের সাথে শত্রুতা করা নিষেধ– এ সম্পর্কে কয়েকটি হাদীস বর্ণনা করার পর বলেন, যারা সাহাবীগণকে গালি দেয়, তারা তাদের সাথে শত্রুতা রাখার চেয়ে বেশী অপরাধী। এমন ব্যক্তি আল্লাহ ও কিয়ামত দিবসের প্রতি বিশ্বাস না রাখা মুনাফিকদের ন্যায়। (আস সারেমুল মাসলূল ৫৮১ পৃ:)

হে আল্লাহ! আপনি আমাদেরকে এমন বদ নসীব লোকদের অন্তর্ভুক্ত করবেন না, যারা নবী ﷺ-এর সাহাবীগণকে গালি দিয়ে ফেরেশতা ও কূল মাখলুকাতের অভিশাপের উপযুক্ত হয়ে পড়ে। আমীন

২

মদীনাতে বিদয়াতকারী অথবা বিদয়াতীকে আশ্রয়দানকারীর ওপর ফেরেশতাদের অভিশাপ

যে সমস্ত অধম ব্যক্তিদেরকে ফেরেশতারা অভিশাপ করে থাকে, তাদের দ্বিতীয় প্রকার হলো যারা মদীনাতে বিদয়াতে লিপ্ত অথবা বিদয়াতকারীকে আশ্রয় দেয়। ইমাম মুসলিম (র) আবু হুরাইরা (রা) হতে বর্ণনা করেন, নবী ﷺ এরশাদ করেন–

اَلْمَدِيْنَةُ حَرَمٌ فَمَنْ اَحْدَثَ فِيْهَا حَدَثًا اَوْ اٰوٰى مُحْدِثًا فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللّٰهِ وَالْمَلاَئِكَةِ وَالنَّاسِ اَجْمَعِيْنَ، لاَيُقْبَلُ مِنْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَدْلٌ وَلاَصَرْفٌ.

অর্থ ঃ "মদীনা হলো হারাম। যে ব্যক্তি সেখানে বিদয়াত প্রবর্তন করবে বা বিদয়াতীকে আশ্রয় দিবে তার ওপর আল্লাহ, ফেরেশতাকুল ও সমস্ত মানুষের অভিশাপ। কিয়ামতে তাদের ফরজ, নফল কোন আমলই গ্রহণ করা হবে না।" (সহীহ মুসলিম হাদীস নং ৪৬৯ (১৩৭১), ২/৯৯৯, এ বিষয়ে আরো হাদীস বর্ণনা করেন ইমাম বুখারী ও মুসলিম, আলী (রা) ও আনাস বিন মালেক (রা) হতে, দেখুন : সহীহ বুখারী হাদীস নং ১৮৬৭, ১৮৭০, ৪/৮১, সহীহ মুসলিম হাদীস নং ৪৬৩ (১৩৬৬) ও ৪৬৭ (১৩৭০) ২/৯৯৪)

এ ক্ষেত্রে পাঠকমণ্ডলী নিম্নের কথাগুলির প্রতি মনোনিবেশ করুন ঃ

১. রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর বাণী مَنْ اَحْدَثَ فِى الْمَدِيْنَةِ حَدَثًا এর ব্যাখ্যায় কাজী ইয়াজ (র) লিখেছেন, এর অর্থ হলো, যে কোন প্রকার গোনাহ করা। (শারহু নববী ৯/১৪০)

আল্লামা ইবনে আসীর (র) বলেন, اَلْحَدَثُ এর অর্থ হলো, এমন নব প্রথা উদ্ভাবন করা যা সুন্নাতের অন্তর্ভুক্ত নয়। (আন নিহায়াহ ফিল গারিবিল হাদীস ওয়াল আসার ১/৩৫১)

মোল্লা আলী কারী (র) উল্লেখিত হাদীসের ব্যাখ্যায় বলেন, যে ব্যক্তি মদীনাতে খারাপ কর্ম এবং বিদায়াত প্রচলন ঘটালো– এর অর্থ হলো, প্রত্যেক ঐ বিষয় যা কুরআন ও সুন্নাতের বিরোধী। (মিরকাতুল মাফাতিহ ৫/৬০৮)

২. নবী ﷺ এর এরশাদ اَوْ اٰوٰى مُحْدِثًا-এর ব্যাখ্যায় কাজী ইয়াজ (র) লিখেছেন, পাপকারীকে আশ্রয় দান করল ও তাকে নিজের স্থানে ঠাঁই দিল ও তার রক্ষণা-বেক্ষণের ব্যবস্থা করল। (শারহু নববী ৯/১৪০)

আল্লামা ইবনে আসীর (র) লিখেছেন, اَلْمُحْدِثُ দাল অক্ষরে যবর ও জের উভয় অবস্থায় পড়া বৈধ। দালে যদি যের দিয়ে পড়া হয়, তবে অর্থ হবে সে সীমালঙ্ঘনকারীকে সাহায্য করল অথবা তাকে আশ্রয় দিল, তার প্রতিপক্ষ হতে রক্ষার ব্যবস্থা করল এবং তার প্রতি দণ্ড বিধি প্রয়োগে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করল।

আর দালে যবর দিয়ে পড়লে অর্থ হবে নতুন কুপ্রথাকে আশ্রয় দিল এমন কাজকে মেনে নিল ও পছন্দ করল। কেননা বিদয়াতকে মেনে নেয়া এবং বিদয়াতীকে সমালোচনাসূচক জিজ্ঞাসা ব্যতীত ছেড়ে দেয়া বিদয়াতীকে আশ্রয় দেয়ার সমতুল্য। (আন নিহায়াহ ফি গারিবিল হাদীস ওয়াল আসার ১/৩৫১)

মোল্লা আলী কারী (র) লিখেছেন, مُحْدِثًا সঠিক বর্ণনা মতে দালে যের দিয়েই পড়তে হবে। এর অর্থ বিদয়াতী ব্যক্তি। আর এও বলা হয়েছে যে, এর অর্থ হলো সীমালঙ্ঘনকারী এবং তাকে আশ্রয় দেয়ার অর্থ হলো তার ওপর ইসলামী দণ্ডবিধি প্রয়োগে বাধা দান করা।

দালে যবর দিয়ে পড়ার ব্যাপারেও এক বর্ণনা এসেছে এর অর্থ হবে : বিদয়াত, এবং বিদয়াতকে আশ্রয় দেয়ার অর্থ হবে : বিদয়াতকে মেনে নেয়া ও তাতে সন্তুষ্ট থাকা। (মেরকাতুল মাফাতিহ ৫/৬০৮)

৩. ইমাম নববী বলেন, নবী ﷺ-এর বাণী عَلَيْهِ لَعْنَةُ اِلٰى اٰخِرِهٖ এর মধ্যে এ ধরনের কাজ সম্পাদনকারীর জন্য কঠোর সাজার হুঁশিয়ারী দেয়া হয়েছে।

কাজী ইয়াজ (র) বলেন, এ হাদীস হতে এ কথা প্রমাণ করা হয়েছে যে, এ কাজ (মদীনাতে বিদয়াত ও বিদয়াতকে আশ্রয় দেয়া) কবীরা গোনাহ। কেননা অভিশাপ কবীরা গোনাতেই হয়ে থাকে।

আর নবী ﷺ-এর বাণীর অর্থ হলো, নিশ্চয়ই আল্লাহ্ তায়ালা এরূপ লোকের ওপর অভিশাপ করে থাকেন। অনুরূপ ফেরেশতারা ও সকল মানুষ তার ওপর অভিশাপ করে থাকে। এর অর্থ আল্লাহ্ তায়ালার দয়া থেকে বহু দূর হওয়ার কথাও রয়েছে। কেননা এতে لَعْنُ শব্দ রয়েছে যার অর্থ হলো দূর করা ও দূরে সরিয়ে দেয়া। (শারহু নববী ৯/১৪০-১৪১)

মোল্লা আলী কারী (র) লিখেছেন, فَعَلَيْهِ তথা বিদয়াতী ও তাকে আশ্রয় দানকারীর ওপর لَعْنَةُ اللهِ। আল্লাহর রহমত থেকে দূর করা وَالْمَلَائِكَةُ, ফেরেশতা কর্তৃক আল্লাহর রহমত থেকে দূর করার জন্য বদদোয়ার অর্থে এসেছে। (মেরকাতুল মাফাতিহ ৫/৬০৮)

৪. নবী ﷺ-এর বাণী لَايُقْبَلُ مِنْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَدْلٌ وَلَا صَرْفٌ সম্পর্কে হাফেজ ইবনে হাজার (র) লিখেছেন : عَدْلٌ وَصَرْفٌ এর ব্যাখ্যায় উলামাগণ বিভিন্ন মতপ্রকাশ করেছেন, তবে জমহুর উলামার মতানুসারে সারফ অর্থ ফরজ ইবাদত আর আদল এর অর্থ হলো, নফল ইবাদত। (ফাতহুল বারী ৪/৬৮, শারহু নববী ৯/১৪১)

উপরোল্লেখিত আলোচনা হতে এ কথা স্পষ্ট হলো যে, মদীনাতে খারাপ কর্ম সম্পাদন করা এবং বিদয়াত প্রথা চালু করা মহাপাপ। এভাবেই সেখানে খারাপ কর্ম সম্পাদনকারীকে আশ্রয় দেয়া, দ্বীন ইসলামে নব প্রথা চালুকারীকে সাহায্য করা, ইসলামী দণ্ডবিধি প্রয়োগে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করা, বিদয়াতীকে আশ্রয় দেয়া এবং সেখানে বিদয়াত প্রবর্তনকে মেনে নেয়া ও তাতে সন্তুষ্ট থাকা এবং তা খতম করার জন্য চেষ্টা না করা মহাপাপ। এমন গোনাহে লিপ্ত ব্যক্তিকে মহাপরাক্রমশালী আল্লাহ তাঁর রহমত হতে দূরে সরিয়ে দেন এবং ফেরেশতাকুল ও সকল মানুষও আল্লাহর রহমত হতে তাকে দূর করার জন্য আল্লাহর সমীপে দোয়া করে থাকে। এমনকি তার ফরজ ও নফল কোন ইবাদতই গ্রহণ করা হয় না। আল্লাহ তায়ালা আমাদেরকে এ ধরনের গোনাহ থেকে রক্ষা করুন। আমীন

মদীনাবাসীর ওপর অত্যাচারকারী অথবা তাদেরকে ভয় প্রদর্শনকারীর ওপর ফেরেশতাদের অভিশাপ

যে সমস্ত অধম ও বঞ্চিতদের জন্য ফেরেশতারা অভিশাপ করে থাকে তাদের তৃতীয় শ্রেণী হলো, ঐ সকল লোক যারা নবী ﷺ-এর শহর মদীনাবাসীর ওপর অত্যাচার করে থাকে এবং তাদেরকে ভয় প্রদর্শন করে। নিম্নের হাদীসগুলি তার প্রমাণ।

১. ইমাম তাবারানী (র) উবাদা বিন সামেত (রা) হতে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ এরশাদ করেছেন–

اَللّٰهُمَّ مَنْ ظَلَمَ اَهْلَ الْمَدِيْنَةِ وَاَخَافَهُمْ فَاَخِفْهُ، وَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللّٰهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِيْنَ لَايُقْبَلُ مِنْهُ صَرْفٌ وَلَا عَدْلٌ ـ

অর্থ ঃ "হে আল্লাহ! যে ব্যক্তি মদীনাবাসীর ওপর অত্যাচার করল ও তাদেরকে ভয় দেখাল তাকে তুমিও ভয় দেখাও। আর তার ওপর আল্লাহ, ফেরেশতাকুল ও সকল মানুষের অভিশাপ। তার ফরজ ও নফল কোন ইবাদতই গ্রহণ হবে না।" (মাজমাউজ যাওয়ায়েদ ৩/৩০৬ বর্ণনা সহীহ)

২. ইমাম আহমাদ বিন হাম্বল, নাসায়ী ও তাবারানী (র) সায়েব বিন খাল্লাদ (রা) হতে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ এরশাদ করেছেন–

مَنْ أَخَافَ أَهْلَ الْمَدِيْنَةِ أَخَافَهُ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ، وَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللّٰهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِيْنَ، لَايَقْبَلُ اللّٰهُ مِنْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ صَرْفًا وَلَا عَدْلًا ـ

অর্থ ঃ "যে ব্যক্তি মদীনাবাসীকে ভয় দেখাল, আল্লাহ্ তায়ালা যেন তাকে ভয় দেখান। আর তার ওপর আল্লাহ্ তায়ালা, ফেরেশতাকুল ও সকল মানুষের অভিশাপ, আল্লাহ্ তায়ালা কিয়ামত দিবসে তার ফরজ ও নফল কোন ইবাদতই গ্রহণ করবেন না।" (আল মুসনাদ হাদীস নং ১৬৫৫৯, ২৭/৯৪, কিতাব সুনানুল কুবরা ৪২৬৫, ১, ২/৪৮৩, আল মুজামুল কাবীর হাদীস নং ৬৬৩১, ৭/১৪৩, শায়খ শুয়াঈব আরনাউত এর সনদকে সহীহ সাব্যস্ত করেন। আল মুসনাদের টিকা দ্রঃ ২৭/৯৪)

৩. ইমাম ইবনে আবী শায়বা (র) জাবের বিন আব্দুল্লাহ (রা) হতে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ এরশাদ করেছেন–

مَنْ أَخَافَ أَهْلَ الْمَدِيْنَةِ فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللّٰهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِيْنَ، لَايُقْبَلُ مِنْهُ صَرْفًا وَلَا عَدْلًا ـ

অর্থ ঃ "যে ব্যক্তি মদীনাবাসীকে ভয় দেখাবে তার ওপর আল্লাহ তায়ালা, ফেরেশতাকুল ও সকল মানুষের অভিশাপ এমনকি তার ফরজ ও নফল কোন ইবাদতই গ্রহণ করা হবে না।" (আল মুসান্নাফ ২৪৭৩, ১২/১৮০-১৮১, শায়খ শুয়াঈব আরনাউত এর সনদকে সহীহ সাব্যস্ত করেন। আল মুসনাদের টিকা দ্রঃ ২৩/১২১)

এছাড়া আরো অনেক হাদীস রয়েছে, যা মদীনাবাসীকে ভয় দেখানোর ভয়াবহ পরিণতি প্রমাণ করে। তন্মধ্যে দুটি হাদীস নিম্নে উল্লেখ করা হলো :

ইমাম আহমদ (র) জাবের বিন আব্দুল্লাহ (রা) হতে বর্ণনা করেন, ফেতনাবাজ আমীরদের একজন মদীনাতে আগমন করল এবং সে সময় জাবের (রা) এর দৃষ্টিশক্তি শেষ হয়ে গিয়েছিল, তাকে বলা হলো আপনি যদি এ আমীর থেকে দূরে থাকতেন (তা আপনার জন্য ভাল হতো)। জাবের (রা) তার দুই ছেলের সাথে বের হলেন, রাস্তায় কোন কিছুর সাথে টক্কর লাগায় তিনি বলে উঠলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে ভয় দেখানো ব্যক্তিকে আল্লাহ্ তায়ালা অপমানিত ও অপদস্ত করুন।

তার দুই ছেলের একজন বলল, রাসূলুল্লাহ ﷺ তো মৃত্যুবরণ করেছেন তাঁকে কিভাবে ভয় দেখাল?

তিনি উত্তরে বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি–

مَنْ اَخَافَ اَهْلَ الْمَدِيْنَةِ فَقَدْ اَخَافَ بَيْنَ جَنْبَى -

অর্থ ঃ "যে ব্যক্তি মদীনাবাসীকে ভয় দেখাল, সে যেন আমাকেই ভয় দেখাল।" (আল মুসনাদ হাদীস নং ৪৮১৮, ২৩/১২১, হা: হাইসামী হাদীসটির ব্যাপারে লিখেন, "এটি আহমদ (র) বর্ণনা করেন, আর তার বর্ণনাকারী সবাই সহীহ বর্ণনাকারী" মাজমাউজ যাওয়ায়েদা ৩/৩০৬, শায়খ শুয়াঈব আরনাউত হাদীসটিকে সহীহ সাব্যস্ত করেন। আল মুসনাদের টিকা দ্র : ২৩/১২১)

মদীনাবাসীকে ভয় প্রদর্শন করতঃ আল্লাহর প্রিয় হাবীব মহানবী (স)-কে ভয় দেখানো জঘন্যতম অপরাধ এবং এ অপরাধে অপরাধীরা জঘন্যতম অধম ও বদ নসীব। আল্লাহ তায়ালা এরকম অপরাধ থেকে আমাদেরকে রক্ষা করুন। আমীন

২. ইমাম মুসলিম (র) সা'দ বিন আবী ওয়াক্কাস (রা) হতে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ এরশাদ করেছেন–

مَنْ اَرَادَ اَهْلَ الْمَدِيْنَةِ بِسُوْءٍ اَذَابَهُ اللّٰهُ كَمَا يَذُوْبُ الْمِلْكُ فِىْ الْمَاءِ -

অর্থ ঃ "যে ব্যক্তি মদীনাবাসীর সাথে খারাপ আচরণ করার ইচ্ছা করবে আল্লাহ তায়ালা তাকে এমনভাবে গলিয়ে দিবেন যেমন লবণ পানিতে গলে যায়।" (সহীহ মুসলিম ৪৯৪ (১৩৭৮) ২/১০০৮)

হে আমার প্রতিপালক! আমাদেরকে সেই অধমদের অন্তর্ভুক্ত করবেন না, যারা মদীনাবাসীদের বিরোধিতা করে। হে আমাদের দয়ালু প্রতিপালক! আপনি আমাদেরকে ঐ সকল লোকদের অন্তর্ভুক্ত করুন যারা নবী ﷺ ও মদীনাবাসীকে ভালবাসে। আমীন।

৪

পিতা বা মনিবকে ছেড়ে অন্যের দিকে নিজের সম্বন্ধকারীর ওপর ফেরেশতাদের অভিশাপ

যে সকল অধমদের ওপর ফেরেশতারা অভিশাপ করে থাকে তাদের ৪র্থ শ্রেণী হলো, ঐ সকল লোক যারা স্বীয় পিতা বা স্বীয় মনিবকে ছেড়ে অন্যের দিকে সম্বন্ধ করে। যে জন্মদাতা পিতাকে বাদ দিয়ে অন্যকে পিতা বলে স্বীকার করে নেয়। অনুরূপভাবে কোন দাস তার আসল মালিককে বাদ দিয়ে অন্যকে তার আসল মালিক বলে দাবি করে।

ইমাম মুসলিম (র) আলী (রা) হতে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ এরশাদ করেছেন–

وَمَنْ دَعٰى إِلٰى غَيْرِ أَبِيْهِ أَوْ انْتَمٰى إِلٰى غَيْرِ مَوَالِيْهِ فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللّٰهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِيْنَ لَا يَقْبَلُ اللّٰهُ مِنْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ صَرْفًا وَلَا عَدْلًا ـ

অর্থ : "যে ব্যক্তি জন্মদাতা পিতাকে ছেড়ে অন্যকে পিতা বলে দাবী করবে অথবা নিজের মালিককে ছেড়ে অন্যকে মালিক বলে সম্বন্ধ করবে, তার ওপর আল্লাহ তায়ালা, ফেরেশতাকুল ও সকল মানুষের অভিশাপ। কেয়ামত দিবসে তার ফরজ ও নফল কোন ইবাদতই গ্রহণ করা হবে না।" (সহীহ মুসলিম ৪৬৭ (১৩৮৭) ৪/৯৯৮, সহীহ বুখারীতে অন্যভাবে বর্ণিত হয়েছে, দেখুন : হাদীস নং ১৮৭৭, ৪/৯৪)

ইমাম নববী (র) এ হাদীসের ব্যাখ্যায় বলেন, এ হাদীস হতে এ কথা প্রমাণ হয় যে, নিজের পিতা বা নিজের মালিককে ছেড়ে অন্যকে পিতা ও মালিক বলে দাবী করা হারাম। কেননা এতে নেয়ামতের না শোকরী, উত্তরাধিকার সূত্র, অভিভাবকত্ব, হত্যাকারীর ওপর ধার্যকৃত ক্ষতিপূরণ বা রক্তপণ ইত্যাদী অধিকারসমূহ খর্ব হয়। অনুরূপভাবে আত্মীয়তার বন্ধন ছিন্ন ও পিতামাতার প্রতি অবাধ্যতাও প্রমাণ করে। (শারহু নববী ৯/১৪৪)

সহীহ বুখারীর একটি বর্ণনায় এসেছে–

وَمَنْ وَالٰى قَوْمًا بِغَيْرِ إِذْنِ مَوَالِيْهِ فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللّٰهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِيْنَ، لَا يُقْبَلُ مِنْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ صَرْفٌ وَلَا عَدْلٌ ـ

অর্থ : "যে দাস তার মনিবের অনুমতি ছাড়াই অন্যের সাথে দাসত্ব চুক্তি করল, তার ওপর আল্লাহ তায়ালা, ফেরেশতাকূল ও সকল মানুষের অভিশাপ, কেয়ামত দিবসে তার ফরজ ও নফল কোন আমলই গ্রহণ করা হবে না।" (সহীহ বুখারী ৬৭৫৫, ১২/৪২)

ইমাম বুখারী ও হাদীসটিকে নিম্নের অধ্যায়ে উল্লেখ করেন–

بَابُ إِثْمِ مَنْ تَبَرَّأَ مِنْ مَوَالِيْهِ ـ

অর্থ : "দাস কর্তৃক মালিকের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করার গুনাহ সম্পর্কিত অধ্যায়।" (সহীহ বুখারী ১২/৪১)

নবী ﷺ-এর বাণী مَنْ وَالٰى قَوْمًا এর ব্যাখ্যায় মোল্লা আলী কারী (র) লিখেছেন, এর পদ্ধতি হলো কোন স্বাধীন করে দেয়া দাস নিজের আজাদকারী মনিবকে বাদ দিয়ে অন্যকে বলে যে, তুমি আমার মনিব। (মেরকাতুল মাফাতিহ ৫/৬০৯)

অনেক সময় দেখা যায়, অনেকেই বলে থাকে আমি অমুক গোষ্ঠির লোক প্রকৃতপক্ষে সে গোষ্ঠির সাথে তার কোন সম্পর্কই নেই। এমন কাজ করা শরীয়ত বিরোধী এবং এর পরিণতি হলো ভয়াবহ।

উপরোক্ত হাদীসে উল্লেখিত ব্যক্তিদের মিথ্যা দাবীর কারণে আল্লাহ তায়ালা, ফেরেশতাকুল ও সকল মানুষের অভিশাপের উপযুক্ত বা হকদার এবং তাদের কোন প্রকার ফরজ ও নফল ইবাদত গ্রহণ হবে না।

স্বীয় পিতা ব্যতীত অন্যকে পিতা বলে দাবী করা হারাম সম্পর্কে কুরআন ও হাদীসে অনেক প্রমাণ পাওয়া যায়– তন্মধ্যে তিনটি প্রমাণ নিম্নে পেশ করা হলো–

১. আল্লাহ তায়ালা এরশাদ করেন–

وَمَا جَعَلَ اَدْعِيَاءَكُمْ اَبْنَاءَكُمْ ذٰلِكُمْ قَوْلُكُمْ بِاَفْوَاهِكُمْ وَاللّٰهُ يَقُوْلُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِى السَّبِيْلَ * اُدْعُوهُمْ لِاٰبَائِهِمْ هُوَ اَقْسَطُ عِنْدَ اللّٰهِ .

অর্থ ঃ "তোমাদের মুখে বলা পুত্রদেরকে তোমাদের প্রকৃত পুত্র করেননি, এগুলো তোমাদের মুখের কথা। আল্লাহ সত্য কথাই বলেন এবং তিনিই সরল পথ নির্দেশ করেন। "তোমরা তাদেরকে ডাক তাদের পিতৃ-পরিচয়ে; আল্লাহর দৃষ্টিতে এটা অধিক ন্যায়সঙ্গত।" (সূরা আহযাব : ৪-৫)

খ. নবী ﷺ এরশাদ করেন–

لَا تَرْغَبُوْا عَنْ اٰبَائِكُمْ فَمَنْ رَغِبَ عَنْ اَبِيْهِ فَقَدْ كَفَرَ .

অর্থ ঃ "তোমরা নিজের পিতা থেকে বিমুখ হয়ো না। যে ব্যক্তি নিজের পিতা থেকে বিমুখ হলো সে কুফরী করল।" (সহীহ বুখারী ৬৭৬৮, ১২/৫৪)

গ. নবী ﷺ এরশাদ করেন–

مَنِ ادَّعٰى إِلٰى غَيْرِ اَبِيْهِ وَهُوَ يَعْلَمُ فَالْجَنَّةُ عَلَيْهِ حَرَامٌ .

অর্থ ঃ "যে ব্যক্তি জানা সত্ত্বেও নিজের পিতাকে ছেড়ে অন্যকে পিতা বলে দাবী করবে তার জন্য জান্নাত হারাম।" (সহীহ বুখারী ৬৭৬৬, ১২/৫৪)

দয়ালু দয়াময় আল্লাহ তায়ালা আমাদেরকে এমন গোনাহ থেকে রক্ষা করুন। আমীন।

৫

মুসলমানের সাথে অঙ্গীকার ও সন্ধি ভঙ্গকারীর ওপর ফেরেশতাদের বদদোয়া

ফেরেশতাদের বদদোয়ার উপযুক্ত ব্যক্তিদের পঞ্চম শ্রেণী হলো ঐ সকল লোক যারা মুসলমানদের সাথে সন্ধি ও চুক্তিকে ভঙ্গ করে।

ইমাম বুখারী ও মুসলিম (র) হযরত আলী (রা) হতে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, নবী ﷺ এরশাদ করেছেন–

وَذِمَّةُ الْمُسْلِمِيْنَ وَاحِدَةٌ، يَسْعٰى بِهَا أَدْنَاهُمْ، فَمَنْ أَخْفَرَ مُسْلِمًا فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللّٰهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِيْنَ، لَايُقْبَلُ مِنْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ صَرْفٌ وَلَاعَدْلٌ۔

অর্থ ঃ "সকল মুসলমানদের সন্ধি ও চুক্তি এক। সবচেয়ে নিচু শ্রেণীর একজন মুসলমান সন্ধি ও চুক্তি করতে পারে। যে ব্যক্তি মুসলমানদের সাথে সন্ধি ও চুক্তিকে ভঙ্গ করবে তার ওপর আল্লাহ্ তায়ালা, ফেরেশতাকুল ও সকল মুসলমানদের অভিশাপ। কেয়ামত দিবসে তার ফরজ, নফল কোন ইবাদতই গ্রহণ করা হবে না।" (সহীহ্ বুখারী ৬৭৫৫, ১২/৪২ সহীহ্ মুসলিম ৪৬৭, (১৩৭০) ৪৬৮, ৯৯৫,-৯৯৯)

এ ক্ষেত্রে নিম্নের কথাগুলির প্রতি পাঠকমণ্ডলীর মনোযোগ আকর্ষণ করছি–

১. হাফেজ ইবনে হাজার আসকালানী (র) উল্লেখিত হাদীসের ব্যাখ্যায় লিখেছেন, এর অর্থ হলো সকল মুসলমানদের কৃত চুক্তি সমপর্যায়ের। সে চুক্তি এক ব্যক্তিই করে থাকুক বা অনেক ব্যক্তিই করে থাকুক। অনুরূপভাবে উচ্চ পদস্থ মুসলমান কোন অমুসলিমকে নিরাপত্তা দেয়া বা কোন নিচু পর্যায়ের সাধারণ মুসলমানকে নিরাপত্তা দেয়া সবই সমান। সে নিরাপত্তা ভঙ্গ করা কোন মুসলমানের জন্য বৈধ হবে না। নিরাপত্তা দেয়ার ব্যাপারে পুরুষ-মহিলা স্বাধীন দাস সবাই সমান। কেননা মুসলিম জাতি এক দেহের সমতুল্য। (ফাতহুল বারী ৪/৮৬)

২. সালফে সালেহগণ রাসূল ﷺ -এর বাণী ذِمَّةُ الْمُسْلِمِيْنَ وَاحِدَةٌ-এর বাস্তবায়ন করে যে কোন মুসলমানের দেয়া নিরাপত্তাকে রক্ষা করতেন। ইসলামী ইতিহাস একথার অনেক সাক্ষ্য বহন করে। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য ঘটনাটি ইমাম আব্দুর রাজ্জাক ফুযাইল বিন রাক্কাশী হতে বর্ণনা করেন, পারস্যের এক বসতি নাম "শাহারতা" অবরোধের সময় তিনি উপস্থিত ছিলেন। তিনি বলেন, আমরা একমাস ব্যাপী সে বসতিকে অবরোধ করে রাখি। একদিন আমরা পিছনে হটে গেলাম এজন্য যে আগামী কাল সকালে আক্রমণ করব।

আমাদের এক ক্রীতদাস সেখানে থেকে গেল এবং গ্রামবাসী তার কাছ থেকে নিরাপত্তা কামনা করল, সে এক তীরের উপর নিরাপত্তা বাণী লিখে তাদের দিকে নিক্ষেপ করে দিল।

আমরা যখন তাদের দিকে অগ্রসর হলাম তখন দেখি তারা অস্ত্র ছেড়ে সাধারণ বেশে আমাদের দিকে অগ্রসর হচ্ছে। এ দৃশ্য দেখে আমরা তাদেরকে বললাম, ব্যাপার কি?

তারা বলল, "তোমরা আমাদেরকে নিরাপত্তা দিয়েছ।"

তারা সাথে সাথে আমাদেরকে সে তীর বের করে দেখাল, যাতে তাদের নিরাপত্তা দেয়ার ব্যাপারে লেখা ছিল।

আমরা বললাম, এ নিরাপত্তা একজন ক্রীতদাসের পক্ষ থেকে লেখা। প্রকৃতপক্ষে ক্রীতদাসের নিরাপত্তা দেয়ার কোন অধিকার নেই।

তারা উত্তর দিল, আমরা তো তোমাদের স্বাধীন ও দাসের মধ্যে কোন পার্থক্য আছে বলে জানি না এবং নিরাপত্তার ওপর ভরসা করেই আমরা গ্রাম থেকে বাইরে এসেছি।

আমরা বললাম, তোমরা নিরাপদে ফিরে যাও।

তারা বলল, আমরা কখনই ফিরে যাব না।

আমরা এ বিষয়টা উমর (রা)এর নিকট লিখে পাঠালাম। তিনি উত্তরে লিখলেন, নিশ্চয় মুসলমানদের ক্রীতদাস মুসলমানের অন্তর্ভুক্ত এবং তার দেয়া নিরাপত্তাও প্রকৃত নিরাপত্তা।

বর্ণনাকারী বলেন, সেখানে গনীমতের মাল অর্জনের যে একটি সুযোগ আমাদের সামনে এসেছিল তা আমাদের হাতছাড়া হয়ে গেল। (আল মুসান্নাফ ৯৪০৩, ৫/২২২-২২৩)

ইমাম সাঈদ ইবনে মানসুর কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে, তিনি তথা উমর ফারুক (রা) লিখেছেন, নিশ্চয় মুসলিম ক্রীতদাস মুসলমানদেরই একজন তার পক্ষ থেকে নিরাপত্তা দেয়ার অঙ্গীকার মানেই হলো তোমাদের পক্ষ থেকে নিরাপত্তা দেয়ার প্রতিশ্রুতি। (সুনানে সাঈদ বিন মানসুর ২৬০৮, ২/২৩৩)

ইমাম তাবারানী (র) বর্ণনা করেছেন, তিনি (উমর ফারুক রা) তাদেরকে লিখেছিলেন, নিশ্চয় আল্লাহ তায়ালা অঙ্গীকার বাস্তবায়ন করার মহাগুরুত্ব দান করেছেন। অঙ্গীকার পূর্ণ করার মাধ্যমেই তোমরা অঙ্গীকার পূর্ণের প্রতীক বিবেচিত হবে। সন্দেহ হলেও তাদেরকে দেয়া অঙ্গীকার অটুট রাখো এবং তাদেরকে নিরাপত্তা দান করো।

মুসলিম বাহিনী তাদেরকে নিরাপত্তা দেয়ার অঙ্গীকার বাস্তবায়ন করল এবং সেখান থেকে ফিরে আসল। (তারিখুল তাবারী ৪/৯৪)

৩. আজকের মুসলমানরা সন্ধি ও অঙ্গিকারকে বানচাল করার জন্য কত রকম বাহানা করে। অনেকে এমনও আছে যারা অংশিদারিত্বের ভিত্তিতে কারো সাথে লেন-দেন চুক্তি করার পর যদি কোন দিন নিজের স্বার্থের বিপরীত দেখে, তবে তখনই সে চুক্তিকে বানচাল করে দেয় এবং বলে আমাদের এ অংশীদারের চুক্তি করার কোন এখতিয়ারই নেই। কোন পিতা যদি কারো সাথে কোন চুক্তি করে বসে আর ছেলে যদি তা নিজের জন্য সুবিধা মনে না করে তাহলে ছেলে বলেই ফেলে যে, পিতা বহু দিন পূর্বে কাজ থেকে অবসর গ্রহণ করেছেন। দোকান বা ফ্যাক্টরীতে

তার যাওয়া আসা শুধু বরকতের জন্যই, ব্যবসা-বাণিজ্য ও লেন-দেনের সাথে তার কোন সম্পর্কই নেই।

আর ছেলে যদি কোন চুক্তি করে এবং তা যদি পিতা বানচাল করতে চায় তাহলে সে যুক্তি পেশ করে যে, ব্যবসা তো আমার, এ হলো আমার দিবা-রাত্রি মাথার ঘাম পায়ে ফেলা পরিশ্রমের ফল। ছেলের এই ব্যবসার ক্ষেত্রে তো মাত্র এক কর্মচারির ভূমিকা, এ ধরনের চুক্তি করা তার ইখতিয়ার বহির্ভূত।

নিজেকে যারা বুদ্ধিমান ও পণ্ডিত মনে করে এমন লোক যেন আল্লাহ তায়ালার নিম্নের আয়াতের প্রতি খেয়াল করে–

يُخَادِعُونَ اللّٰهَ وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَمَا يَخْدَعُوْنَ إِلاَّ أَنْفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُوْنَ ـ

অর্থ ঃ "তারা আল্লাহ ও ঈমানদারদেরকে ধোঁকা দেয় প্রকৃত পক্ষে তারা নিজেরাই ধোঁকাতে পতিত হয়ে থাকে, কিন্তু তারা বুঝতে সক্ষম হয় না।" (সূরা বাকারা : ৯)

আল্লাহ্ তায়ালা যেন দয়া করে আমাদেরকে অনুরূপ লোকদের অন্তর্ভুক্ত না করেন। আমীন

৬

সৎ কাজে, দান-খয়রাতে বাধা প্রদানকারীর ওপর ফেরেশতাদের অভিশাপ

যে সমস্ত হতভাগাদের ওপর ফেরেশতারা বদদোয়া করে থাকে তাদের ৬ষ্ঠ শ্রেণী হলো ঐ সকল লোক যারা স্বীয় সম্পদ সৎপথে ব্যয় করে না। বিভিন্ন হাদীসে নবী ﷺ তাঁর উম্মতকে এ ব্যাপারে অবহিত করেছেন। তন্মধ্যে তিনটি হাদীস নিম্নে উল্লেখ করা হলো–

ক. ইমাম বুখারী ও মুসলিম (র) আবু হুরাইরা (রা) হতে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ এরশাদ করেছেন–

مَا مِنْ يَوْمٍ يُصْبِحُ الْعِبَادُ فِيْهِ إِلاَّ مَلَكَانِ يَنْزِلاَنِ، فَيَقُوْلُ أَحَدُهُمَا:

اَللّٰهُمَّ أَعْطِ مُنْفِقًا خَلَفًا وَيَقُوْلُ الْآخَرُ : اَللّٰهُمَّ أَعْطِ مُمْسِكًا تَلَفًا ـ

অর্থ ঃ "প্রতিদিন সকালে দু'জন ফেরেশতা অবতরণ করে, একজন বলে, হে আল্লাহ! দানকারীর সম্পদ বাড়িয়ে দাও এবং অপরজন বলে, হে আল্লাহ! যে দান করে না তার সম্পদকে ধ্বংস করে দাও।" (বুখারী হাদীস নং ১৪৪২, ৩/৩০৪, মুসলিম হাদীস নং ৫৭ (১০১০), ২/৭০০)

হাফেজ ইবনে হাজার এ হাদীসের ব্যাখ্যায় বলেন, সম্পদ ব্যয় না করার কারণে ধ্বংসের বদদোয়ার মর্ম হলো সৎপথে যে সম্পদ খরচ না করা হয় তাই ধ্বংস হওয়া

বা সম্পদশালীর নিজেই ধ্বংস হওয়া। আর সম্পদশালীর ধ্বংস হওয়ার অর্থ হলো তার অন্যান্য কাজ কর্মে এমনভাবে ব্যস্ত হয়ে যাওয়া যেন সে তার সৎকর্মের দিকে কোন ভ্রুক্ষেপই করতে না পারে। (ফাতহুল বারী ৩/৩০৫)

খ. ইমাম আহমাদ, ইবনে হিব্বান ও হাকেম (র) আবুদ দারদা (রা) হতে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ এরশাদ করেছেন–

مَا طَلَعَتْ شَمْسٌ قَطُّ إِلاَّ بُعِثَ بِجَنْبَتَيْهَا مَلَكَانِ يُنَادِيَانِ، يَسْمَعَانِ أَهْلُ الأَرْضِ إِلاَّ الثَّقَلَيْنِ : يَا أَيُّهَا النَّاسُ! هَلُمُّوْا إِلٰى رَبِّكُمْ فَإِنَّ مَاقَلَّ، وَكَفٰى خَيْرٌ مِمَّا كَثُرَ وَأَلْهٰى، وَلاَ آبَتْ شَمْسٌ قَطُّ إِلاَّ بُعِثَ بِجَنْبَتَيْهَا مَلَكَانِ يُنَادِيَانِ يَسْمَعَانِ أَهْلُ الأَرْضِ إِلاَّ الثَّقَلَيْنِ اَللّٰهُمَّ أَعْطِ مُنْفِقًا خَلَفًا وَأَعْطِ مُمْسِكًا تَلَفًا ـ

অর্থ ঃ “প্রত্যেক দিন সূর্য উদয়ের সময় তার দুই পার্শ্বে দুই ফেরেশতাকে প্রেরণ করা হয়, তারা উচ্চ কণ্ঠে বলতে থাকে, হে লোক সকল! তোমরা তোমাদের প্রভুর দিকে অগ্রসর হও, পরিতৃপ্তকারী অল্প সম্পদ উদাসীনকারী অধিক সম্পদ হতে উত্তম। তাদের কথা মানুষ ও জিন ব্যতীত সবাই শুনতে পায় এবং সূর্য ডুবার সময় তার উভয় পার্শ্বে দুই ফেরেশতা প্রেরণ করা হয়। তারা বলতে থাকে, হে আল্লাহ! দানকারীদের সম্পদ বৃদ্ধি করে দাও এবং যারা দান করে না তাদের সম্পদকে ধ্বংস করে দাও। তাদের কথা মানুষ ও জিন ব্যতীত সবাই শুনতে পায়।” (আল মুসনাদ ৫/১৯৭, আল ইহসান ফি তাকরিব সহীহ ইবনে হিব্বান হাদীস নং ৩৩২৯, ৮/১২১-১২২, আল মুসতাদরাকে আলাস সহীহায়ন। ২/৪৪৫, ইমাম হাকেম এ হাদীসকে 'সহীহ বলেছেন, শায়খ আলবানীও এ হাদীসকে 'সহীহ' বলেছেন। দেখুন; সহীহ হাদীস সিরিজ হাদীস নং ৪৪৪ ও সহীহ আত-তারগীব ওয়াত তারহীব ১/৪৫৬)

গ. ইমাম আহমদ ও ইবনে হিব্বান (র) আবু হুরাইরা (রা) হতে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ এরশাদ করেছেন–

إِنَّ مَلَكًا بِبَابٍ مِنْ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ يَقُوْلُ : مَنْ يُقْرِضُ الْيَوْمَ يُجْزَ غَدًا وَمَلَكٌ بِبَابٍ آخَرَ يَقُوْلُ اَللّٰهُمَّ أَعْطِ مُنْفِقًا خَلَفًا وَأَعْطِ مُمْسِكًا تَلَفًا ـ

অর্থ ঃ “নিশ্চয় একজন ফেরেশতা জান্নাতের এক দরজার পার্শ্বে দাঁড়িয়ে বলে, যে ব্যক্তি আজ ঋণ (আল্লাহর রাস্তায় দান করবে) দিবে তার প্রতিদান পাবে

আগামীকাল (কেয়ামত দিবসে)। আর অন্য দরজায় এক ফেরেশতা দাঁড়িয়ে বলেন, হে আল্লাহ! দানকারীদের সম্পদ বৃদ্ধি করে দাও এবং যারা দান করে না তাদের সম্পদকে ধ্বংস করে দাও।" (আল মুসনাদ ২/৩০৫-৩০৬, আল ইহসান ফি তাকরিব সহীহ ইবনে হিব্বান হাদীস নং ৩৩৩৩, ৮/১২৪)

হে আমাদের দয়ালু দয়াময় প্রভু! আপনি আমাদেরকে সৌভাগ্যবান লোকদের অন্তর্ভুক্ত করুন যারা সৎপথে বেশী ব্যয় করে এবং ফেরেশতারা তাদের জন্য প্রার্থনা করে। হে আমাদের দয়ালু দয়াময় প্রতিপালক! আপনি আমাদেরকে সেই সকল লোকদের অন্তর্ভুক্ত করবেন না, যারা সৎপথে তাদের সম্পদ ব্যয় করে না এবং ফেরেশতারা তাদের জন্য বদদোয়া করে থাকে। আমীন

তিন প্রকার লোকের ক্ষেত্রে জিবরাঈল (আ)এর বদদোয়া

তিন শ্রেণীর লোক এমন যাদের জন্য জিবরাঈল (আ) বদদোয়া করেছেন ও তার সমর্থনে রাসূলুল্লাহ ﷺ আমীন বলেছেন। নিম্নে সেই তিন শ্রেণীর বর্ণনা করা হলো– ক. যে সকল লোক রমযান মাসকে পাওয়ার পরও নিজের গোনাহ ক্ষমা করাতে পারল না।

খ. যারা নিজের পিতামাতাকে জীবিতাবস্থায় পাওয়ার পর তাদের সাথে সদ্ব্যবহার না করে জাহান্নামে প্রবেশ করল।

গ. যে সকল লোক তাদের সামনে নবী ﷺ-এর নাম উল্লেখ হওয়ার পর তার ওপর দরূদ পড়ে না।

উপরোল্লেখিত বিষয় তিনটির প্রমাণ স্বরূপ দুইটি হাদীস নিম্নে উল্লেখ করা হলো:

১. ইমাম ইবনে হিব্বান (র) মালেক বিন হুয়াইরিস (রা) হতে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন :

صَعِدَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ الْمِنْبَرَ فَلَمَّا رَقِىَ عَتَبَةً قَالَ اٰمِيْنَ ثُمَّ رَقِىَ عَتَبَةً أُخْرٰى فَقَالَ اٰمِيْنَ ـ

ثُمَّ رَقِىَ الثَّالِثَ : فَقَالَ اٰمِيْنَ

ثُمَّ قَالَ اَتَانِىْ جِبْرِيْلُ فَقَالَ يَامُحَمَّدُ ﷺ مَنْ اَدْرَكَ رَمَضَانَ فَلَمْ يُغْفَرُ لَهٗ فَاَبْعَدَهُ اللّٰهُ قُلْتُ اٰمِيْنَ

قَالَ وَمَنْ اَدْرَكَ وَالِدَيْهِ اَوْ اَحَدَهُمَا فَدَخَلَ النَّارَ فَاَبْعَدَهُ اللّٰهُ قُلْتُ اٰمِيْنَ

فَقَالَ مَنْ ذُكِرْتُ عِنْدَهُ فَلَمْ يُصَلِّ عَلَيْكَ فَاَبْعَدَهُ اللّٰهُ فَقُلْتُ اٰمِيْنَ ـ

অর্থ ঃ "একদা রাসূলুল্লাহ ﷺ মিম্বারে উঠার সময় প্রথম যখন সিঁড়িতে উঠে, বললেন আমীন।

অতপর দ্বিতীয় সিঁড়িতে উঠে বললেন : আমীন

অতঃপর তৃতীয় সিঁড়িতে উঠে বললেন : আমীন

অতঃপর বললেন, আমার নিকট জিবরাঈল (আ) এসে বললেন, হে মুহাম্মদ! যে ব্যক্তি রমযান মাসে উপনীত হওয়ার পরও তার জীবনের গোনাহকে ক্ষমা করাতে পারল না, আল্লাহ্ তাকে রহমত থেকে দূরে রাখুন।

আমি তা শুনে আমীন বলেছি।

তারপর বলেন, যে ব্যক্তি তার পিতামাতাকে অথবা তাদের একজনকে পেল, অথচ (তাদের সাথে সদ্ব্যবহার না করে) জাহান্নামে প্রবেশ করল, আল্লাহ্ তায়ালা তাকেও তার রহমত থেকে দূরে রাখুন। আমি তাতেও আমীন বললাম।

অতপর বললেন, যে ব্যক্তির সামনে আপনার নাম উল্লেখ হওয়ার পর আপনার ওপর দুরূদ পাঠ করল না সেও আল্লাহ্ তায়ালার রহমত থেকে দূরে থাকুক। আমি তাতেও আমীন বললাম। (আল ইহসান ফি তাকরিব সহীহ্ ইবনে হিব্বান হাদীস নং ৪০৯, ২/১৪০, শায়খ শুয়াইব আরনাউত লিখেন : "হাদীসটি সহীহ্ লিগায়রিহি, যদিও সূত্রটি দুর্বল" (আল ইহসান টিকা : ২/১৪০, মাজমাউয যাওয়ায়েদ ১০/১২২, হা: হাইসামী হাদীসটির ব্যাপারে বলেন, হাদীসটি তবারানী বর্ণনা করেন, এর মধ্যে একজন বর্ণনাকারী হলো ইমরান ইবনে আবান, ইবনে হিব্বান তাকে বিশ্বস্ত সাব্যস্ত করেন; কিন্তু কতিপয় তাকে দুর্বল বলেন, অন্যান্য বর্ণনাকারী নির্ভরযোগ্য। ইবনে হিব্বান এ সূত্রেই স্বীয় সহীহ্ গ্রন্থে হাদীসটিকে বর্ণনা করেন।)

২. ইমাম তাবারানী (র) কা'ব বিন আজারাহ (রা) হতে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন–

اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ خَرَجَ يَوْمًا اِلَى الْمِنْبَرِ فَقَالَ حِيْنَ ارْتَقَى دَرَجَةً : اٰمِيْنَ

ثُمَّ رَقِيَ اُخْرٰى : فَقَالَ اٰمِيْنَ

ثُمَّ رَقِيَ الثَّالِثَ : فَقَالَ اٰمِيْنَ

فَلَمَّا نَزَلَ عَنِ الْمِنْبَرِ وَفَرَغَ قُلْنَا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ لَقَدْ سَمِعْنَا مِنْكَ كَلاَمًا الْيَوْمَ قَالَ وَسَمِعْتُمُوْهُ

قَالُوْا نَعَمْ ـ

قَالَ إِنَّ جِبْرِيْلَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ عَرَضَ بِيْ حِيْنَ ارْتَقَيْتُ دَرَجَةً فَقَالَ بُعْدًا مَنْ اَدْرَكَ اَبَوَيْهِ عِنْدَ الْكِبَرِ اَوْ اَحَدَهُمَا فَلَمْ يَدْخُلِ الْجَنَّةَ قَالَ قُلْتُ اٰمِيْنَ

وَقَالَ : بُعْدًا مَنْ ذُكِرْتَ عِنْدَهٗ فَلَمْ يُصَلِّ عَلَيْكَ.

فَقُلْتُ : اٰمِيْنَ

ثُمَّ قَالَ بُعْدًا مَنْ اَدْرَكَ رَمَضَانَ فَلَمْ يَغْفِرْ لَهٗ

فَقُلْتُ اٰمِيْنَ ـ

অর্থ ঃ "রাসূলুল্লাহ ﷺ একদা মিম্বারের দিকে যান, যখন তিনি প্রথম সিঁড়িতে উঠলেন, বললেন : আমীন

অতপর দ্বিতীয় সিঁড়িতে উঠে বললেন : আমীন

অতপর তৃতীয় সিঁড়িতে উঠে বললেন : আমীন

তিনি যখন মিম্বার থেকে অবতরণ করে অবসর হলেন, আমরা বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! আমরা আপনার নিকট থেকে আজ এক (নতুন) কথা (আমীন) শুনলাম।

তিনি বলেন, তোমরা কি তা শুনেছ?

সাহাবীগণ বললেন, হ্যাঁ।

তিনি বলেন, আমি প্রথম সিঁড়িতে উঠার সময় জিবরাঈল (আ) এসে বললেন– যে ব্যক্তি পিতামাতা বা তাদের একজনকে বৃদ্ধাবস্থায় পাওয়ার পরও (তাদের সাথে সদ্ব্যবহার করে) জান্নাতে প্রবেশ করতে পারল না, সে দূর হোক। তাতে আমি আমীন বলেছি যাদের সামনে আপনার নাম উল্লেখ করার পরও দরূদ পাঠ করল না, তাতে আমি আমীন বলেছি এবং তিনি বলেন, যারা রমযান মাসে উপনীত হওয়ার পরও তার জীবনের গোনাহ ক্ষমা করাতে পারল না, সে আল্লাহর রহমত হতে দূর হোক, তাতেও আমি আমীন বলেছি।" (মাজমাউজ যাওয়ায়েদ ১০/১৬৬, হাঃ হাইসামী বলেন : হাদীসটি তবারানী বর্ণনা করেন এবং এর সমস্ত বর্ণনাকারীই নির্ভরযোগ্য।)

উপরোল্লেখিত তিন শ্রেণীর মানুষ এমন বদনসীব যাদের জন্য জিবরাঈল (আ) বদদোয়া করেছেন এবং সে দোয়া কবুল হওয়ার জন্য রাসূলুল্লাহ ﷺ আমীন বলেছেন।

ইমাম তায়বী (র) হাদীসে উল্লেখিত তিন শ্রেণীর ওপর বদদোয়ার কারণ ব্যাখ্যা করে বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর প্রতি দুরূদ পড়া হলো তাঁর প্রতি সম্মান প্রদর্শনের একটি দিক এবং যে ব্যক্তি আল্লাহ তায়ালার রাসূল ও বন্ধু ﷺ-কে সম্মান করবে আল্লাহ তায়ালা তাকে সম্মান ও উচ্চ মর্যাদা দান করবেন। আর যে ব্যক্তি রাসূল ﷺ -কে সম্মান করবে না আল্লাহ তাকে অপদস্থ ও লাঞ্ছিত করবেন।

অনুরূপ রমযান মাস হলো– মহান আল্লাহ তায়ালার এক মহিমান্বিত মাস। যে সম্পর্কে তিনি এরশাদ করেছেন–

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِىْٓ اُنْزِلَ فِيْهِ الْقُرْاٰنُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ ۔

অর্থ ঃ "রমযান মাস, যার মধ্যে বিশ্বমানবের জন্য পথ প্রদর্শক এবং সুপথের উজ্জ্বল নিদর্শন ও প্রভেদকারী কুরআন অবতীর্ণ হয়েছে।" (সূরা বাকারা : ১৮৫)

যে ব্যক্তি এ মাসে উপনীত হয়ে তাকে সম্মান করার সুযোগ পেয়ে পূর্ণ ঈমান ও সওয়াবের প্রত্যাশা নিয়ে কাজ করল আল্লাহ তাকে সম্মানিত করবেন এবং যে ব্যক্তি রমযান মাসকে সম্মান করবে না আল্লাহ তায়ালা তাকে অপমানিত করবেন।

যেখানে পিতা-মাতার সাথে সদ্ব্যবহার করা, আল্লাহর সম্মানের সাথে সম্পৃক্ত, এজন্যই আল্লাহ পিতা-মাতার সাথে সদ্ব্যবহারের কথা তাওহীদ ও আল্লাহর ইবাদতের কথার সাথেই উল্লেখ করেছেন। তিনি এরশাদ করেন–

وَقَضٰى رَبُّكَ اَلاَّ تَعْبُدُوْٓا اِلاَّ اِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا ۔

অর্থ ঃ "তোমার প্রতিপালক নির্দেশ দিয়েছেন যে, তোমরা তিনি ছাড়া অন্য কারো ইবাদত করবে না এবং পিতামাতার সাথে সদ্ব্যবহার করবে।" (সূরা বনী ইসরাঈল : ২৩)

এজন্যই যে ব্যক্তি পিতামাতার সাথে সদ্ব্যবহারের সুযোগ পায় বিশেষ করে তাদের বৃদ্ধাবস্থায় যখন সে ব্যতীত আর এমন কোন লোক থাকে না, যে তাদের দেখাশুনা করবে। এমতাবস্থায় সে যদি সুযোগ গ্রহণ করে তাদের সাথে সদ্ব্যবহার না করে, তবে সে ব্যক্তিকে পরিণতি স্বরূপ ধিকৃত, অপমানিত ও অপদস্ত করা হবে। (শারহুত তাইবী ৩/১০৪৪)

দয়াময়ের কাছে প্রার্থনা, আমাদেরকে যেন এমন তিন শ্রেণীর হতভাগাদের অন্তর্ভুক্ত না করেন। আমীন

মুসলমানদেরকে অস্ত্র প্রদর্শনকারীদের ওপর ফেরেশতাদের বদদোয়া

যে সকল লোকদেরকে ফেরেশতারা অভিশাপ করে থাকে তাদের ১০ম শ্রেণী হলো ঐ সকল লোক যারা নিজ মুসলিম ভাইদেরকে অস্ত্র প্রদর্শন করে।

ইমাম মুসলিম (র) আবু হুরাইরা (রা) হতে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন আবুল কাসেম–নবী ﷺ এরশাদ করেছেন–

مَنْ اَسَارَ إِلٰى اَخِيْهِ بِحَدِيْدِهٖ فَإِنَّ الْمَلاَئِكَةَ تَلْعَنُهٗ، حَتّٰى وَإِنْ كَانَ اَخَاهُ لاَبِيْهِ اَوْ اُمِّهٖ .

অর্থ ঃ "যে ব্যক্তি তার ভাইয়ের দিকে কোন লোহা দিয়ে ইশারা করল তার ওপর ফেরেশতারা অভিশাপ করে থাকে, যদিও সে তার সহোদর ভাইয়ের দিকে ইশারা করে।" (সহীহ মুসলিম, ১২৫ (২৬১৬), ৪/২০২০)

নবী করীম ﷺ-এর বাণী وَإِنْ كَانَ اَخَاهُ لاَبِيْهِ وَاُمِّهٖ-এর অর্থ হলো, কোন মানুষের দিকে অস্ত্র দিয়ে ইশারা যেন না করা হয়, তার সাথে দুশমনির অভিযোগ থাকুক বা না থাকুক। অনুরূপ কারো সাথে হাসি-ঠাট্টা করে হোক বা বাস্তবেই হোক। এছাড়াও ফেরেশতাদের অভিশাপ করাই প্রমাণ করে যে, ইশারা করা হারাম। (শারহু নববী ১৬/১৭০)

নিম্নের হাদীসে নবী ﷺ অনুরূপ ইশারা না করার কারণ বর্ণনা করেন–

ইমাম মুসলিম (র) আবু হুরাইরা (রা) হতে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ এরশাদ করেছেন–

لاَيُشِيْرُ اَحَدُكُمْ إِلٰى اَخِيْهِ بِالسِّلاَحِ، فَإِنَّهٗ لاَ يَدْرِيْ اَحَدُكُمْ لَعَلَّ الشَّيْطَانَ يَنْزِعُ فِيْ يَدِهٖ فَيَقَعُ فِيْ حُفْرَةٍ مِّنْ النَّارِ .

অর্থ ঃ "তোমাদের কেউ যেন তার ভাইয়ের দিকে অস্ত্র দিয়ে ইশারা না করে, হতে পারে শয়তান তার হাত থেকে খুলে, যার ফলে সে জাহান্নামে পতিত হবে।" (সহীহ মুসলিম হাদীস নং ১২৬ (২৬১৭), ৪/২০)

ইমাম নববী (র) তার স্বীয় গ্রন্থ রিয়াদুস সালেহীনে উল্লেখিত হাদীসের আওতায় নিম্নের অধ্যায় রচনা করেছেন– "মুসলমানদের দিকে অস্ত্র দিয়ে ইশারা করা হারাম, তা হাসি-ঠাট্টা করে হোক বা বাস্তবেই হোক। অনুরূপ খাপ বিহীন অস্ত্র ধারণ করাও হারাম।" (রিয়াদুস সালেহীন ৫২০ পৃ:)

এক্ষেত্রে পাঠকবৃন্দ দুটি কথার প্রতি মনোনিবেশ করুন–

১. নবী ﷺ কর্তৃক মুসলমান ভাইদের দিকে অস্ত্র দিয়ে ইশারা করা থেকে নিষেধ করাটা মারামারির পথ বন্ধ করার জন্যই অর্থাৎ মুসলিম জাতি যেন এ কাজ থেকে একেবারেই বিরত থাকে, যা তাদের মাঝে মারামারি ঝগড়া-ফাসাদের সোপান। এজন্য দ্বীন ইসলামে এ কাজ থেকে সম্পূর্ণ ভাবে বিরত রাখা হয়েছে, যা মানুষকে হারাম কাজের দিকে পৌছিয়ে দেয়।

(এ সম্পর্কে আরো জানতে হলে নিম্নের কিতাবগুলি দেখুন–

ক. আত তাদাবীরুল ওয়াকিয়াহ মিনাল মুখাদ্দিরাত ফিল ইসলাম, ড. ফয়সাল বিন জাফার।

খ. আত তাদাবীরুল ওয়াকিয়াহ মিনাল মুখাদ্দিরাত ফিল ইসলাম, ড: ফয়সাল বিন জাফার।

গ. আত তাদাবীরুল ওয়াকিয়াহ মিনাজ জিনা ফিল ফিকহিল ইসলামী।

ঘ. আত তাদাবীরুল ওয়াকিয়াহ মিনাল রিবা ফিল ফিকহিল ইসলামী।

২. মুসলিম ভাইয়ের দিকে অস্ত্র দিয়ে ইশারা করাতে ফেরেশতাদের অভিশাপ অনিবার্য হয়। তাই কোন মুসলিম ভাইকে কষ্ট দেয়া অথবা তাকে আঘাত করা তাকে আহত করা বা হত্যা করা কত বড় পাপের কাজ।

আল্লাহ তায়ালা তাঁর দয়ায় আমাদেরকে যেন সর্বদায় এমন কর্ম থেকে রক্ষা করেন। আমীন

(১১)

ইসলামী দণ্ডবিধি প্রয়োগে বাধা প্রদানকারীর ওপর ফেরেশতাদের বদদোয়া

যে হতভাগা বঞ্চিত লোকদেরকে ফেরেশতারা অভিশাপ করে থাকে তাদের ১১তম ব্যক্তিরা হলো ঐ সকল লোক যারা ইচ্ছাকৃত হত্যাকারীর উপর হত্যার বিচার প্রয়োগে বাধা দান করে থাকে।

ইমাম আবু দাউদ, নাসায়ী ও ইমাম মাজাহ (র) ইবনে আব্বাস (রা) হতে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ এরশাদ করেছেন–

مَنْ قَتَلَ فِىْ عِمِّيَّةٍ اَوْ رِمِّيَّةٍ بِحَجَرٍ اَوْ سَوْطٍ اَوْ عَصًا مَعْقَلُهٗ عَقْلَ الْخَطَأِ وَمَنْ قَتَلَ عَمْدًا فَهُوَ قَوَدٌ وَمَنْ حَالَ بَيْنَهٗ فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللّٰهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ اَجْمَعِيْنَ، لَايَقْبَلُ اللّٰهُ مِنْهُ صَرْفًا وَلَا عَدْلًا.

অর্থ ঃ "যে ব্যক্তি অজান্তে হত্যা হলো বা পাথর, চাবুক বা লাঠি নিক্ষেপের কারণে মারা গেল, এর জন্য ভুল করে হত্যার জরিমানা / দিয়্যাত দিতে হবে। কিন্তু

যাকে ইচ্ছাকৃতভাব হত্যা করা হবে তাতে দণ্ডবিধি প্রযোজ্য হবে এবং যে ব্যক্তি এ দণ্ডবিধি প্রয়োগে বাধা দান করবে তার ওপর আল্লাহ তায়ালা, ফেরেশতাকুল ও সকল মানুষের অভিশাপ। আল্লাহ তায়ালা কিয়ামতের দিন তার ফরজ, নফল কোন ইবাদতই গ্রহণ করবেন না।" (হত্যা কিভাবে হলো বা কে হত্যা করল সে সম্পর্কে জানা যায় না। দেখুন : শারহুত তায়াবী ৮/২৪১৭ ও শারহুস সুন্নাহ ১০/২২০) (সুনানে আবু দাউদ ৪৫২৮,১২/১৮২, সুনানে নাসায়ী ৮/৪০, সুনানে ইবনে মাজাহ ২৬৬৭, ২.১০২, হাফেজ ইবনে হাজার হাদীসটির সনদ শক্তিশালী বলে সাব্যস্ত করেন, দেখুন : বুলুগুল মায়ান- ২৪৯ পৃঃ। শায়খ আলবানী হাদীসটিকে সহীহ সাব্যস্ত করেন; দেখুনঃ সহীহ সুনানে আবু দাউদ ৩/৬৭ প্রভৃতি উল্লিখিত শব্দগুলি নাসায়ীর।)

আল্লাহ তায়ালা দয়াপরবশ হয়ে এ জাতির ওপর দণ্ডবিধি নির্ধারণ করেছেন। কেননা এতে রয়েছে মানুষের জীবন (জীবনের নিরাপত্তা)। আল্লাহ তায়ালা এরশাদ করেন–

وَلَكُمْ فِى الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَاأُولِى الْأَلْبَابِ.

অর্থ ঃ "হে বিবেকবান লোক সকল! কিসাসের (ইসলামী দণ্ডবিধি) মধ্যে তোমাদের জীবন রয়েছে।" (সূরা বাকারা : ১৭৯)

কাজী আবু দাউদ এ আয়াতের ব্যাখ্যায় উল্লেখ করেছেন, কিসাসের বিধানের বৈশিষ্ট্যকে অতুলনীয়ভাবে বর্ণনা করতঃ একটি বিষয়কে তার বিপরীত নামে আখ্যায়িত করা হয়েছে।

অত্র আয়াতে কারীমায় আল্লাহ রাব্বুল আলামীন কিসাসকেই জীবন হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন।

অতঃপর এখানে আল্লাহ তায়ালা কিসাস শব্দটিকে নির্দিষ্ট বাচক ও حياة: তথা জীবন শব্দকে অনির্দিষ্ট হিসেবেই উল্লেখ করেছেন।

আয়াতে শব্দের ব্যবহারেই সুস্পষ্ট বুঝা যায় যে, কিসাসের বিধান বাস্তবায়নের মাধ্যমেই জীবনের মহত্বও নিহিত। কেননা কিসাস ভীতিই ঘাতককে হত্যা হতে বিরত রাখে। আর এভাবেই দুটি জীবন রক্ষা পায়। একটি ঘাতকের ও অপরটি যাকে হত্যা করা হয়।

জাহেলিয়াতের অজ্ঞতার যুগে লোকেরা ঘাতকের সাথে অন্যান্যদেরকেও হত্যা করত। শুধু তাই নয়, নিহত ব্যক্তির বদলায় মানুষের একটি দলকেও হত্যা করে ফেলত। আর এভাবেই সমাজে ফিতনা বেড়ে যেতো। অতএব যখন হত্যাকারী থেকে প্রতিশোধ নেয়া হয়ে যায় তখন তা অন্যান্যদের হায়াতের কারণে পরিণত হয়। (তাফসীরে আবি দাউদ ১/১৯৬, তাফসীরুল কাইয়্যিম ১৪৩-১৪৪ তাফসীরে বায়জাবী ১/১০৩)

আল্লাহ তায়ালা আয়াতের শুরুতেই وَلَكُمْ (আর তোমাদের জন্য) কথাটি উল্লেখ করেছেন।

ইমাম ইবনে কাইয়্যেম (র) এর রহস্য উল্লেখ করে লিখেছেন। অত্র আয়াতের শুরুতে আল্লাহ রাব্বুল আলামীন لَكُمْ, শব্দ উল্লেখ করেছেন এবং এ কথার মাধ্যমে ঘোষণা দিয়েছেন যে, কিসাসের বিধান বাস্তবায়নের মধ্যে তোমাদেরই কল্যাণ নিহিত। এর বরকতে উপকৃত হবে। কিসাসের বিধান আল্লাহর পক্ষ হতে তোমাদের প্রতি দয়া ও অনুগ্রহের বহিঃপ্রকাশ । এতে তোমাদেরই কল্যাণ ও উপকার রয়েছে। (তাফসীরুল কাইয়্যিম ১৪৪ পৃ:)

কিসাস বাস্তবায়নের প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টিকারী মানবতাকে কল্যাণ ও শান্তির পরশ থেকে বঞ্চিত করে ধ্বংস, অকল্যাণ ও নৈরাজ্যের মধ্যে পতিত করার কারণ হয়ে থাকে। এরূপ ব্যক্তির পাপ গুরুতর।

আর এ কারণেই উক্ত ব্যক্তি দয়াময় আল্লাহর অনুগ্রহ হতে বঞ্চিত হবে। ফেরেশতা ও সমগ্র মানবজাতি তার জন্য বদদোয়া করে এবং তার ফরজ, নফলসহ কোন প্রকার ইবাদত কবুল করা হয় না।

শায়খুল ইসলাম ইমাম ইবনে তাইমিয়া (র) শাস্তির বিধান প্রতিষ্ঠা অথবা আল্লাহ ও মানুষের জন্য সাব্যস্ত কোন অধিকার প্রতিষ্ঠায় প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টিকারীর অপরাধের ভয়াবহতা উল্লেখ করে লিখেছেন, যে কোন ব্যক্তি বিশৃঙ্খলা সৃষ্টিকারী, চোর, হত্যাকারী অথবা এরূপ কোন লোককে আশ্রয় দিবে, যার ওপর কিসাসের শাস্তি আবশ্যক হয়ে গেছে অথবা যার জিম্মায় আল্লাহ তায়লা অথবা কোন মানুষের অধিকার সুসাব্যস্ত হয়ে গেছে এবং সাব্যস্ত অধিকার স্বাভাবিকভাবে প্রতিষ্ঠায় বাধা দান করবে, সেই ব্যক্তি অপরাধী ব্যক্তির মতই অপরাধী সাব্যস্ত হবে। রাসূল ﷺ এরশাদ করেছেন–

لَعَنَ اللّٰهُ مَنْ اَحْدَثَ حَدَثًا اَوْ اٰوٰى مُحْدِثًا

অর্থ ঃ "আল্লাহ তায়ালা ঐ ব্যক্তির ওপর অভিশাপ করেন যে (বিদয়াত করে) অথবা কোন অপরাধিকে (বিদয়াতীকে) আশ্রয় দান করে।"

অসৎ-অপরাধী ব্যক্তিকে আশ্রয় দানকারী যখন পাওয়া যাবে তখন তাকে বলা হবে, এক্ষেত্রে সে যদি তা পালন না করে তবে তাকে জেলে বন্দী করে মাঝে মাঝে পিটানো হবে এবং তার এ পিটানো উক্ত অপরাধীকে ধরিয়ে দেয়ার পূর্ব পর্যন্ত চালু থাকবে। এ আশ্রয় প্রদানকারী ব্যক্তিকে ঠিক অনুরূপ শাস্তি প্রদান করা হবে, যেমন কোন ব্যক্তির জিম্মায় কোন মাল আদায় করার দায়িত্ব থাকা সত্ত্বেও সে তা আদায় করে না। অতএব যে ব্যক্তিদের বা মালের উপস্থিত হওয়া প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয় আর কেউ যদি তাতে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে, তবে তাকে শাস্তি দেয়া হবে। (মাজমাউল ফাতাওয়া ২৮/৩২৩)

আল্লাহ তায়ালা আমাদেরকে এ ধরনের কাজ থেকে বিরত রাখুন। আমীন

স্বামীর বিছানা হতে দূরে অবস্থানকারী মহিলার ওপর ফেরেশতাদের অভিশাপ

যে সকল মানুষের ওপর ফেরেশতামণ্ডলী অভিশাপ করে থাকে তাদের ১২তম শ্রেণী হলো ঐ সকল মহিলা যারা তাদের স্বামীর আহ্বান প্রত্যাখ্যান করতঃ পৃথক বিছানায় রাত্রি যাপন করে। এ সম্পর্কে অনেক হাদীস বর্ণিত হয়েছে। তন্মধ্যে কতিপয় উল্লেখ করা হলো–

১. ইমাম বুখারী ও মুসলিম (র) আবু হুরাইরা (রা) হতে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন, নবী ﷺ এরশাদ করেছেন–

إِذَا دَعَا الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ إِلَى فِرَاشِهِ، فَأَبَتْ أَنْ تَجِيءَ لَعَنَتْهَا الْمَلَائِكَةُ حَتَّى تُصْبِحَ.

অর্থ ঃ "যখন কোন ব্যক্তি তার স্ত্রীকে আপন বিছানায় আহ্বান করে, অতঃপর স্ত্রী যদি তার স্বামীর আহ্বান প্রত্যাখ্যান করে, তবে তার ওপর প্রভাত অবধি ফেরেশতারা অভিশাপ করতে থাকে।" (সহীহ বুখারী, ৫১৯৩, ৯/২৯৩-২৯৪, সহীহ মুসলিম ১২২ (১৪৩৬) ২/১০৬০, হাদীসের শব্দগুলি বুখারীর।)

২. ইমাম বুখারী ও মুসলিম (র) আবু হুরাইরা (রা) হতে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ এরশাদ করেছেন–

إِذَا بَاتَتِ الْمَرْأَةُ هَاجِرَةً فِرَاشَ زَوْجِهَا لَعَنَتْهَا الْمَلَائِكَةُ حَتَّى تُصْبِحَ

অর্থ ঃ "যখন কোন মহিলা তার স্বামীর বিছানা থেকে পৃথক রাত্রি যাপন করে, প্রভাত অবধি ফেরেশতারা ঐ মহিলার ওপর অভিশাপ করতে থাকে।" (সহীহ বুখারী ৯/২৯৪, সহীহ মুসলিম ২/১০৫৯, হাদীসটির শব্দগুলি মুসলিমের)

অন্য একটি বর্ণনায় এসেছে যে, حَتَّى تَرْجِعَ তথা যতক্ষণ তার বিছানায় ফিরে না আসে ততক্ষণ পর্যন্ত ফেরেশতারা তার উপর অভিশাপ দিতে থাকে। (সহীহ বুখারী ৯/২৯৪ ও সহীহ মুসলিম ২/১০৬০)

ইমাম নববী (র) অত্র হাদীসের ব্যাখ্যায় লিখেছেন, শরয়ী ওযর ব্যতীত কোন মহিলা তার স্বামীর বিছানায় থাকতে অস্বীকার করা হারাম। অত্র হাদীসটি একথারই প্রমাণ বহন করে।

মহিলাদের ঋতুবতী অবস্থায়ও আপন স্বামীর বিছানায় রাত্রি যাপন করতে অস্বীকার করা শরীয়তের কোন ওযর নয়। কেননা সে অবস্থায়ও স্ত্রীর পোশাকের ওপর দিয়ে তার সাথে জড়াজড়ির অধিকার রয়েছে। (শারহ নববী ১০/৭-৮)

উপরোক্ত হাদীস দুটিতে অনেক উপকারিতা রয়েছে। তন্মধ্যে নিম্নে ২টি উল্লেখ করা হলো–

১. স্বামীর বিছানা হতে পৃথকভাবে অবস্থানকারী মহিলার ওপর ফেরেশতাদের অভিশাপ ততক্ষণ পর্যন্ত অব্যাহত থাকে যতক্ষণ মহিলা উক্ত পাপে অবশিষ্ট থাকে এবং এ গুনাহ্ ফজর উদয়ের সময় শেষ হয়ে যায়। কারণ তখন পুরুষের মহিলার প্রতি আকর্ষণ শেষ হয়ে যায়। অথবা মহিলার তওবা করতঃ তার স্বামীর বিছানায় ফেরত আসাতেও ফেরেশতাদের অভিশাপ শেষ হয়ে যায়। (শারহ নববী ১০/৮)

২. ইমাম ইবনে আবী জামরাহ এ হাদীসের ব্যাখ্যায় বলেছেন, অত্র হাদীসে মহানবী ﷺ স্বয়ং মহিলাদেরকে ফেরেশতাদের অভিশাপ হতে ভীতি প্রদর্শনে বুঝা যায় যে, ফেরেশতাদের ভালমন্দ সকল দোয়াই আল্লাহর দরবারে কবুল হয়। (ফাতহুল বারী ৯/২৯৪)

মহিলাদের স্বামীর বিছানা থেকে পৃথক রাত্রি যাপনের জঘন্যতা ও ভয়াবহতার ব্যাপারে আরো অনেক হাদীস রয়েছে। তন্মধ্যে ২টি নিম্নে উল্লেখ করা হলো–

১. ইমাম তাবারানী (র) আব্দুল্লাহ্ ইবনে উমর (রা) হতে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ এরশাদ করেছেন–

اِثْنَانِ لَاتَجَاوَزُ صَلَاتُهُمَا رُؤُوسَهُمَا : عَبْدٌ أَبَقَ مِنْ مَوَالِيْهِ حَتّٰى يَرْجِعَ إِلَيْهِمْ، وَاَمْرَأَةٌ عَصَتْ زَوْجَهَا حَتّٰى تَرْجِعَ إِلَيْهِ .

অর্থ ঃ "দুই প্রকারের লোক যাদের নামায তাদের মাথা (থেকে উপরে) অতিক্রম করে না।"

১. পলাতক গোলাম যতক্ষণ না তার মালিকের কাছে ফিরে আসে।

২. স্বামীর অবাধ্য স্ত্রী যতক্ষণ না সে তার স্বামীর কাছে ফিরে আসে। (মাজমাউজ যাওয়ায়েদ ৪/৩১৩)

এ হাদীস হতে সুস্পষ্ট বুঝা যায়, পলাতক দাস তার পলাতক থাকা অবস্থায় এবং স্ত্রী তার স্বামীর অবাধ্য থাকা অবস্থায় তাদের নামায আল্লাহর দরবারে গৃহীত হয় না।

২. অন্য হাদীস দ্বারা বুঝা যায়, উপরোক্ত দুই প্রকার লোকসহ নেশাগ্রস্থ লোকের কোন সৎ আমল গৃহীত হয় না।

ইমাম তাবারানী (র) জাবের বিন আব্দুল্লাহ্ (রা) হতে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ এরশাদ করেছেন–

ثَلَاثٌ لَاتُقْبَلُ لَهُمْ صَلَاةٌ، وَلَاتَصْعَدُ لَهُمْ إِلَى اللّٰهِ حَسَنَةٌ : اَلسَّكْرَانُ حَتّٰى يَصْحِيَ، وَالْمَرْأَةُ السَّاخِطُ عَلَيْهَا زَوْجُهَا، وَالْعَبْدُ الْآبِقُ حَتّٰى يَرْجِعَ فَيَضَعَ يَدَهٗ فِىْ يَدِ مَوَالِيْهِ -

অর্থ ঃ "তিন প্রকার লোকের নামায কবুল হয় না এবং তাদের কোন সৎ আমল আল্লাহর দিকে উঠে না।

১. নেশাগ্রস্ত ব্যক্তি যতক্ষণ না তার জ্ঞান ফিরে আসে।

২. এমন স্ত্রী যার স্বামী তার ওপর অসন্তুষ্ট।

৩. পলাতক দাস যতক্ষণ না সে ফিরে এসে তার মালিকের হাতে হাত মিলায়। (মালিকের কাছে নিজেকে সোপর্দ না করে।)" (মাজমাউজ যাওয়ায়েদ ৪/৩১৩, বর্ণনাকারীগণ নির্ভরযোগ্য।)

দুটি সতর্কীকরণ

এখানে দুটি কথার দিকে সুপ্রিয় পাঠকের মনোযোগ আকর্ষণ করছি -

১. স্ত্রী তার স্বামী হতে পৃথক অবস্থান করা হারাম, যদি তার কোন শরীয়ত সম্মত ওযর না থাকে; তবে শরয়ী ওযর অবস্থায় হারাম নয়।

ইমাম নববী (র) উক্ত কথা সুস্পষ্টভাবে ব্যক্ত করেছেন। (শারহুল নববী ১০/৭-৮)

আর স্বামীরও উচিত স্ত্রীর সার্বিক অবস্থা উপলব্ধি করা।

শায়খুল ইসলাম ইমাম ইবনে তাইমিয়া (র) বলেছেন, স্বামীর স্বাধীনতা রয়েছে, যখনই সে ইচ্ছা করবে তখনই সে তার স্ত্রীর ওপর অধিকার রাখে কিন্তু এক্ষেত্রে শর্ত এই যে, স্ত্রী যাতে কোন প্রকার ক্ষতির সম্মুখীন না হয় অথবা স্ত্রীর ফরজ আদায়ের ক্ষেত্রে কোন প্রকার প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি না হয়।

আর স্ত্রীরও স্বামীর চাহিদা পূরণের ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি না করা উচিত। (আস সিয়াসাতুল শারয়িয়াহ ফি ইসলাহির রায়ী ওয়ার রায়িয়াহ ১৬৩ পৃ:)

২. স্বামীর বিছানা হতে স্ত্রীদের পৃথক থাকা হারাম বিষয়টি ইসলামী বিবাহের মূলনীতিসমূহের একটি, যার মূল উদ্দেশ্য হলো বিবাহের লক্ষ্য উদ্দেশ্যকে পূর্ণতা দান করা. যাতে বিবাহ বন্ধন সৃষ্টির পবিত্রতা ও লজ্জাস্থান সংরক্ষণের কারণ হয়। (বিস্তারিত জানার জন্য দেখুন : আত তাদাবিরুল ওয়াকিয়াহ মিনাজ জিনা ফিল ফিকহিল ইসলামী ১৪৫-১৪৬ পৃ:)

(১৩)

কুরাইশ বংশের দ্বীনি শিক্ষা থেকে বিমুখ ব্যক্তির ওপর ফেরেশতাদের বদদোয়া

যে সকল বদনসীব ও বঞ্চিতদের ওপর ফেরেশতারা অভিশাপ করে থাকে তাদের ১৩তম হলো ঐ সকল কুরাইশ বংশীয় লোক যারা ইসলামী শিক্ষা থেকে দূরে থাকে। নিম্নে নবী ﷺ-এর হাদীসমূহ হতে দুটি হাদীস উদ্ধৃত হলো–

১. ইমাম আহমাদ, আবু ইয়ালা, তাবারানী ও বাযযার (র) আনাস (রা) হতে বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ এরশাদ করেন–

اَلْاَئِمَّةُ مِنْ قُرَيْشٍ إِنَّ لِىْ عَلَيْكُمْ حَقًّا ، وَإِنَّ لَهُمْ عَلَيْكُمْ حَقًّا مِثْلَ ذٰلِكَ مِنْهُمْ فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللّٰهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ اَجْمَعِيْنَ ـ

অর্থ ঃ "নেতা হবে কুরাইশদের মধ্য হতে। নিঃসন্দেহে তোমাদের ওপর আমার অধিকার রয়েছে এবং তাদের ওপরও তোমাদের তেমনি অধিকার রয়েছে। যখনই তাদের কাছে অনুগ্রহ চাওয়া হবে, অনুগ্রহ করবে। অঙ্গীকার হলে পূরণ করতে হবে। বিচার ফয়সালা করলে ইনসাফ করতে হবে। যে ব্যক্তি এরূপ করবে না তার ওপর আল্লাহ, সমস্ত ফেরেশতামণ্ডলী ও সমস্ত মানুষের অভিশাপ।" (মাজমাউজ যাওয়ায়েদ, হাঃ হাইসামী বর্ণনা করেনঃ হাদীসটিকে আহমাদ, আবু ইয়ালা, তবারানী ও বাযযার বর্ণনা করেন, তবে বাযযারের বর্ণনায় কিছুটা পার্থক্য রয়েছে, আর আহমাদের হাদীসের বর্ণনাকারীগণ নির্ভরযোগ্য, দেখুন উক্ত গ্রন্থের ৫/১৯২)

২. ইমাম আহমাদ আবু ইয়ালা, বাযযার প্রমুখ ইমামগণ আবু বারযা আসলামী (রা) হতে বর্ণনা করেন, তিনি নবী ﷺ হতে হাদীসটি বর্ণনা করেন–

اَلْاَئِمَّةُ مِنْ قُرَيْشٍ إِذَا اسْتَرْحَمُوْا رَحِمُوْا ، وَإِذَا عَاهَدُوْا وَفَوْا ، وَإِذَا حَكَمُوْا عَدَلُوْا ـ فَمَنْ لَمْ يَفْعَلْ ذٰلِكَ مِنْهُمْ فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللّٰهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ اَجْمَعِيْنَ ـ

অর্থ ঃ "নেতা হবে কুরাইশদের মধ্য হতে, যখন অনুগ্রহ কামনা করা হবে তখন যেন তারা অনুগ্রহ করে ও অঙ্গীকার করলে তা পূর্ণ করবে এবং বিচার কার্য সম্পাদনে ইনসাফ বজায় রাখবে।"

তাদের মধ্য হতে যে এরূপ করবে না, আল্লাহ তায়ালা, ফেরেশতামণ্ডলী ও সমস্ত মানুষের অভিশাপ তার ওপর বর্ষিত হবে।" (আল মুসনাদ ৫/১৯৩, হা :

হাইসামী হাদীসটির বর্ণনাকারীদের ব্যাপারে নির্ভরযোগ্য প্রমাণ করেন। দেখুন : মাজমাউজ যাওয়ায়েদ; ৫/১৯৩)

উপরোক্ত দুটি হাদীস দ্বারা যা বুঝা যায় তন্মধ্যে দুটি কথা উল্লেখ করা হলো–

১. কুরাইশ হতে খেলাফতের অধিকারী হওয়ার জন্য তিনটি গুণাবলী বিদ্যমান থাকা জরুরী। যথা–

ক. মানুষের প্রতি অনুগ্রহ ও সহমর্মিতা প্রদর্শন। খ. মানুষের সাথে কৃত অঙ্গীকার পূর্ণ করা। গ. রাষ্ট্রীয় কার্যক্রম ন্যায় ও ইনসাফের সাথে পরিচালনা।

২. উপরোক্ত গুণাবলী হতে বিমুখ হওয়ার প্রেক্ষিতে কুরাইশ সম্প্রদায় আল্লাহ তায়ালা, ফেরেশতামণ্ডলী ও সমস্ত মানুষের অভিশাপের যোগ্য হবে।

অতএব কুরাইশদের মহাসম্মান থাকা সত্ত্বেও তাদের মধ্যে উপরিক্ত গুণাবলী বিদ্যমান না থাকলে তাদেরকে ভয়াবহ শাস্তির সম্মুখীন হতে হবে. তবে উপরোক্ত গুণাবলী শূন্য কুরাইশ ব্যতীত অন্যান্য সম্মানিত ব্যক্তিরা উক্ত আযাব থেকে পরিত্রান পাওয়ার কোন সুযোগ নেই।

হে আল্লাহ! ইসলামী উম্মাহর সকল রাষ্ট্রনায়ককে উপরোক্ত তিনটি গুণাবলীতে গুণান্বিত করুন এবং তাদেরকে আপনার, ফেরেশতামণ্ডলী ও সমস্ত মানুষের অভিশাপ হতে নিষ্কৃতি দান করুন। আমীন

(১৪)

কুফরী অবস্থায় মৃত্যুবরণকারীদের ওপর ফেরেশতাদের অভিশাপ

যে সকল হতভাগ্য ব্যক্তির ওপর ফেরেশতাদের অভিশাপ দেয় তাদের ১৪তম প্রকার হচ্ছে ঐ সব লোক, যারা কুফরী মতবাদ গ্রহণ করে সে অবস্থাতেই মৃত্যুবরণ করেছে।

إِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوا وَمَاتُوا وَهُمْ كُفَّارٌ أُولٰئِكَ عَلَيْهِمْ لَعْنَةُ اللّٰهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِيْنَ، خَالِدِيْنَ فِيْهَا لَايُخَفَّفُ عَنْهُمُ الْعَذَابُ وَلَاهُمْ يُنْظَرُوْنَ -

অর্থ : "নিশ্চয়ই যারা কুফরী করেছে এবং কুফরী অবস্থাতেই মৃত্যুবরণ করেছে, তাদের ওপর আল্লাহ, ফেরেশতামণ্ডলী, সমগ্র মানবতার অভিশাপ। তারা উক্ত অবস্থায়ই জাহান্নামে চিরকাল অবস্থান করবে। কখনো তাদের আযাব হ্রাস করা হবে না এবং নিষ্কৃতি দেয়া হবে না।" (সূরা আল-বাকারা : ১৬১-১৬২)

হাফেজ ইবনে কাসীর (র) স্বীয় তাফসীর গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন, যারা কুফরী করেছে এবং সে অবস্থায়ই মৃত্যুবরণ করেছে, তাদের সম্বন্ধে আল্লাহ্ তায়ালা জানিয়ে দিয়েছেন, নিশ্চয়ই আল্লাহ্, ফেরেশতামণ্ডলী ও সমগ্র মানবতার অভিশাপ তাদের ওপর।

এ আযাব কেয়ামত অবধি চলতে থাকবে এবং এ অবস্থাতেই তারা জাহান্নামে নিপতিত হবে।

তাদের এ যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি কখনো হ্রাস করা হবে না এবং তাদেরকে এ থেকে কখনো অব্যাহতিও দেয়া হবে না এবং স্থায়ীভাবে এ শাস্তি অনন্তকাল অব্যাহত থাকবে।

আমরা এরূপ কঠিন শাস্তি হতে আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের কাছে পরিত্রাণ চাই। (তাফসীর ইবনে কাসীর ১/২১৪)

এক্ষেত্রে নিম্নোক্ত বিষয়গুলোর প্রতি সম্মানিত পাঠকবৃন্দের মনোযোগ আকর্ষণ করছি– ১. আল্লাহ রাব্বুল আলামীন কাফেরদের অভিশপ্ত ও শাস্তির যোগ্য হওয়ার জন্য কুফরী অবস্থায় মৃত্যুকে শর্ত করেছেন।

হাফেজ ইবনে জাওযী (র) উক্ত শর্তারোপের অন্তর্নিহিত কারণ বর্ণনা প্রসঙ্গে বলেন, মৃত্যু অবস্থায় কুফরীর শর্ত এ জন্যই আরোপ করা হয়েছে যে, কারো ব্যাপারে কুফরীর বিধান আরোপ তার মৃত্যু কুফরীর অবস্থায় হওয়ার কারণেই সাব্যস্ত হবে। (যাদুল মাসির ১/১৬৬)

এ প্রসঙ্গে শায়খ মুহাম্মাদ রশীদ রেজা বলেছেন, চিরস্থায়ী অভিশাপের শাস্তিপ্রাপ্ত হওয়ার জন্য যার পরিণতিতে স্থায়ী অপমান ও লাঞ্ছনার আবাস জাহান্নামে অবস্থান করতে হবে, এমন শর্তারোপ করা হয়েছে যে, তার মৃত্যু কুফরের ওপর হবে।

এ ধরনের মানুষের ওপর স্থায়ী অভিশাপ হবে এবং এ অবস্থায় কোন প্রকার শাফায়াত-সুপারিশ অথবা কোন মাধ্যম তাদের কোন উপকারে আসবে না। (তাফসীরুল মানার ২/৫২-৫৩)

২. কোন কোন উলামার অভিমত, ঐ সকল লোকদের ওপর এ অভিশাপ কিয়ামতের দিন প্রযোজ্য হবে।

ইমাম বাগাবী (র) লিখেছেন, ইমাম আবু আলিয়া বলেছেন, ঐ সকল লোকদের অভিশাপ কেয়ামতের দিন প্রযোজ্য হবে। কাফেরকে দাঁড় করানো হবে, তারপর তাদের ওপর আল্লাহ তায়ালা অভিশাপ দিবেন, অতঃপর ফেরেশতামণ্ডলী অতঃপর সমগ্র মানব জাতি তাদেরকে অভিশাপ দিবে। এ ব্যাপারে আল্লাহই ভাল জানেন। (তাফসীরে বাগাবী ১/১৩৪)

৩. আল্লাহর বাণী : خَالِدِيْنَ فِيْهَا (তারা তথায় চিরকাল অবস্থান করবে)-এর অবস্থিত সর্বনামের সম্বন্ধ সম্পর্কে মুফাসসিরীনে কেরাম দুটি অভিমত পেশ করেছেন। যথা-

১. হাফেজ ইবনে জাওযী এ প্রসঙ্গে বলেছেন, আল্লাহ্ তায়ালার বাণী خَالِدِيْنَ فِيْهَا-এর মধ্যে ها সর্বনামের ব্যাপারে দুটি মতামত পরিলক্ষিত হয়। যথা-

ক. সর্বনামটি اَللَّعْنَةُ (লা'নত) শব্দের দিকে প্রত্যাবর্তিত। এ মতটি আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ (রা) ও মুকাতেল (রা)এর।

তাদের মতানুযায়ী উক্ত বাক্যটির অর্থ দাঁড়াবে, তারা (কুফরী অবস্থায় মৃত্যুবরণকারীরা) চিরকাল অভিশাপের মধ্যে থাকবে।

খ. উক্ত শব্দটির সর্বনামের সম্বন্ধ জাহান্নামের দিকে প্রত্যাবর্তিত হবে। যদিও আয়াতে কারীমায় প্রথমে জাহান্নামের কথা উল্লেখ হয়নি। তবুও পূর্বাপর শব্দসমূহের প্রতি লক্ষ্য করলে বিষয়টি সুস্পষ্ট হয়ে যায়।

দ্বিতীয় মত অনুযায়ী আয়াতের অর্থ হবে, তারা (কুফরী অবস্থায় মৃত্যুবরণকারী) জাহান্নামের অগ্নিতে চিরকাল অবস্থান করবে। (যাদুল মাসির ১/১৬৭, তাফসীরে বাগাবী ১/১৩৪, মুহাররারুল ওয়াজিজ ২/৩৩ ও তাফসীরে বায়জাবী ১/৯৭)

৪. অত্র আয়াতের ভিত্তিতে হয়তো বা কেউ প্রশ্ন করতে পারেন যে, কারো লাঞ্ছনা ও অপমানের জন্য আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের অভিশাপই তো যথেষ্ট, তবে এক্ষেত্রে ফেরেশতামণ্ডলী ও সমগ্র মানবতার অভিশাপ বর্ষণের অন্তর্নিহিত কারণ কি?

জনাব শায়খ মুহাম্মদ রশী রেজা উক্ত প্রশ্নের উত্তরে লিখেছেন, কুফরী অবস্থায় মৃত্যুবরণকারীদের অপমান ও লাঞ্ছনার ক্ষেত্রে আল্লাহর অভিশাপ যথেষ্ট হওয়া সত্ত্বেও ফেরেশতা ও মানবমণ্ডলীর অভিশাপের উল্লেখ করার পিছনে রহস্য হলো উর্ধ্ব জগত ও নিম্ন জগতে যারাই তাদের ব্যাপারে আল্লাহ্ তায়ালার এ অভিশাপের বিষয়টি অবগত হবে (তখন তারাও তাদের উপর অভিশাপ করবে) এবং তারা যে এ শাস্তির যোগ্য সে মতামতই প্রকাশ করবে। এর ফলে তাদের এ আশাও শেষ হয়ে যাবে যে, আল্লাহ্ ব্যতীত তাদের প্রতি কেউ করুণার দৃষ্টিতে দেখবে এবং তাদের জন্য কেউ সুপারিশ করবে। কেননা সে তো প্রত্যেক জ্ঞান-সম্পন্ন ও অনুভূতিশীলদের নিকটেই অভিশাপের উপযুক্ত সাব্যস্ত।

যখন কোন ব্যক্তি আল্লাহ তায়ালার মেহেরবানী ও দয়া থেকে বঞ্চিত সাব্যস্ত হয় তখন সে আল্লাহ্ ব্যতীত অন্যের পক্ষ থেকে কিইবা আশা করতে পারে। (তাফসীরে মানার ২/৪৩)

হে মহিয়ান দয়ালু প্রভু-আল্লাহ! আমাদেরকে তুমি অনুরূপ লোকদের অন্তর্ভুক্ত করো না। আমীন

ঈমান গ্রহণ ও রাসূলের সততার সাক্ষ্য প্রদান এবং সুস্পষ্ট প্রমাণাদি পাওয়ার পর কুফরীকারীগণের ওপর ফেরেশতাদের অভিশাপ

ফেরেশতা যাদের প্রতি অভিশাপ করে তাদের পঞ্চদশ প্রকার হচ্ছে যারা আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে রাসূলকে সত্য বলে জেনে এবং ইসলামের সুস্পষ্ট নিদর্শনাবলী ও প্রমাণাদি পৌছার পরও কুফরী মতবাদ গ্রহণ করে।

এ সকল লোকদের সম্পর্কেই আল্লাহ ঘোষণা করেছেন–

كَيْفَ يَهْدِي اللّٰهُ قَوْمًا كَفَرُوْا بَعْدَ إِيْمَانِهِمْ وَشَهِدُوْا أَنَّ الرَّسُوْلَ حَقٌّ وَّجَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ وَاللّٰهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِيْنَ. أُولٰئِكَ جَزَاؤُهُمْ أَنَّ عَلَيْهِمْ لَعْنَةَ اللّٰهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِيْنَ. خَالِدِيْنَ فِيْهَا لَا يُخَفَّفُ عَنْهُمُ الْعَذَابُ وَلَا هُمْ يُنْظَرُوْنَ إِلَّا الَّذِيْنَ تَابُوْا مِنْ بَعْدِ ذٰلِكَ وَأَصْلَحُوْا فَإِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ.

অর্থ ঃ "আল্লাহ কিরূপে সৎপথে পরিচালিত করবেন সে সম্প্রদায়কে যারা ঈমান আনয়নের পর ও রাসূলকে সত্য বলে সাক্ষ্যদান করার পর এবং তাদের নিকট স্পষ্ট নিদর্শন আসার পর কুফরী করে? আল্লাহ যালেম সম্প্রদায়কে সৎপথে পরিচালিত করেন না। তারা তো এমনই যাদের শাস্তি হলো তাদের ওপর আল্লাহ, ফেরেশতাকুল এবং মানুষ সকলেরই অভিশাপ। তারা তাতে স্থায়ী হবে, তাদের শাস্তি লঘু করা হবে না এবং তাদেরকে বিরামও দেয়া হবে না। কিন্তু যারা তারপর তওবা এবং সংশোধন করে নেয়, নিঃসন্দেহে আল্লাহ তায়ালা ক্ষমাশীল ও দয়াবান।" (সূরা আলে ইমরান : ৮৬-৮৯)

ইমাম তাবারী (র) অন্যান্য মুফাসসিরীনে কেরামের উক্তি উদ্ধৃত করে লিখেছেন– আয়াতের তাফসীর হচ্ছে– كَيْفَ يَهْدِي اللّٰهُ قَوْمًا

অর্থাৎ, এ কিভাবে সম্ভব যে, আল্লাহ রাব্বুল আলামীন এক সম্প্রদায়কে পথ প্রদর্শন করবেন ও তাদেরকে ঈমানের তাওফীক দিবেন, যারা মুহাম্মদ ﷺ-এর নবুওয়াতকে অস্বীকার করে?

بَعْدَ إِيْمَانِهِمْ অর্থাৎ, তারা মুহাম্মদ ﷺ-এর নবুওয়াতের স্বীকৃতি দান ও প্রভুর পক্ষ হতে আনীত দ্বীনকে স্বীকার করার পর (তারা কুফরী অবলম্বন করেছে)।

وَشَهِدُوْا اَنَّ الرَّسُوْلَ حَقٌّ অর্থাৎ, আর এরপর তারা আল্লাহ্র রাসূলের সততার নিশ্চিত স্বীকৃতি দেয়।

وَجَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ

অর্থ ঃ "আর তার সমর্থনে তাদের নিকট আল্লাহর পক্ষ থেকে দলীল ও প্রমাণ এসে গেছে।"

وَاللّٰهُ لاَيَهْدِي الْقَوْمَ الظّٰالِمِيْنَ

অর্থ ঃ "আল্লাহ্ তায়ালা জালেম সম্প্রদায়কে সৎপথ প্রদর্শন করেন না। তারা ঐসব লোক যারা সত্যকে বাতিলের দ্বারা পরিবর্তন এবং কুফরকে ঈমানের ওপর প্রাধান্য দেয়।"

أُوْلٰئِكَ جَزَائُهُمْ اَنَّ عَلَيْهِمْ لَعْنَةَ اللّٰهِ

অর্থ ঃ "ঐ সকল লোকের প্রতিদান হচ্ছে তারা আল্লাহ্র রহমত ও অনুগ্রহ হতে বঞ্চিত এবং ফেরেশতামণ্ডলী, সমগ্র মানুষের অভিশাপ ও বদদোয়া, যেন তারা কষ্ট আর শাস্তিতে পতিত হয়।"

خَالِدِيْنَ فِيْهَا

অর্থ ঃ "তারা আল্লাহ্ তায়ালার শাস্তিতে চিরস্থায়ীভাবে অবস্থান করবে।"

لاَ يُخَفَّفُ عَنْهُمُ الْعَذَابَ

অর্থ ঃ "তাদের উক্ত শাস্তি কোনভাবেই হ্রাস করা যাবে না এবং অবকাশ দেয়া হবে না।"

وَلاَهُمْ يَنْظُرُوْنَ

অর্থ ঃ "তাদেরকে কোন প্রকার ওজর পেশ করার সুযোগ দেয়া হবে না।"

উপরোক্ত আয়াতে বর্ণিত সকল উক্তিই আখেরাতে চিরস্থায়ী শাস্তিতে অবস্থানের প্রমাণ বহন করে। (তাফসীরে তাবারী ৬/৫৭৬-৫৭৭ (সংক্ষিপ্তাকারে))

হে করুণাময় মহাপ্রভু! যারা কুফরীর কারণে তোমার ফেরেশতামণ্ডলী ও সমগ্র মানুষের অভিশাপের অধিকারী হয়েছে তুমি আমাদেরকে তাদের অন্তর্ভুক্ত করো না। আমীন

উপসংহার

পরম দয়াময় আল্লাহ্ তায়ালার শুকরিয়া আদায় করছি, যিনি তাঁর একজন অপারগ বান্দার দ্বারা এমন এক মূল্যবান বিষয় সম্পর্কে কিছু উপস্থাপন করার তাওফীক দান করেছেন। আল্লাহ তায়ালার দরবারে এ প্রার্থনা করি, তিনি যেন এ প্রয়াসকে কবুল করেন এবং এ পুস্তিকাটি দ্বারা যেন ইসলাম ও মুসলিম সমাজ উপকৃত হয়। "নিশ্চয়ই তিনিই প্রকৃত শ্রবণকারী ও প্রার্থনা কবুলকারী এবং তিনিই সকল কিছুর ওপর ক্ষমতাবান।"

পুস্তিকাটির সারসংক্ষেপ

আল্লাহ্ তায়ালার দয়া ও অনুগ্রহে পুস্তিকাটিতে নিম্নোক্ত দুটি বিষয় বর্ণনা করা হয়েছে–

১. এমন অনেক সৌভাগ্যবান ব্যক্তি আছেন, যাদের জন্য ফেরেশতাগণ দোয়া ও ক্ষমা প্রার্থনা করে থাকে। সে লোকদের সম্পর্কে আল্লাহ ও তাঁর রাসূল ﷺ তার উম্মতকে অবহিত করেছেন। উক্ত সৌভাগ্যবানদের অন্তর্ভুক্ত হলো ঃ

অজু অবস্থায় ঘুমানো ব্যক্তি। নামাযের জন্য অপেক্ষাকারী। প্রথম কাতারের নামাযী। কাতারের ডান পার্শ্বের মুসল্লি। কাতারে পরস্পরে মিলিতভাবে দাঁড়ানো ব্যক্তি। ইমাম সূরা ফাতিহা শেষ করার সময় উপস্থিত নামাযী। নামাযান্তে নামাযের স্থানে বসে থাকা ব্যক্তি। জামাতের সাথে ফজর ও আসর নামায আদায়কারী। কুরআন খতমকারী । নবী ﷺ-এর ওপর দরূদ পাঠকারী। অনুপস্থিত মুসলমান এবং যে তাদের জন্য দোয়া করে তাদের উভয় ব্যক্তি। কল্যাণের পথে ব্যয়কারী। রোযার সাহারী ভক্ষণকারী। ঐ রোযাদার যার সম্মুখে পানাহার করা হয়। রোগী দেখতে যাওয়া ব্যক্তি। রোগী ও মৃত ব্যক্তির নিকট উত্তম উক্তিকারী। সৎকাজের শিক্ষা প্রদানকারী। মুমিন, তাওবাকারী ও আল্লাহর অনুসারী এবং তাদের সৎ আত্মীয়। আর উল্লেখিত সবগুলির শির্ষে হলো পূর্বাপর বিশ্ব নেতা আমাদের নবী ﷺ।

২. অনেক এমন হতভাগা ও বঞ্চিত ব্যক্তি আছে যাদের ওপর ফেরেশতারা অভিশাপ ও বদদোয়া করে থাকে, এমন ব্যক্তিদের ব্যাপারে নবী ﷺ সংবাদ প্রদান করেছেন। আর তাদের অন্তর্ভুক্ত হলো–

সাহাবীগণের বিরুদ্ধে খারাপ মন্তব্যকারী। মদীনাতে বিদয়াতকারী অথবা বিদয়াতীকে আশ্রয়দানকারী। মদীনাবাসীর ওপর অত্যাচারকারী সম্বন্ধকারী। মুসলমানদের সাথে অঙ্গীকার ও সন্ধি ভঙ্গকারী। রমযান মাস পাওয়ার পরও নিজের

গোনাহ্ ক্ষমা না পাওয়া ব্যক্তি। পিতা-মাতা অথবা উভয়ের একজনকে জীবিত অবস্থায় পেয়ে (তাদের সাথে সদ্ব্যবহার না করে) জাহান্নামে প্রবেশকারী ব্যক্তি। নবী ﷺ-এর নাম উল্লেখ হওয়ার পর তাঁর ওপর দরূদ পাঠ না করা ব্যক্তি। সৎ পথে দান-খয়রাত করা থেকে বাধা দানকারী ব্যক্তি। মুসলমানদের দিকে অস্ত্র দিয়ে ইঙ্গিতকারী। ইসলামী দণ্ডবিধি প্রয়োগে বাধা প্রদানকারী। স্বামীর বিছানা থেকে দূরে অবস্থানকারী মহিলা। কুরাইশ বংশের যে লোক দ্বীনি শিক্ষা থেকে বিরত থাকে এমন ব্যক্তি। কাফের অবস্থায় মৃত্যুবরণকারী। ঈমান আনয়ন ও রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর সততার সাক্ষ্য প্রদান করে এবং স্পষ্ট প্রমাণাদী পাওয়ার পরও কুফরীকারী।

শেষ নিবেদন

পরিশেষে সম্মানিত উলামায়ে কেরাম ও দ্বীনি জ্ঞান পিপাসু ভাইদের এবং বিশ্বের সমস্ত মানুষের প্রতি দুটি আবেদন ঃ

১. সকল উলামায়ে কেরামের নিকট আবেদন হলো তারা যেন সর্বসাধারণকে এমন সৌভাগ্যবানদের ব্যাপারে অবহিত করেন যাদের জন্য ফেরেশতামণ্ডলী দোয়া করে থাকে। আর তাদেরকে এমন আমল করার উৎসাহও দিবেন যেন তারা ফেরেশতাদের দোয়ার উপযুক্ত হতে পারেন।

অনুরূপ সর্বসাধারণকে এমন দুর্ভাগ্যবান লোকদের ব্যাপারেও সতর্ক করবেন, যাদের প্রতি ফেরেশতামণ্ডলী অভিশাপ ও বদদোয়া করে থাকে আর তাদেরকে এমন আমল থেকে সতর্ক থাকার নির্দেশও দিবেন, যেন তারা ফেরেশতাদের অভিশাপ ও বদদোয়ার উপযুক্ত না হয়।

২. বিশ্বের সমস্ত মানুষের প্রতি সবিনয় নিবেদন, তারা যেন ফেরেশতাদের দরূদ ও দোয়া প্রাপ্ত হওয়ার উপযুক্ত আমলে সদা নিয়োজিত থাকে। পক্ষান্তরে ফেরেশতাদের অভিশাপ ও বদদোয়া প্রাপ্ত হওয়ার আমল থেকে পরিপূর্ণ সতর্ক থাকে।

আল্লাহ্ তায়ালা আমাদের সবাইকে এ আবেদন পূর্ণরূপে বাস্তবায়ন করার তাওফীক দান করুন। اِنَّهٗ سَمِيْعٌ مُّجِيْبٌ। আমীন।

وَصَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلٰى نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِهٖ وَاَصْحَابِهٖ وَاَتْبَاعِهٖ وَبَارِكْ وَسَلَّمَ ـ وَاٰخِرُ دَعْوَانَا اِنِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ ـ

(تَمَّتْ بِالْخَيْرِ)

পঞ্চম

পিস পাবলিকেশন-ঢাকা
৩৮/৩, কম্পিউটার মার্কেট
বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
ফোন : ০১৭১৫-৬৭৮২০৯ ।